পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 269 Sunday, 30 August 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ২৬৯ সংখ্যা ✻ ১২ ভাদ্র ১৪৩৩, রবিবার, ৩০ আগস্ট, ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

## হাই কোর্টের নির্দেশ অমান্যের অভিযোগ, মমতার বিরুদ্ধে মামলা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৯ আগস্ট ঃ** কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে রাস্তা অবরুদ্ধ করে সভা করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মসূচি ঘিরে। এই অভিযোগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে হেস্টিংস থানায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। আদালতের নির্দিষ্ট নির্দেশ অমান্য করা এবং যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কলকাতার ক্যাথিড্রাল রোডে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভাকে কেন্দ্র করে কলকাতা হাই কোর্টের পক্ষ থেকে একাধিক শর্ত দেওয়া হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, কর্মসূচিতে দেড় হাজারের বেশি মানুষের জমায়েত করা যাবে না। পাশাপাশি সভা চলাকালীন রাস্তার একটি ফ্ল্যাঙ্ক যান চলাচলের জন্য

খোলা রাখার নির্দেশও ছিল। অভিযোগ, সভার সময় সেই নির্দেশ মানা হয়নি। কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক মানুষের জমায়েত হয় এবং একসময় ক্যাথিড্রাল রোডের একটি বড় অংশ কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এর ফলে বাস, গাড়ি-সহ অন্যান্য যানবাহনের চলাচল ব্যাহত হয় বলে অভিযোগ। সভা চলাকালীন মঞ্চের সামনে মানুষের ভিড় নিয়েও পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, রাস্তার অপর প্রান্তে থাকা কর্মী-সমর্থকদের একাংশ ব্যারিকেড পেরিয়ে সভাস্থলের কাছে চলে আসেন। এর জেরে পরিস্থিতি আরও ঘন হয়ে ওঠে এবং যান চলাচলের জন্য নির্ধারিত জায়গাতেও ভিড় ছড়িয়ে পড়ে বলে অভিযোগ। ঘটনার পরই বিষয়টি নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, হাই কোর্টের নির্দেশ স্পষ্টভাবে অমান্য করা হয়েছে। তিনি বলেন, আদালত রাস্তার একটি ফ্ল্যাঙ্ক খোলা রাখার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশ উপেক্ষা করে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশকে এফআইআর করার পাশাপাশি হাই কোর্টে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। এরপরই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। শুক্রবারের কর্মসূচির পর শনিবার হেস্টিংস থানায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করা হয়। আদালতের নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগেই এই মামলা দায়ের হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজাও। পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল অভিযোগ করেন, বর্তমান সরকার কোনও ধরনের বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করবে না। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যে এখন নতুন সরকারের প্রশাসনিক নীতি অনুযায়ী আইন ও শৃঙ্খলাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তবে মামলার অভিযোগ ও তার পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়াই এখন গোটা ঘটনার মূল বিষয়। আদালতের নির্দেশ ঠিক কতটা লঙ্ঘিত হয়েছে, সভায় জমায়েতের সংখ্যা কত ছিল এবং রাস্তা বন্ধ হওয়ার জন্য কারা দায়ী-তদন্তের মাধ্যমে সেই বিষয়গুলিই স্পষ্ট হওয়ার কথা। রাজনৈতিক বক্তব্যের পাশাপাশি পুলিশের মামলা এবং আদালতের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেই এখন নজর।

## পার্কিং ব্যবস্থায় জোর, নতুন অ্যাপ তৈরির উদ্যোগ সরকারের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৯ আগস্ট ঃ** শহর ও শহরতলির যানজট নিয়ন্ত্রণে এবার পরিকল্পিত পার্কিং ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে চলেছে রাজ্য সরকার। কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকাগুলিতে নির্দিষ্ট পার্কিং জোন চিহ্নিত করে সেখানে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার পাশাপাশি যানবাহন পার্কিংয়ের জন্য একটি নতুন অ্যাপ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়েই সোমবার নবান্নে স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরে পুলিশ এবং পুর ও নগর উন্নয়ন দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। বৈঠকে শহরের বর্তমান পার্কিং ব্যবস্থা, যানজটের সমস্যা এবং নির্দিষ্ট জায়গায় পার্কিং পরিকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গিয়েছে।প্রশাসনিক সূত্রে খবর, কলকাতা ও শহরতলির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় কোথায় গাড়ি পার্কিংয়ের সুযোগ রয়েছে এবং কোথায় নতুন করে পার্কিং স্পেস তৈরি করা যেতে পারে, তা চিহ্নিত করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট জায়গাগুলিকে পরিকল্পিতভাবে পার্কিংয়ের আওতায় আনলে রাস্তার উপর যত্রতত্র গাড়ি দাঁড় করানোর প্রবণতা কমবে। এর ফলে যান চলাচল আরও স্বাভাবিক করা সম্ভব হবে বলে মনে করছে প্রশাসন। পার্কিং ব্যবস্থাকে আরও প্রযুক্তিনির্ভর করতেও উদ্যোগী রাজ্য। প্রস্তাবিত নতুন অ্যাপের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ যাতে নির্দিষ্ট পার্কিং এলাকার তথ্য সহজে জানতে পারেন, সেই ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। ভবিষ্যতে পার্কিং স্পেসের অবস্থান, উপলব্ধতা এবং অন্যান্য

এরপর ৬-র পাতায়

### মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথম বীরভূম সফর

## মাথায় পুজোর ডালা নিয়ে তারাপীঠে মা তারার আরাধনা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বীরভূম, ২৯ আগস্ট ঃ** মুখ্যমন্ত্রী পদে দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবার বীরভূম সফরে এসে তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার কৌশিকী অমাবস্যার আগে তারাপীঠে পৌঁছে মা তারার কাছে পুজো ও অঞ্জলি দেন তিনি। মাথায় পুজোর ডালা নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। তাঁর এই সফরকে ঘিরে সকাল থেকেই তারাপীঠে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। বীরভূম সফরের আগে থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা এবং যাত্রাপথ ঘিরে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল জেলা প্রশাসন ও পুলিশ। এদিন তারাপীঠ সংলগ্ন করকরিয়া-তারাপুর সরস্বতী বিদ্যামন্দিরের মাঠে তৈরি অস্থায়ী হেলিপ্যাডে অবতরণ করেন শুভেন্দু অধিকারী। হেলিকপ্টার থেকে নামার পর সেখান থেকে গাড়িতে করে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে সরাসরি তারাপীঠ মন্দিরের উদ্দেশে রওনা দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর আগমন ঘিরে সকাল থেকেই মন্দিরের বাইরে ভিড় জমাতে শুরু করেন সাধারণ মানুষ এবং বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা। মুখ্যমন্ত্রীকে প্রথমবার সামনাসামনি দেখার জন্য কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ছিল যথেষ্ট উচ্ছ্বাস। নিরাপত্তার কারণে গোটা তারাপীঠ চত্বর ব্যারিকেড ও দড়ি দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। মন্দিরে পুজোর সময়ও তৈরি

করা হয় পৃথক নিরাপত্তা বলয়। মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে বদলে যায় তারাপীঠ ও সংলগ্ন এলাকার চিত্রও। রাস্তার ধারে পড়ে থাকা আবর্জনা সরাতে নামানো হয় পে-লোডার ও শ্রমিক। শ্মশান চত্বর-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় চালানো হয় বিশেষ সাফাই অভিযান। রাস্তার দু'ধারে বাঁশের কাঠামোয় তৈরি করা হয় স্বাগত তোরণ। ব্যানার ও ফ্লেক্সে সাজিয়ে তোলা হয় মুখ্যমন্ত্রীর যাত্রাপথ। শুধু প্রশাসনিক প্রস্তুতিই নয়, মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে আয়োজন করা হয় ঢাক-ঢোলের। উপস্থিত ছিল বীরভূমের গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী বাউল গানের দলও। ফলে রাজনৈতিক সফরের পাশাপাশি তারাপীঠে তৈরি হয় সাংস্কৃতিক আবহ। মুখ্যমন্ত্রীর সফর নিয়ে রামপুরহাট বিধানসভার বিধায়ক ধ্রুব সাহা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এটাই শুভেন্দু অধিকারীর প্রথম বীরভূম সফর। সামনে কৌশিকী অমাবস্যা। সেই সময় সাধারণ মানুষকে ভরসা জোগাতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর বলে দাবি করেন তিনি। সফরে যাতে কোনও ধরনের খামতি না থাকে, সেই কারণে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান বিধায়ক। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর যাত্রাপথের দু'ধারে মহিলাদেরও দেখা যায় হাতে ব্যানার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য ধন্যবাদজ্ঞাপন করতে তাঁরা উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়। সব মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর প্রথম বীরভূম সফরকে ঘিরে তারাপীঠে একদিকে যেমন ছিল কড়া নিরাপত্তা, তেমনই অন্যদিকে দেখা যায় রাজনৈতিক উচ্ছ্বাস ও ধর্মীয় আবহ। কৌশিকী অমাবস্যার আগে মুখ্যমন্ত্রীর তারাপীঠ সফর ঘিরে এদিন সকাল থেকেই সরগরম হয়ে ওঠে গোটা মন্দিরনগরী।

## এক মাসে ৮৩ নবজাতকের মৃত্যু মালদা মেডিক্যালে, উদ্বেগ বাড়াচ্ছে লাগাতার শিশুমৃত্যু

**নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ২৯ আগস্টঃ** মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নবজাতক মৃত্যুর ঘটনা ঘিরে ফের উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। চলতি আগস্ট মাসে এখনও পর্যন্ত এই হাসপাতালে ৮৩ জন নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। এর আগে জুলাই মাসে প্রাণ হারিয়েছিল ৮৭ জন শিশু। পরপর দু'মাসে এত সংখ্যক শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা, পরিকাঠামো এবং রোগীর অতিরিক্ত চাপ নিয়ে। তবে মালদা মেডিক্যাল কলেজে শিশুমৃত্যুর ঘটনা নতুন নয়। গত কয়েক বছর ধরেই এই হাসপাতালে নবজাতক ও শিশু মৃত্যুর পরিসংখ্যান সামনে এসেছে। ২০২৫ সালের আগস্ট মাসে এখানে ১০০ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছিল। তার আগের বছর, অর্থা ২০২৪ সালের আগস্টে মৃত শিশুর সংখ্যা ছিল ৯৬। ফলে পরপর কয়েক বছর ধরে শিশুমৃত্যুর এই পরিসংখ্যান স্বাস্থ্য দপ্তর এবং চিকিৎসক মহলের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শনিবার মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি প্রতিনিধি দল। স্বাস্থ্য ভবনের আধিকারিকদের পাশাপাশি ওই দলে ছিলেন মুর্শিদাবাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং কলকাতার

এসএসকেএম হাসপাতালের বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা হাসপাতালের শিশু বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা পরিকাঠামো পরিদর্শন করেন। নবজাতকদের মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণ, চিকিৎসা পরিষেবা, পরিকাঠামোর সক্ষমতা এবং রোগীর চাপ-সমস্ত বিষয়ই খতিয়ে দেখা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা মেডিক্যাল কলেজে শিশু রোগীর চাপ অত্যন্ত বেশি। কোনও কোনও মাসে সাড়ে ছয় হাজারেরও বেশি শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। মালদা ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ-সহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলা এবং বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকেও গুরুতর অসুস্থ শিশুদের এখানে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। এমনকি প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকেও রোগী আসার নজির রয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, এই বিপুল রোগীর চাপের পাশাপাশি বহু শিশুকে অন্য হাসপাতাল থেকে অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় রেফার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়। ফলে হাসপাতালে পৌঁছনোর সময় অনেক শিশুর শারীরিক অবস্থা এতটাই আশঙ্কাজনক থাকে যে চিকিৎসকদের সর্বোচ্চ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁদের বাঁচানো সম্ভব হয় না। মালদা মেডিক্যাল কলেজের এমএসভিপি প্রসেনজিৎ বর জানান, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় শিশুদের এখানে রেফার করা হয়। হাসপাতালের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়ার যথাসম্ভব চেষ্টা করা হলেও গুরুতর অবস্থায় আসা সব শিশুকে বাঁচানো সম্ভব হয় না। তবে একইসঙ্গে তিনি স্বীকার করেছেন, মালদা মেডিক্যাল কলেজে রোগীর চাপ অনেক বেশি এবং সেই তুলনায় কর্মীর সংখ্যা কিছুটা কম। ফলে চিকিৎসা পরিষেবার উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হচ্ছে। বিশেষজ্ঞ দলের শনিবারের পরিদর্শনের পর শিশুমৃত্যুর প্রকৃত কারণ, চিকিৎসা ব্যবস্থার ঘাটতি এবং পরিকাঠামোগত সমস্যাগুলি আরও স্পষ্ট হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এই ধরনের মৃত্যু কমাতে কী ধরনের পদক্ষেপ প্রয়োজন, সেই বিষয়েও সুপারিশ করতে পারে বিশেষজ্ঞ দল। এখন সেই রিপোর্টের দিকেই নজর স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ-সবার।

### ভারতের পাশে থাকার বার্তা

## নয়াদিল্লিকে ধন্যবাদ নেপালের প্রেসিডেন্টের

**কাঠমান্ডু, ২৯ আগস্টঃ** ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত নেপাল। হড়পা বান ও বন্যার জেরে এখনও পর্যন্ত অন্তত ৬২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন হাজারেরও বেশি মানুষ। এই কঠিন পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী দেশ নেপালের পাশে দাঁড়ানোয় ভারতকে ধন্যবাদ জানালেন নেপালের প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পোড়েল। একইসঙ্গে সাম্প্রতিক বিপর্যয়ে ভারতীয় নাগরিকদের মৃত্যুতেও গভীর শোক প্রকাশ করেছে নেপাল। রামচন্দ্র পোড়েল জানিয়েছেন, নেপালের সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে ভারতের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানানো হচ্ছে। বিপর্যয়ের পর ভারতের উদ্বেগ, সহায়তা এবং সংহতির জন্য নয়াদিল্লিকে ধন্যবাদ জানান তিনি। পাশাপাশি ২৬ আগস্টের প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভারতীয় নাগরিকদের মর্মান্তিক প্রাণহানির ঘটনায় ভারত সরকার ও সাধারণ মানুষের প্রতি নেপালের পক্ষ থেকে গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন তিনি। জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত অন্তত ২৯০ জন ভারতীয় নাগরিকের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। প্রথমদিকে অবশ্য বিদেশি সাহায্য নেওয়ার বিষয়ে নেপাল কিছুটা সতর্ক অবস্থান নিয়েছিল। শুক্রবার দুপুরে নেপালের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র লোক বাহাদুর ছেত্রী জানিয়েছিলেন, ভয়াবহ বিপর্যয়ের পর বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্যের প্রস্তাব আসা স্বাভাবিক হলেও সেই মুহূর্তে বিদেশি সহায়তার প্রয়োজন নেই। পরবর্তী পরিস্থিতি বিবেচনা করে সেই অবস্থান পরিবর্তন করা হয়। এরপর প্রতিবেশী দেশগুলির সহযোগিতার বিষয়টি গুরুত্ব পেতে শুরু করে। এদিকে বুধবারের ভয়াবহ হড়পা বানের ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই নেপালের সামনে দেখা দিয়েছে নতুন বিপদের আশঙ্কা। তিব্বতে নতুন করে তৈরি হওয়া একটি হ্রদের বাঁধ ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে সতর্কতা জারি হয়েছে। এর জেরে নেপালের রাসুয়া ও ধাদিং জেলায় হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে বলে খবর। নতুন করে হড়পা বানের আশঙ্কায় কিছু এলাকায় উদ্ধারকাজও সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। উদ্ধারকারী দলগুলিকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন। এই সম্ভাব্য বিপদ নিয়ে নেপালকে সতর্ক করেছে চিনও। বেজিংয়ের আশঙ্কা, লেন্ডে নদীর অববাহিকার উজানে তৈরি হওয়া হ্রদটির পাড় যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে যেতে পারে। হ্রদের জলের রঙে পরিবর্তন লক্ষ্য করার পরই ঝুঁকির বিষয়টি সামনে আনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে চিনের পক্ষ থেকে এটাও জানানো হয়েছে, হ্রদটি ভেঙে গেলেও নদীতে জলের সর্বোচ্চ প্রবাহ প্রতি সেকেন্ডে ৫০০ ঘনমিটারের বেশি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবুও পরপর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ধাক্কায় নেপালের প্রশাসনের কাছে পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগের। একদিকে শত শত মানুষের মৃত্যু ও নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় উদ্ধার ও ত্রাণকাজ চালানো, অন্যদিকে নতুন করে হড়পা বানের আশঙ্কা-দুই দিকের চাপেই কার্যত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে নেপাল। এই অবস্থায় ভারতের সহায়তার জন্য প্রেসিডেন্টের কৃতজ্ঞতা এবং নতুন বিপদ মোকাবিলায় প্রশাসনের প্রস্তুতি-দুই বিষয়ই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

### ডেঙ্গু রুখতে 'স্পেশাল ড্রাইভ'

## এসপ্ল্যানেড থেকে পুরসভা-মেট্রোর যৌথ অভিযান

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৯ আগস্ট ঃ** বর্ষার মরশুমে ডেঙ্গুর প্রকোপ ঠেকাতে এবার বড়সড় 'স্পেশাল ড্রাইভ' শুরু করল কলকাতা পুরসভা ও মেট্রো রেল। শনিবার এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন থেকে শুরু হল পুরসভা ও মেট্রোর যৌথ অভিযান। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এই বিশেষ কর্মসূচি। তবে শুধু কয়েকদিনের অভিযানেই থেমে না থেকে আগামী দিনেও অন্যান্য সরকারি দফতরকে সঙ্গে নিয়ে এই ধরনের অভিযান চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে প্রশাসনের। কলকাতা পুরসভার প্রশাসক স্মিতা পান্ডে এবং মেট্রোর পিসিএমও ড. রীনা মুখোপাধ্যায়ের যৌথ নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। অভিযানের সূচনাপর্বে উপস্থিত ছিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁর বক্তব্য, ডেঙ্গু প্রতিরোধ শুধুমাত্র প্রশাসনের দায়িত্ব নয়। সাধারণ মানুষকে সচেতন এবং সক্রিয় না করলে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। অভিযানের আওতায় শুধু এসপ্ল্যানেড নয়, শহরের সমস্ত মেট্রো স্টেশন এবং তার আশপাশের এলাকা খতিয়ে দেখা হবে। পাশাপাশি দক্ষিণ-পূর্ব রেলের বিভিন্ন স্টেশন, ট্রেনের কারশেড এবং রেল আবাসন এলাকাতেও চলবে নজরদারি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ। কোথাও জল জমে রয়েছে কি না, পরিত্যক্ত জায়গায় ঝোপঝাড় তৈরি হয়েছে কি না কিংবা ভবিষ্যতে জল জমার সম্ভাবনা রয়েছে কি না-সেই সমস্ত বিষয় চিহ্নিত করা হবে। পরিত্যক্ত জমি বা প্রাঙ্গণে জল জমে থাকলে সংশ্লিষ্ট মালিক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। পুরসভার ধারা ৪৯৬ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নোটিস পাঠানো হবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। অর্থা শুধু পরিষ্কার করে দেওয়াই নয়, জলজমার উস যাতে ফের তৈরি না হয়, সেই বিষয়েও নজর রাখা হবে। আবর্জনা ফেলা নিয়েও এবার আরও কড়া অবস্থান নেওয়া হচ্ছে। নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ব্যবহার কিংবা যত্রতত্র নোংরা ফেলার ঘটনায় ২০০ থেকে ৪০০ টাকা

এরপর ৬-র পাতায়

## দেহদান নিয়ে নিজের আগের মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৯ আগস্ট ঃ** মৃত্যুর পর দেহদান নিয়ে নিজের আগের মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য ঘিরে তৈরি হওয়া বিভ্রান্তি দূর করতে শনিবার তিনি স্পষ্ট জানালেন, দেহদান করতে তিনি কখনও কাউকে বারণ করেননি। তাঁর আগের বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে বলেও দাবি করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি দেহদানের উপযোগিতা নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর প্রসঙ্গ তুলেছিলেন শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য ছিল, গোটা দেহদানের পরিবর্তে অঙ্গদানকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। সেই মন্তব্যের পরই দেহদানের অঙ্গীকার করে রাখা মানুষদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণা ও মেডিক্যাল শিক্ষায় দেহদানের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। শনিবার যাদবপুরের একটি মেডিক্যাল কলেজের সম্মেলনে যোগ দিয়ে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, তাঁর বক্তব্যের মূল লক্ষ্য ছিল 'ব্রেন ডেথ' হওয়া রোগীদের ক্ষেত্রে অঙ্গদানের গুরুত্ব বোঝানো। শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা, কোনও রোগীর ব্রেন ডেথ হলে এবং তাঁকে তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে মৃত ঘোষণা না করা হলে, সেই পর্যায়ে অঙ্গদানের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। কারণ ওই পরিস্থিতিতে অঙ্গগুলি অন্য রোগীর জীবন বাঁচাতে প্রতিস্থাপনের কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হতে পারে।অন্যদিকে, যে ব্যক্তির ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে, তাঁর ক্ষেত্রে অঙ্গদানের সম্ভাবনা থাকে না। তবে সেই মৃত ব্যক্তির দেহ মেডিক্যাল পড়ুয়াদের শিক্ষা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে বলে জানান তিনি। অর্থাৎ, ব্রেন ডেথের ক্ষেত্রে অঙ্গদান এবং মৃত্যুর পর দেহদান-দুই

এরপর ৬-র পাতায়

## নেপালের হড়পা বান মনে করিয়ে দিল সভ্যতার সবচেয়ে বড় শিক্ষা

**বিশেষ প্রতিবেদক, নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্টঃ** নেপালের ভয়াবহ হড়পা বান ফের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল-দুর্যোগ মোকাবিলায় যত আধুনিক ব্যবস্থাই গড়ে তোলা হোক না কেন, প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে উন্নয়নের পথে এগোলে তার মূল্য একদিন না একদিন দিতেই হবে। পাহাড়, নদী, হিমবাহ এবং পরিবেশের স্বাভাবিক গতিপথকে উপেক্ষা করে মানুষ যত বেশি হস্তক্ষেপ করবে, ততই বাড়বে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি। নেপালের সাম্প্রতিক বিপর্যয় তাই শুধুমাত্র একটি দেশের দুর্যোগ নয়, গোটা বিশ্বের জন্য একটি সতর্কবার্তা। প্রথমে এই বিপর্যয়কে নিছক প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা হিসেবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হলেও পরবর্তী সময়ে উপগ্রহচিত্র ও পরিবেশগত পরিস্থিতি বিশ্লেষণে সামনে আসে জলবায়ু পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশ্ন। হিমালয় অঞ্চলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে হিমবাহ দ্রুত গলছে। এর ফলে তৈরি হচ্ছে হিমবাহ-জাত হ্রদ, অস্থিতিশীল বরফস্তর এবং পাহাড়ি এলাকায় ধসের মতো পরিস্থিতি। যে কোনও একটি উপাদান হঠাৎ ভেঙে পড়লে বিপুল পরিমাণ জল, বরফ, কাদা ও পাথর নেমে এসে ভয়াবহ হড়পা বানের সৃষ্টি করতে পারে। নেপাল-তিব্বত সীমান্তের ঘটনাতেও এমন একটি ধারাবাহিকতার কথা উঠে এসেছে। হিমবাহের একটি বিশাল অংশ ভেঙে লেন্দে খোলা নদীতে আছড়ে পড়ার পর নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ সাময়িকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তৈরি হয় অস্থায়ী জলাধারের মতো পরিস্থিতি। পরে সেই বাধা ভেঙে গেলে বরফগলা জল, কাদা ও পাথর প্রবল গতিতে নেমে আসে ভোটেকোশী নদীর দিকে। সেখান থেকে জলধারা ত্রিশূলী নদীতে গিয়ে মিশে আরও বিস্তীর্ণ এলাকায় বিপর্যয় ডেকে আনে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই বিপর্যয়ের পিছনে কি শুধু প্রকৃতির রোষই দায়ী? উত্তরটা এত সরল নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের পাশাপাশি পাহাড়ি নদীর গতিপথে মানুষের ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপও বিপদের মাত্রা বাড়িয়ে তুলছে।

নদীর দু'পাশে গড়ে উঠছে বসতি, সেতু, রাস্তা, বাঁধ, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং নানা ধরনের নির্মাণ। উন্নয়নের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু পরিবেশের বহনক্ষমতা এবং ভূপ্রকৃতির স্বাভাবিক চরিত্রকে উপেক্ষা করে উন্নয়ন হলে সেই উন্নয়নই পরবর্তীতে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। নেপালের নদীগুলি তাই যেন এবার সেই হিসেবই বুঝিয়ে দিল। প্রবল জলধারা শুধু নদীর তীর ভাঙেনি, বহু মানুষের জীবন, ঘরবাড়ি, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পরিকাঠামোকেও বিপর্যস্ত করেছে। প্রকৃতির গতিপথকে আটকে রেখে যে নগরসভ্যতা গড়ে ওঠে, তার ভিত কতটা ভঙ্গুর-এই ঘটনা আবারও সেই প্রশ্ন সামনে এনে দিয়েছে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠছে-এত আধুনিক প্রযুক্তির যুগেও আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা কেন যথেষ্ট কার্যকর হল না? দুর্যোগের পূর্বাভাস, উপগ্রহ নজরদারি, সেন্সর, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং উদ্ধার পরিকাঠামোর পিছনে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হয়। কিন্তু বিপর্যয় যখন কয়েক মিনিটের মধ্যে পাহাড় থেকে নেমে আসে, তখন মানুষের তৈরি এই ব্যবস্থাগুলির সীমাবদ্ধতাও স্পষ্ট হয়ে যায়। তাই শুধু বিপর্যয়ের পরে উদ্ধারকাজ নয়, বিপর্যয়ের সম্ভাব্য উৎসকে চিহ্নিত করে আগেই ঝুঁকি কমানো জরুরি। বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণে গত কয়েক দশক ধরে আন্তর্জাতিক স্তরে অসংখ্য সম্মেলন, চুক্তি ও আলোচনা হয়েছে। কার্বন নিঃসরণ কমানো, বন রক্ষা এবং পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের কথা বারবার বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার, বন ধ্বংস এবং লাগামহীন নির্মাণ চলতেই থাকলে সেই আলোচনা কতটা কার্যকর হচ্ছে, তা নিয়েই প্রশ্ন থেকে যায়। নেপালের বিপর্যয় তাই শুধু একটি ভয়াবহ হড়পা বানের গল্প নয়। এটি মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে ভাবার সময়ের সংকেত। প্রকৃতিকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে কোনও সভ্যতাই দীর্ঘদিন নিরাপদ থাকতে পারে না। উন্নয়ন অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু সেই উন্নয়নকে হতে হবে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে গড়ে ওঠা উন্নয়ন যতই শক্তিশালী মনে হোক, তার ভিত আসলে অত্যন্ত দুর্বল। নেপালের হড়পা বান সেই কঠিন সত্যই আবার মনে করিয়ে দিল-প্রকৃতিকে জয় করা নয়, প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান করাই সভ্যতার ভবিষ্যৎ সুরক্ষার একমাত্র পথ।

## মালদায় 'চা চক্রে' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি নিয়ে তীব্র কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

মালদা, ২৯ আগস্ট ঃ মালদায় ' চা চক্রে' সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের নীতির কড়া সমালোচনা করেন।আন্তর্জাতিক আদালতে যাওয়া সংক্রান্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য, তৃণমূল জমানায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে নিয়োগ ও ভর্তি প্রক্রিয়ায় ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ এবং মমতার পুনরায় ক্ষমতায় ফেরার দাবি নিয়ে কটাক্ষ করেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখনোই আদালতের রায় মেনে নেননি।তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমাবেশ চলাকালীন বিশৃঙ্খলার অভিযোগ তুলে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করেন তিনি। এ ছাড়া কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে এনসিপিআই-এর এনডিএ জোটের শরিক হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সম্ভাবনা নিয়েও প্রতিক্রিয়া জানান তিনি। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবিত জেলা সফরের ঘোষণা নিয়েও নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন।পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী আবাসন যোজনা নিয়ে কঠোর অবস্থান নিয়ে বলেন, দুস্থ ও প্রকৃত প্রাপকদের বাড়ি পাইয়ে দেওয়ার নামে যাঁরা টাকা নিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দিলীপ ঘোষ স্পষ্ট জানান, দরিদ্র ও দুস্থ মানুষের কাছ থেকে টাকা তোলা ব্যক্তিদের কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না এবং তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে জানান।

## মঙ্গলা এক্সপ্রেসে কেরলমগামী ২০ পড়ুয়ার অসুস্থতা, খাণ্ডওয়া স্টেশনে চিকিৎসা

ভোপাল, ২৯ আগস্ট ঃদিল্লি থেকে কেরলম যাওয়ার পথে মঙ্গলা লক্ষদ্বীপ এক্সপ্রেসে শুক্রবার রাতে ১৫-২০ জন স্কুলপড়ুয়ার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। খাণ্ডওয়া স্টেশনে ট্রেন থামিয়ে তাঁদের চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান, খাবারে বিষক্রিয়ার কারণে এই সমস্যা হয়ে থাকতে পারে।শনিবার জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে ইটারসি স্টেশনের পর ট্রেনের প্যান্ট্রি কার থেকে খাবার নিয়ে খেয়েছিল পড়ুয়ারা। কিছুক্ষণ পর একে একে তাঁদের বমি, বমি বমি ভাব এবং অস্বস্তির মতো উপসর্গ দেখা দেয়। বিষয়টি রেল কর্তৃপক্ষকে জানানো হলে খাণ্ডওয়া স্টেশনে ট্রেন থামিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।খাণ্ডওয়া জেলা হাসপাতালের সিভিল সার্জন ডা. অনিরুদ্ধ কৌশল, সিএসপি অভিনব বারঙ্গে, সিটি ম্যাজিস্ট্রেট বজরং বাহাদুর-সহ রেল ও প্রশাসনের আধিকারিকরা স্টেশনে পৌঁছন। চিকিৎসকদের একটি দল ট্রেনের ভিতরেই পড়ুয়াদের পরীক্ষা করে প্রাথমিক চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ দেয় বলে জানা যায়

## ওয়ামা চ্যালেঞ্জ কাপ

নিজস্ব সংবাদদাতা,২৯আগষ্টঃ সম্প্রতি হয়ে গেল মাস ওয়ামা চ্যালেঞ্জ কাপ গত ২২শে আগষ্ট ২০২৬ থেকে ২৩শে আগষ্ট ২০২৬ গত শনি ও রবিবার,আয়োজকঃ কিয়োকুশিন কেবুকাই খড়গপুর ১নং তপসনা কামি হাভি ওজন বালিকা বিভাগে কুমিতে- তে স্বর্ণপদক বিজয়ী ২নং সুপ্রিতা বিশ্বকর্মা হাভি ওজন বালিকা বিভাগে সেরা কাটা পারফরম্যান্স ট্রফি বিজয়ী,৩নং অর্চনা ছেত্রী (১৪ থেকে ১৬ বছর বালিকা) কাটা-তে স্বর্ণপদক এবং কুমিতে-তে রৌপ্যপদক বিজয়ী,৪নং মনীশ তামাং (১২ থেকে ১৪ বছর বালক) কাটা-তে স্বর্ণপদক বিজয়ী,৫নং সক্ষম মঙ্গর (৮ থেকে ১০ বছর বালক) কাটা-তে রৌপ্যপদক বিজয়ী। এই দলসমূহের আয়োজকঃজলপাইগুড়ি মার্শাল আর্টস গুরুকুল,উত্তরবঙ্গ সেনসি বসাব বরুয়া। সহযোগিতায় হাত বাড়িয়েছে শিহান নির্মল সাহা।


## ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।


# জাতীয় ক্রীড়া দিবসে মেজর ধ্যানচাঁদকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দেশবাসীর, উপরাষ্ট্রপতি ও লোকসভার স্পিকারসহ একাধিক নেতার শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্টঃ জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে শনিবার উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাসহ একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও জননেতারা দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। হকি কিংবদন্তি মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার পাশাপাশি দেশের ক্রীড়াজগতে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা তুলে ধরা হয়।উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ লেখেন, মেজর ধ্যানচাঁদের গৌরবময় স্মৃতি আজও দেশবাসীকে সংকল্প, শৃঙ্খলা ও দক্ষতার অনুপ্রেরণা যোগায়। তিনি জানান, ভারতের ক্রমাগত শক্তিশালী হওয়া ক্রীড়া পরিকাঠামো প্রতিটি স্তরে প্রতিভাকে বিকশিত করার প্রতিশ্রুতি বহন করে। ভারতীয় ক্রীড়াবিদেরা আন্তর্জাতিক মঞ্চে ধারাবাহিকভাবে দুর্দান্ত পারফর্ম করে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করছেন। রাধাকৃষ্ণন সাধারণ মানুষকে ফিটনেস বৃদ্ধি, খেলাধুলায় অংশ নেওয়া এবং যুবসমাজকে কঠোর পরিশ্রম ও সংকল্পের সাথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা মেজর ধ্যানচাঁদকে স্মরণ করে বলেন, তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, শৃঙ্খলা ও দেশের জন্য খেলার অদম্য মানসিকতা বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় হকিকে এক অনন্য পরিচয় দিয়েছিল।'হকির জাদুকর'-এর স্মৃতি আজও দেশের কোটি কোটি তরুণকে উদ্বুদ্ধ করে। ধ্যানচাঁদ প্রমাণ করেছেন যে কঠোর পরিশ্রম ও সংকল্পের মাধ্যমে প্রতিভাকে অসাধারণ সাফল্যে রূপান্তর করা সম্ভব।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, নিজের অতুলনীয় দক্ষতার জোরে মেজর ধ্যানচাঁদ ভারতীয় হকিকে বিশ্বস্তরে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। পরাধীন ভারতের কঠিন সময়েও তিনি খেলাধুলার মাধ্যমে দেশের মান উন্নত করেছিলেন। তাঁর শৃঙ্খলা, পরিশ্রম ও দেশের প্রতি নিষ্ঠাকে ভারতীয় ক্রীড়া জগতের এক অমূল্য সম্পদ বলে উল্লেখ করেন শাহ।কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নিতিন গড়কড়ি এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংও হকি কিংবদন্তি ধ্যানচাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। রাজনাথ সিং উল্লেখ করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশে যুব প্রতিভাকে বিকশিত করতে এবং খেলোয়াড়দের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে একটি মজবুত ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে. পি. নাড্ডা জানান, ধ্যানচাঁদের দেশপ্রেম ও অতুলনীয় খেলাধুলার দক্ষতা আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতকে গৌরবান্বিত করেছে। তাঁর জীবন ও অবদান আগামী প্রজন্মকেও ক্রীড়াজগতে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার প্রেরণা জোগাবে।

## এনএএম-এর ৬৫তম বর্ষপূর্তিতে বেলগ্রেডে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন কিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট ঃ কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়াবলি মন্ত্রী কিরেন রিজিজু আগামী ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে হতে চলা জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন (নন-অ্যালাইন্ড মুভমেন্ট বা এনএএম)-এর প্রথম শীর্ষ সম্মেলনের ৬৫তম বর্ষপূর্তির উচ্চপর্যায়ের স্মারক অনুষ্ঠানে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন।বিদেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই বৈঠকের মূল ভাবভীতি বা থিম রাখা হয়েছে- 'জোটনিরপেক্ষাতার ঐতিহ্যঃবর্তমান বিশ্বের জন্য শিক্ষা'। ভারত জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং এই আন্দোলনের নীতি ও আদর্শের প্রতি নিজেদের প্রতিশ্রুতি বজায় রেখেছে।বর্তমানে বিশ্বের ১২১টি উন্নয়নশীল দেশ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই আন্দোলন উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য এক বিশাল যৌথ মঞ্চ হিসেবে কাজ করে আসছে। আন্দোলন প্রতিষ্ঠা ও এর উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ভারত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।বেলগ্রেডে আয়োজিত হতে চলা এই উচ্চপর্যায়ের স্মারক বৈঠকে জোটনিরপেক্ষতার ঐতিহ্য এবং বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিশদে চিন্তাভাবনা ও আলোচনা করা হবে। তাছাড়া আন্দোলনের মূল নীতি এবং পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সেগুলির ভূমিকা নিয়েও আলোকপাত করা হবে।জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানদের সম্মেলন ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বেলগ্রেডেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতের তকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা নেতা ছিলেন। দেশগুলিকে কোনো সামরিক গোষ্ঠীর অংশ না করে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের জন্য একটি যৌথ ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই ছিল এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য।ভারত জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলির সার্বভৌমত্ব, স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছে বলে জানা যায় আজকে।।

## চিনি নিয়ে কালোবাজারি রুখতে রাজ্য সরকার একটি টোল ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর চালু

নিজস্বসংবাদদাতা,২৯আগষ্টঃচিনি নিয়ে কালোবাজারি রুখতে রাজ্য সরকার একটি টোল ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে। খোলা বাজারে চিনির দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে টাস্ক ফোর্স এবং এনফোর্সমেন্ট শাখার আধিকারিকরা বাজারে নজরদারি চালানোর পাশাপাশি চিনি নিয়ে কোথাও মজুতদারি বা অন্য অসাধু কার্যকলাপ দেখলে সাধারণ মানুষকে ১৮০০৩৪৫৫৫০১ এই নম্বরে ফোন করে তার বিস্তারিত তথ্য জানানোর জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। আজ নবান্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে যাতে চিনি অসাধু ব্যক্তিদের হাতে চলে না যায়, সে দিকে সতর্ক থাকা

## পুঞ্চে ড্রোনের গতিবিধি, নিরাপত্তাবাহিনীর তল্লাশি অভিযান

মেন্ধর, ২৯ আগস্ট ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার নিয়ন্ত্রণরেখা (এলওসি)-সংলগ্ন এলাকায় পাকিস্তান থেকে আসা একটি ড্রোনকে আকাশে চক্কর দিতে দেখা গেল। এর পরেই শনিবার সকালে ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। অধিকারিকরা জানিয়েছেন, শুক্রবার সন্ধ্যায় মেন্ধর সেক্টরের বালাকোট এলাকার বাহরুতি গ্রামে ড্রোনটিকে দেখা যায়। পরে সেটি সীমান্তের কাছে মঙ্গলনার-দাবরোতের দিকে এগিয়ে গিয়ে পাকিস্তানের দিকে ফিরে যায়। এরপর এলওসি পাহারায় থাকা সেনা জওয়ানরা নজরদারি আরও বাড়িয়ে দেন। ড্রোনটি এলাকায় কোনও সন্দেহজনক সামগ্রী ফেলে গিয়েছে বা নিয়ে গিয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে শনিবার সকালেই তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়।অধিকারিকরা জানিয়েছেন, তল্লাশি অভিযান এখনও চলছে। সীমান্ত এলাকাতেও নিরাপত্তাবাহিনীকে উচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়েছে।

## গুয়াহাটি-দিল্লির মধ্যে তৈরি হবে চার লেনের রেলপথঃহিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ২৯ আগস্ট ঃ অসমের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্যে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে একটি বড় ঘোষণা করেছেন। শুক্রবার রাতে একটি অনুষ্ঠানে তিনি জানান, গুয়াহাটি এবং দিল্লির মধ্যবর্তী রেলপথটিকে চার লেনে উন্নীত করার একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, এর ফলে অসম ও দেশের অন্যান্য প্রান্তের মধ্যে রেল চলাচলে ব্যাপক গতি আসবে।সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, দেশজুড়ে সাতটি পৃথক রেলপথকে চার লেনে রূপান্তরিত করার কাজ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। তিনি আরও জানান, সরাইঘাটে দ্বিতীয় রেল সেতু নির্মাণের কাজও খুব শীঘ্রই শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান, এই রেলপথ সম্প্রসারণের পর অসম থেকে দেশের অন্যান্য অংশে যাত্রী ও পণ্যবাহী ট্রেনের যাতায়াত অনেক বৃদ্ধি পাবে। এতে রাজ্যের রেল যোগাযোগ যেমন সুদৃঢ় হবে, তেমনই পরিবহন ব্যবস্থাও লাভবান হবে। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, রেল নেটওয়ার্কের এই প্রসারের ফলে রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশ ও ব্যবসায়িক কার্যকলাপেও নতুন গতি আসবে।ইতোমধ্যে নগাঁও লোকসভা আসনের আসন্ন উপনির্বাচন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অনাবশ্যক রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরির অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, রাজ্যে বেআইনি দখলদারদের বিরুদ্ধে চালানো উচ্ছেদ অভিযানকে নির্বাচনে প্রধান ইস্যু করার চেষ্টা করছে কংগ্রেস। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দাবি করেন, নগাঁও উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস এখন থেকেই রাজনৈতিক ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছে।কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গোগোইকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন যে, গোগোই ধিং অঞ্চলে বাংলাদেশি মূলের বলে কথিত' মিঞা' সম্প্রদায়ের মানুষদের সংরক্ষণ দেওয়ার কথা বলছেন। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, উচ্ছেদ অভিযানকে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার হাতিয়ার বানাতে চাইছে কংগ্রেস এবং বেআইনি দখলদারদের উচ্ছেদ থেকে রক্ষা করার নাম করে কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দেওয়ার বার্তা দেওয়া হচ্ছে।তবে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এই অভিযোগের জবাবে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

# প্রাদেশিক সেনা ৭৭ বছর পর পেল নিজস্ব সরকারি সঙ্গীত, কলকাতায় প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৯ আগস্ট ঃ দেশের সুরক্ষা এবং পরিবেশ রক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অবদান রাখা প্রাদেশিক সেনা (টেরিটোরিয়াল আর্মি) অবশেষে তাদের নিজস্ব সরকারি সঙ্গীত (অফিসিয়াল সং) পেল। ১৯৪৯ সালে গঠনের পর প্রায় ৭৭ বছর ধরে এই বাহিনীর কোনো নির্দিষ্ট সরকারি সঙ্গীত ছিল না। অবশেষে কলকাতায় আয়োজিত দু'দিনব্যাপী 'নো ইয়োর টেরিটোরিয়াল আর্মি' সেমিনার এবং ' টিএ২.০' সংক্রান্ত আলোচনার শেষ দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে সঙ্গীতটির উন্মোচন করা হয়।প্রাদেশিক সেনার পক্ষ থেকে শনিবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, অনুষ্ঠানে উপস্থিত শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা এবং বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে সঙ্গীতটির উন্মোচন হয়। এই পদক্ষেপ বাহিনীর স্বতন্ত্র পরিচয়, ঐতিহ্য এবং সেবার মনোভাবকে আরও সুদৃঢ় করবে বলে মনে করা হচ্ছে।প্রাদেশিক সেনায় এমন সাধারণ নারী-পুরুষেরা থাকেন, যাঁরা নিজেদের মূল পেশার পাশাপাশি বছরের নির্দিষ্ট সময় সৈনিক হিসেবে দেশের সেবা করেন। এই বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং অন্যান্য জাতীয় দায়িত্ব পালন করে থাকে। দীর্ঘ দিন দেশসেবায় নিয়োজিত থাকলেও এতদিন পর্যন্ত এই বাহিনীর নিজস্ব কোনো সরকারি সঙ্গীত ছিল না। এই নতুন সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে বাহিনী তার সামরিক পরিচয়ের এক নতুন প্রতীক পেল।কলকাতায় আয়োজিত এই কর্মসূচিতে প্রাদেশিক সেনার ভবিষ্যৎ, প্রযুক্তির ব্যবহার, নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং পরিবেশ সংরক্ষণের মতো একাধিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে ইস্ট বেঙ্গল কমান্ডের চিফ অব স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল গম্ভীর সিং, প্রাদেশিক সেনার অতিরিক্ত মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সুজিত শিবাজী পাতিলসহ বহু প্রবীণ ও প্রাক্তন সামরিক কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।প্রাক্তন সেনাপ্রধানের সহকারী লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাকেশ কাপুর (অবসরপ্রাপ্ত) 'টিএ-র ভবিষ্যতের লক্ষ্য' বিষয়ে- তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের যুগে প্রাদেশিক সেনার ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়েও আলোক পাত করেন তিনি। অনুষ্ঠানের প্রথম আলোচনা সভার মূল বিষয় ছিল ' জাতীয় প্রতিভাকে সুযোগ প্রদান'। এতে আইআইটি খড়গপুরের অধ্যাপক বাসদেব চক্রবর্তী, ভারতের প্রাণীবিদ্যা জরিপ (জেডএসআই)-এর অধিকর্তা ধৃতি ব্যানার্জী, ভুবনেশ্বরের এক্সআইএম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফাদার কেএস কাইসামির এবং জেনরোবোটিক্স ইনোভেশনের সিইও বিমল গোবিন্দ এমকে অংশ নেন।এরপর প্রাদেশিক সেনায় নিযোগে সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা হয় এবং ' নো ইয়োর টিএ' শীর্ষক একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।দ্বিতীয় পর্বে পরিবেশ, শাসনব্যবস্থা এবং সামাজিক বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা হয়। এতে মেঘালয় লোকাযুক্তের চেয়ারম্যান সি. পি. মারাক, ধৃতি ব্যানার্জী এবং পরিবেশ ও প্রশাসনিক বিষয়ক বিশেষজ্ঞ শ্রুতি শর্মা রানা অংশ নেন।কর্মসূচিতে প্রাদেশিক সেনা এবং সাতটি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা স্মারক ( মউ) আনুষ্ঠানিকভাবে আদান-প্রদান করা হয়। এর পরই সরকারি সঙ্গীতটির উন্মোচন করা হয়।কৌশলগত বিশ্লেষক এবং প্রতিরক্ষা বিষয়ক ধারাভাষ্যকার নিতিন এ. গোখলেও প্রাদেশিক সেনার ভবিষ্যৎ বিকাশ ও পরিবর্তনশীল রূপ নিয়ে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেন।KYTA-র প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল। প্রচুর সংখ্যক নাগরিক, স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং এনসিসি ক্যাডেটরা এই প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন এবং প্রাদেশিক সেনার ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে বিশদে জানতে পারেন।সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রাদেশিক সেনার নিজস্ব সাংস্কৃতিক দলগুলি বিভিন্ন পরিবেশনা তুলে ধরে। এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য ছিল তরুণ প্রজন্ম এবং সাধারণ মানুষকে প্রাদেশিক সেনার ভূমিকা, তাদের কাজের ধারা এবং দেশসেবায় অবদানের বিষয়ে অবহিত করা।

## নেপালে সুড়ঙ্গে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধারে দল পাঠাল ভারত, পৌঁছল ১০ টন ত্রাণ সামগ্রী

কাঠমান্ডু, ২৯ আগস্ট ঃ নেপালের ভোটেকোশী নদীতে আসা ভয়াবহ বন্যার কারণে রসুয়া জেলায় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গে আটকে পড়া কর্মচারীদের বাইরে বের করে আনার লক্ষ্যে ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযানে সাহায্যের জন্য একটি বিশেষ কারিগরি টিম পাঠিয়েছে ভারত। উদ্ধারকারী টিমের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম এবং ত্রাণ সামগ্রীও নেপালে পাঠানো হয়েছে।ভারত থেকে পাঠানো এই বিশেষজ্ঞ টিম এবং প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম কাঠমান্ডু পৌঁছানোর পর ভারতীয় দূতাবাস তা নেপাল সরকারের হাতে তুলে দেয়। নেপাল সরকারের আবেদনের ভিত্তিতেই ভারত এই বিশেষ টিম ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পাঠিয়েছে।ভোটেকোশী নদীর বন্যার পর রসুয়ার বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির সুড়ঙ্গে আটকে থাকা কর্মচারীদের কাছে পৌঁছাতে এবং তাঁদের নিরাপদে বের করে আনতে উদ্ধারকারী দলগুলিকে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। এই পরিস্থিতি বিবেচনা করে নেপাল ভারতের কাছে প্রযুক্তিগত সহায়তা চেয়েছিল।ভারতের পক্ষ থেকে পাঠানো দলটি সুড়ঙ্গে উদ্ধার অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং অত্যাধুনিক সরঞ্জাম নিয়ে নেপালে পৌঁছেছে। এর পাশাপাশি নেপালের জন্য প্রায় ১০ টন ত্রাণ সামগ্রীও পাঠানো হয়েছে। এই সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে ত্রাণ কার্য পরিচালনায় ব্যবহার করা হবে।এর আগেও ভারত দু'বার ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে বিমান পাঠিয়েছে নেপালে। ভারতের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত মোট ৫৭.৫ টন ত্রাণ সামগ্রী নেপালে পৌঁছানো হয়েছে।ভারতের তরফ থেকে ক্রমাগত পাঠানো এই ত্রাণ সামগ্রী এবং কারিগরি সহায়তার মূল উদ্দেশ্য হলো বন্যাদুর্গত এলাকাগুলিতে ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযানকে গতিশীল করা এবং সংকটে আটকে পড়া মানুষের কাছে দ্রুত সাহায্য পৌঁছে দেওয়া।

রাখি বন্ধনের শুভ দিনে নবরূপে নবসাজে দক্ষিণ কলকাতার যদু বাবু বাজার সংলগ্ন ৭০ নম্বর আশুতোষ মুখার্জি রোডে ভবানীপুরে সাউথ কলকাতা কংগ্রেস কমিটির পার্টি অফিসের শুভ উদ্বোধন হয়। যা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি ভবনের নামে নামকৃত করা হয়েছে। উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্য পশ্চিমবঙ্গ ভারপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক শ্রী প্রকাশ যোশীজি,পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী শুভঙ্কর সরকার, প্রাক্তন সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শ্রী কুমু ভট্টাচার্য, দক্ষিণ কলকাতার জেলা কংগ্রেসের কমিটির সভাপতি প্রদীপ প্রসাদ, পশ্চিমবঙ্গের কৃষান কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট বাপি ভট্টাচার্য এছাড়া কংগ্রেসের আরো অনেক সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। **চিত্র- শুভ ঘোষ।**

## কানপুরে গঙ্গার জলস্তর ২ সেন্টিমিটার কমল, এখনও সতর্কসীমার উপরে

কানপুর, ২৯ আগস্টঃ কানপুরে গঙ্গার জলস্তরে সামান্য পতন হয়েছে। তবে কানপুর ব্যারাজে জলস্তর এখনও সতর্কসীমার উপরে রয়েছে। ব্যারাজের আপস্ট্রিমে জলস্তর ১১৪.৩০ মিটার এবং ডাউনস্ট্রিমে ১১৪.০৭ মিটার রেকর্ড করা হয়েছে। ব্যারাজ দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ৩,৭০,৩৯২ কিউসেক জল প্রবাহিত হচ্ছে।আগের দিনের তুলনায় আপস্ট্রিমে জলস্তর ২ সেন্টিমিটার কমেছে। শুক্রবার তা ছিল ১১৪.৩২ মিটার। ডাউনস্ট্রিমেও জলস্তর ১১৪.১১ মিটার থেকে কমে ১১৪.০৭ মিটারে দাঁড়িয়েছে। জল নিস্কাশনের পরিমাণও ২,২৩৮ কিউসেক কমেছে। তবে ব্যারাজে জলস্তর এখনও সতর্কসীমা ১১৪ মিটারের উপরে। বিপসীমা ১১৫ মিটার।শনিবার জেলাশাসক জিতেন্দ্র প্রতাপ সিং গঙ্গার জলস্তর এবং নদী তীরবর্তী এলাকার পরিস্থিতির উপর লাগাতার নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। সংবেদনশীল এলাক লিতে সতর্কতা বজায় রাখা এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের দলগুলি নিয়মিত জলস্তরের উপর নজর রাখছে।শুক্লাগঞ্জে গঙ্গার জলস্তর ১১২.৭৯০ মিটার রেকর্ড করা হয়েছে। সেখানে সতর্কসীমা ১১৩ মিটার এবং বিপসীমা ১১৪ মিটার। এদিকে হরিদ্বার ব্যারাজ থেকে ৬৭,৮৭১ কিউসেক এবং নরৌরা ব্যারাজ থেকে ৭৭,৮১৯ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে।কানপুর ব্যারাজে জলস্তর বিপদসীমা ১১৫ মিটারে পৌঁছলে প্রতি সেকেন্ডে ৫,৪৪,৩৭৩ কিউসেক জল নিস্কাশনের নির্ধারিত ব্যবস্থা রয়েছে। আপাতত জলস্তরে সামান্য পতন

## ভোটেকোশী-ত্রিশূলীর বন্যায় প্রায় ৫ হাজার মানুষ যোগাযোগহীন হওয়ার আশঙ্কা

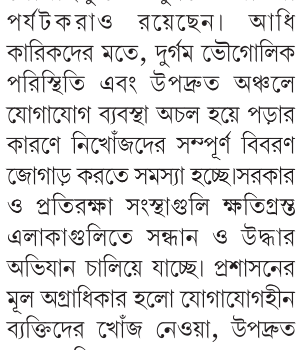

কাঠমান্ডু, ২৯ আগস্ট ঃ নেপালের ভোটেকোশী ও ত্রিশূলী নদীতে ভয়াবহ বন্যার তৃতীয় দিনেও ঠিক কতজন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং কতজন নিখোঁজ রয়েছেন, তার স্পষ্ট চিত্র উঠে আসেনি। তবে সরকারের প্রাথমিক প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন অনুযী, বন্যার পর প্রায় ৫,০০০ মানুষের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না।স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বন্যার আগে রসুয়ার গোসাইঙ্কুণ্ড থেকে নয়াকোটের দেবীঘাট এলাকা পর্যন্ত প্রায় ৫,০০০ মোবাইল ব্যবহারকারী সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু বন্যার পর তাঁদের সাথে আর যোগাযোগ স্থাপন করা যায়নি। নেপালের প্রধান দুটি টেলিকম সংস্থা- 'নেপাল টেলিকম' এবং 'এনসেল' থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রাথমিক হিসাব প্রকাশ করা হয়েছে।জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত ১,৯২৪ জন মানুষ যোগাযোগহীন বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে ৯৩৩ জন বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে কর্মরত কর্মচারী।বন্যা ও ধসের পর প্রায় ৫১৭ জন বিদেশি নাগরিকের সাথেও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না বলে জানা গেছে। তবে এই সংখ্যা নিয়েও এখনো সম্পূর্ণ স্পষ্টতা নেই। নেপাল সরকার শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত নিখোঁজ বা যোগাযোগহীন ব্যক্তিদের বিষয়ে প্রায় ২,০০০টি আবেদন পেয়েছে।যোগাযোগহীন ব্যক্তিদের মধ্যে রসুয়া ও নুয়াকোট জেলার স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি গোসাইঙ্কুণ্ডে ঘুরতে যাওয়া পর্যটকরাও রয়েছেন। আধিকারিকদের মতে, দুর্গম ভৌগোলিক পরিস্থিতি এবং উপদ্রুত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ার কারণে নিখোঁজদের সম্পূর্ণ বিবরণ জোগাড় করতে সমস্যা হচ্ছে।সরকার ও প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে সন্ধান ও উদ্ধার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। প্রশাসনের মূল অগ্রাধিকার হলো যোগাযোগহীন ব্যক্তিদের খোঁজ নেওয়া, উপদ্রুত অঞ্চলগুলিতে যাতায়াত ব্যবস্থা সচল করা এবং বন্যায় আটকে পড়া মানুষকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়া।

## রাশিফল

**মেষঃ** আজ আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনায় ভরা একটি দিন হতে পারে। ইতিবাচক শক্তিঃ ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দিন শুরু করুন। পুরনো ধারণা ও সমস্যার সমাধানের জন্য আপনি নতুন কোনও পদ্ধতি খুঁজে পেতে পারেন।। বিবাহের যোগ হবে।

**বৃষঃ** স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। এমন জিনিস কেনার পক্ষে আদর্শ দিন যার দাম বাড়বে। সংসারে শান্তি।

**মিথুনঃ**আজ অনেক দিক থেকেই একটি বিশেষ দিন হতে চলেছে। আপনার নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের সুফল পাবেন। আপনি যদি কোনও নতুন প্রকল্প নিয়ে কাজ করেন, তাহলে এই সময়টি আপনার সাফল্যের দরজা খুলে দেবে।

**কর্কটঃ**কোন বন্ধুর দ্বারা জ্যোতিষতাত্ত্বিক পথপ্রদর্শন আপনাকে আপনার স্বাস্হ্য ভালো করতে উৎসাহিত করবে। বিলম্বিত টাকাকড়ি পরিশোধ হয়ে যাওয়ার দরুণ আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে।

**সিংহ ঃ** আজকের দিনটি আকর্ষণীয় এবং সুযোগে ভরপুর হতে চলেছে। আপনার আত্মবিশ্বাস ও শক্তিঃ সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকবে, যা আপনাকে যেকোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে সক্ষম করবে।

**কন্যাঃ** আপনার ওজনের উপর নজর রাখুন এবং বেশি খাওয়ায় প্রশ্রয় দেবেন না। দিনের শেষ ভাগে আর্থিক উন্নত হবে। আপনাদের মধ্যে কারোর গয়না বা ঘরের সরঞ্জাম কেনার সম্ভাবনা আছে।

**তুলাঃ**আজ আপনার জন্য একটি ইতিবাচক ও ভারসাম্যপূর্ণ দিন হবে। ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে সম্প্রীতি বজায় রাখার আপনার প্রচেষ্টা সফল হবে। সংসারে শান্তি।

**বৃশ্চিকঃ** আজ কল্যাণকর দিন এবং আপনি হয়তো একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

**ধনুঃ** আজ আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে যাবে। আপনার উসাহ ও শক্তির মাত্রা উচ্চ থাকবে, যা আপনাকে দ্রুত নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে

**মকরঃ**আপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে সুস্থ হয়ে উঠবেন। সংসারে শান্তি হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে। কাজের যোগ হবেই।

**কুম্ভঃ** আজ আপনার জন্য নতুন সুযোগের দিন। আপনি নিজের সৃজনশীলতাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারবেন। সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও এই সময়টি অনুকূল বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মানসিক শান্তি পাবেন। প্রেম আসতে পারে আজ।

**মীনঃ**খাওয়া এবং পান করার সময়ে সাবধান হোন। অসাবধানতা আপনাকে অসুস্থ করতে পারে। আপনার সৃজনশীল প্রতিভা সঠিকভাবে ব্যবহার করলে অত্যন্ত লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে। দিনটিকে বিশেষ করে তোলার জন্য পরিবারের সাথে একটি ক্যান্ডেল লাইট ডিনারে সন্ধ্যাটি উপভোগ করুন। প্রেম আসতে পারে আজ।

## আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে আবার সক্রিয় হয়ে উঠছে মৌসুমি বায়ু। উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বাতাসের উপরের স্তরে একটি নতুন ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭.৬ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত এই ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে শনিবার উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর ওড়িশার উপকূলে একটি নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে চলতি সপ্তাহান্ত থেকেই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও দাপট আবার বৃদ্ধি পেতে পারে।তবে মূল নিম্নচাপটি ঘনীভূত হওয়ার আগেই এই নতুন ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে শুক্রবার দুপুর থেকেই কলকাতা এবং দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রাক-নিম্নচাপের বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। এর পাশাপাশি একটি মৌসুমি অক্ষরেখা দেশের উত্তর অঞ্চল হয়ে বাঁকু।ার ওপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এই অক্ষরেখা ও ঘূর্ণাবর্তের জোড়া প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প দক্ষিণবঙ্গের বাতাসে ঢুকছে, যা দুর্যোগের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করছে।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ম হয় ২৮ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৪ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৭ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

## জোয়ার-ভাটা

**জোয়ার**-সকাল ০৬টা ৪১মনিট এবং রাত ০৮টা ৪১মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০২টা ৪১মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৬মিনিটে হতে পারে।

## বেলুড়ে বেহাল রাস্তা ও জল-যন্ত্রণায় বিক্ষোভ, আড়াই ঘণ্টার অবরোধ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলুড়, ২২ আগস্ট, ২০২৬ ঃ বেহাল রাস্তা, জল নিকাশির বেহাল দশা এবং ম্যানহোল উপচে নোংরা জল রাস্তায় জমে থাকার প্রতিবাদে শনিবার সকালে দীর্ঘক্ষণ রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন বেলুড়ের স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা। বেলুড় স্টেশন সংলগ্ন মোহনলাল ভালওয়ালা রোডে অবরোধকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক যানজট তৈরি হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তার বিভিন্ন অংশ খানাখন্দে ভরা। সামান্য বৃষ্টিতেই সেই গর্তগুলিতে জল জমে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। তার উপর বিভিন্ন জায়গায় ম্যানহোল উপচে নোংরা জল রাস্তায় চলে আসায় পথচারী থেকে শুরু করে যানবাহন চালকদের দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। জলমগ্ন রাস্তার কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে বলেও দাবি বিক্ষোভকারীদের। শনিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা বাঁশ দিয়ে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ শুরু করেন। তাঁদের দাবি, রাস্তার বেহাল দশার কারণে স্কুল পড়ুয়া, পথচারী এবং বাইক, সাইকেল, টোটো-সহ বিভিন্ন যানবাহনের চালকদের প্রতিদিনই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। পাশাপাশি জল জমে থাকায় দোকানপাটে ক্রেতার সংখ্যা কমে যাওয়ায় ব্যবসাতেও ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা স্নেহাশিস সিংহের অভিযোগ, 'রাস্তা জলে ডুবে থাকায় প্রতিদিনই মানুষ পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন। সাইকেল, বাইক, টোটো থেকে শুরু করে অন্যান্য যানবাহন চলাচলও কার্যত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। জল জমে থাকায় দোকানগুলিতেও ক্রেতা আসতে পারছেন না। দ্রুত জল নিষ্কাশন ও রাস্তা সংস্কারের স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে।' আর এক বাসিন্দা অবিনাশ লাহার দাবি, গত কয়েক মাস ধরে রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বড় বড় গর্তের মধ্যে জল জমে থাকায় গোটা এলাকা অপরিষ্কার হয়ে পড়েছে। দীর্ঘক্ষণ জল জমে থাকলে ডেঙ্গু-সহ বিভিন্ন রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও রয়েছে বলে তাঁর দাবি। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে অবরোধ চলার পর প্রশাসনের তরফে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলে বিক্ষোভ তুলে নেন স্থানীয়রা। জানা গিয়েছে, বালি পুরসভার পক্ষ থেকে এদিন থেকেই ওই এলাকায় ড্রেন পরিষ্কারের কাজ শুরু করা হয়েছে। তবে স্থানীয়দের দাবি, সাময়িকভাবে নিকাশি পরিষ্কার করলেই সমস্যার সমাধান হবে না।

# বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় বড় বদল, সেপ্টেম্বর থেকে ৪৪ হাজার সরকারি অফিসে প্রিপেড স্মার্ট মিটার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৯ আগস্ট, ২০২৬ ঃ রাজ্যের সরকারি দফতরগুলিতে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকেই রাজ্যের প্রায় ৪৪ হাজার সরকারি অফিসে চালু হয়ে যাচ্ছে প্রিপেড স্মার্ট মিটার। ইতিমধ্যেই ওই সমস্ত দফতরে স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে। আগামী ৩১ আগস্টের মধ্যে প্রায় ৪৪ হাজার সরকারি অফিসে এই নতুন ব্যবস্থা কার্যকর করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। বিজেপি সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সমস্ত সরকারি দফতরে প্রিপেড স্মার্ট মিটার চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই বিষয়ে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়ে রাজ্যের সমস্ত সরকারি দফতরের প্রধান, রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং জেলাশাসকদের চিঠি দিয়েছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল। প্রশাসনের শীর্ষস্তর থেকে নির্দেশ যাওয়ার পরই স্মার্ট মিটার বসানোর কাজে গতি আসে বলে জানা গিয়েছে। তবে রাজ্যে সরকারি অফিসের মোট সংখ্যা প্রায় ৯০ হাজারের কাছাকাছি। ফলে এখনও বিপুল সংখ্যক সরকারি দফতরে স্মার্ট মিটার বসানো বাকি রয়েছে। সরকারের লক্ষ্য, ধাপে ধাপে রাজ্যের সমস্ত সরকারি অফিসকেই প্রিপেড স্মার্ট মিটারের আওতায় নিয়ে আসা। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত সরকারি দফতরগুলির ১০০ শতাংশ বিদ্যুৎ সংযোগ স্মার্ট মিটারের মাধ্যমে পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে। এই ব্যবস্থার সঙ্গে সরকারি দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত করার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার পোর্টালে প্রতিটি সরকারি অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, সংশ্লিষ্ট মোবাইল নম্বরেই বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাঠানো হবে। বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া টাকা কত রয়েছে, বিল জমা দেওয়ার শেষ তারিখ কখন এবং বিদ্যুৎ সংযোগ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য মোবাইলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে জানিয়ে দেওয়া হবে। ফলে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে দফতরগুলির উপর নজরদারি এবং সময়মতো অর্থ জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াও আরও সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমানে যে সমস্ত সরকারি অফিসে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার পোস্টপেড বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে এবং সংযোগের অনুমোদিত লোড ৫০ কিলোওয়াটের বেশি নয়, তাদের ক্ষেত্রে এই প্রিপেড স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট শ্রেণির সরকারি সংযোগগুলি ধাপে ধাপে পোস্টপেড ব্যবস্থা থেকে প্রিপেড স্মার্ট মিটারে চলে যাবে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, স্মার্ট মিটারে নতুন করে বিলিং শুরু হওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিসগুলিকে শেষ একটি পোস্টপেড বিল দেওয়া হবে। সেই বিল তৈরির তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে তা পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিলের টাকা জমা না দিলে পরবর্তী সময়ে হিসাবের সঙ্গে তা সমন্বয় করে নেওয়া হবে। এদিকে, এখনও যে সমস্ত সরকারি অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের মোবাইল নম্বর বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার পোর্টালে নথিভুক্ত হয়নি, তাঁদের দ্রুত সেই কাজ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কীভাবে মোবাইল নম্বর নথিভুক্ত করতে হবে, সেই পদ্ধতিও সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে স্মার্ট মিটার চালুর পাশাপাশি ডিজিটাল ব্যবস্থার সঙ্গে সরকারি দফতরগুলিকে আরও বেশি যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সরকারি দফতরে স্মার্ট মিটার বসানোর পিছনে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থাগুলির আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থাগুলির আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী 'রিভ্যাম্পড ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর স্কিম' বা আরডিএসএস চালু করা হয়েছে। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী সরকারি অফিসগুলিতে প্রিপেড স্মার্ট বিদ্যুৎ মিটার বসানো বাধ্যতামূলক। ফলে আগামী দিনে সরকারি দফতরের বিদ্যুৎ ব্যবহারে পোস্টপেড বিলের পরিবর্তে প্রিপেড ব্যবস্থাই প্রধান হয়ে উঠতে চলেছে। প্রথম ধাপে প্রায় ৪৪ হাজার অফিসে ব্যবস্থা চালু হলেও সরকারের চূড়ান্ত লক্ষ্য রাজ্যের প্রায় ৯০ হাজার সরকারি দফতরকেই স্মার্ট মিটারের আওতায় নিয়ে আসা। সেপ্টেম্বর থেকে নতুন ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার পর সরকারি বিদ্যুৎ ব্যবহারের হিসাব, বিল পরিশোধ এবং বকেয়া নিয়ন্ত্রণে কতটা পরিবর্তন আসে, এখন সেদিকেই নজর প্রশাসনের।

# গঙ্গায় পরিবেশবান্ধব যাত্রীবাহী ভেসেল, ৪২ কোটি টাকায় তৈরি হবে দুটি জলযান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৯ আগস্ট, ২০২৬ ঃ পর্যটক ও সাধারণ যাত্রীদের জন্য গঙ্গার জলপথকে আরও আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব করে তুলতে বড় পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের। দেশের মধ্যে প্রথম ব্যাটারিচালিত যাত্রীবাহী ভেসেল তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে শনিবার গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্সকে দুটি যাত্রীবাহী ভেসেল তৈরির দরপত্র দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষের উপস্থিতিতে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিপ বিল্ডার্সের আধিকারিক পি আর হরি, মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী এবং বরুণ রায়-সহ অন্যান্যরা। সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, প্রস্তাবিত দুটি ভেসেলই সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে তৈরি হবে এবং ব্যাটারির সাহায্যে চলবে। গঙ্গার জলপথকে যাত্রী পরিবহণ ও পর্যটনের কাজে আরও বেশি করে ব্যবহার করার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তারই অংশ হিসেবে এই উদ্যোগ বলে জানানো হয়েছে। যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ কমানোর বিষয়টিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। গঙ্গার জলপথকে পরিবহণ ব্যবস্থার সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই একাধিক পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে রাজ্য সরকার। জলপথে ওয়াটার ট্যাক্সি এবং ওয়াটার মেট্রো চালানোর পরিকল্পনাও রয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। সেই পরিকল্পনার সঙ্গে এবার যুক্ত হল ব্যাটারিচালিত যাত্রীবাহী ভেসেল। ফলে ভবিষ্যতে গঙ্গার জলপথে যাত্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে আধুনিক জলযানের ব্যবহার আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, এই নতুন ভেসেল কোথায় চলবে? সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, বেলুড় এবং দক্ষিণেশ্বরের মতো গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও পর্যটনকেন্দ্রগুলিকে জলপথে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীও জানিয়েছেন, ধর্মীয় স্থানগুলিতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে এই জলপথ পরিবহণকে কাজে লাগাতে চান তাঁরা। এর ফলে গঙ্গার জলপথ পর্যটক এবং সাধারণ যাত্রীদের জন্য আরও কার্যকর হয়ে উঠবে বলে সরকারের আশা। প্রতিটি ভেসেলে একসঙ্গে প্রায় ১০০ জন যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন। একটি ভেসেল তৈরিতে আনুমানিক ২১ কোটি টাকা খরচ হবে। সেই হিসেবে দুটি ভেসেল তৈরিতে মোট ব্যয় হবে প্রায় ৪২ কোটি টাকা। আগামী ১৫ মাসের মধ্যে এই দুটি জলযান গঙ্গায় নামানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। শনিবারের অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে দীর্ঘদিনের কিছু অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, পরিবহণ ব্যবস্থায় সবুজ ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহারকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীও পরিবেশবান্ধব পরিবহণ ব্যবস্থার উপর জোর দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন তিনি। সেই লক্ষ্যেই গঙ্গার জলপথকে আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। গঙ্গায় বর্তমানে পর্যটক ও সাধারণ যাত্রীদের জন্য লঞ্চ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় জলযান চলাচল করে। নতুন ব্যাটারিচালিত ভেসেল চালু হলে জলপথ পরিবহণে তার প্রভাব কতটা পড়বে, তা নিয়েও ইতিমধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে।

## সুন্দরবনের জলবায়ু বিপন্নতা নিয়ে কাকদ্বীপে আলোচনা সভা

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকদ্বীপ, ২৯ আগস্ট, ২০২৬ ঃ সুন্দরবনের জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশগত বিপন্নতা এবং তার প্রভাব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শনিবার সুন্দরবনের কাকদ্বীপে। আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনিসেফের উদ্যোগে এবং সুন্দরবন বিশেষজ্ঞ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং লেকচারার ড. জয়ন্ত বসুর সহযোগিতায় কাকদ্বীপের বিডিও অফিসের কনফারেন্স হলে এই সভার আয়োজন করা হয়।সুন্দরবন বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ম্যানগ্রোভ অরণ্য ও উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্র। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে বর্তমানে এই অঞ্চল ক্রমশ নানা ধরনের ঝুঁকির মুখে পড়ছে।সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এবং জীব বৈচিত্র্যের উপর ক্রমবর্ধমান চাপ;সব মিলিয়ে সুন্দরবনের মানুষের জীবন ও জীবিকা নিয়ে তৈরি হয়েছে গভীর উদ্বেগ।এই পরিস্থিতিতে জলবায়ু সংকটের বৈজ্ঞানিক তথ্য, স্থানীয় মানুষের অভিজ্ঞতা এবং মাঠপর্যায়ের বাস্তব চিত্রকে আরও দায়িত্বশীল ও তথ্যনির্ভরভাবে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হয় সভায়।বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সুন্দরবনের মানুষের দৈনন্দিন জীবন, কৃষি, মৎস্যজীবী সম্প্রদায় এবং জীবিকার সম্পর্ক কীভাবে সংবাদমাধ্যমে আরও কার্যকরভাবে তুলে ধরা যায়, তা নিয়ে আলোকপাত করেন বক্তারা।এদিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কাকদ্বীপের বিধায়ক তথা রাজ্যের সুন্দরবন বিষয়ক এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী দীপঙ্কর জানা। সুন্দরবনের পরিবেশ রক্ষা, উপকূলবর্তী মানুষের জীবন জীবিকা সুরক্ষিত রাখা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় কী ধরনের পদক্ষেপ প্রয়োজন, সে বিষয়ে বক্তব্য রাখেন তিনি।এদিনের আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তথা সাংবাদিক স্নেহাশীষ শূর সহ পরিবেশ ও সুন্দরবন বিষয়ক গবেষক, বিশেষজ্ঞ এবং সাংবাদিকরা।

## লিফট বিকল, আটকে পড়া ৯ যাত্রীকে 'অক্ষত' অবস্থায় উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, লিলুয়া, ২৯ আগস্ট, ২০২৬ ঃ লিলুয়া স্টেশনে লিফট বিকল, আটকে পড়া ৯ যাত্রীকে 'অক্ষত' অবস্থায় উদ্ধার করলেন রেল পুলিশ। শুক্রবার রাতে আচমকাই লিফট বিকল হয়ে বিপত্তি ঘটে লিলুয়া স্টেশনে। এক ও দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি অংশের লিফটে আটকে পড়েন মহিলা, শিশু ও সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধ-সহ মোট ৯ যাত্রী। লিফটটি নীচের দিকে নামার সময় আচমকা থেমে যাওয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বেলুড় জিআরপি। কিছুক্ষণের চেষ্টায় লিফটের ভিতর থেকে সকল যাত্রীকেই নিরাপদে উদ্ধার করা হয়। রেল পুলিশ সূত্রে খবর, উদ্ধারের পর প্রত্যেকেই সুস্থ ও অক্ষত ছিলেন। প্রাথমিকভাবে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই লিফটটি বিকল হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে রেল কর্তৃপক্ষ। তবে এই ঘটনায় স্টেশনের লিফটের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

## রাজনীতির বাইরে সৌরভের 'রাখি বন্ধন'

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৯ আগস্ট, ২০২৬ ঃ সৌরভ চক্রবর্তী এক সময়ের ছাত্র নেতা। পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি ২০০৪ থেকে ২০১১। তারপর ২০১১ থেকে ২০১২ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি, কিন্তু আজ তিনি রাজনীতি থেকে অনেক দূরে। তাঁর মতে নিজস্ব স্বকীয়তায় দেশ গড়ার লক্ষ্যে নীতি ও আদর্শ মেনে আজকের দিনের ছাত্রদের এগিয়ে চলা উচিত। বর্তমান রাজনীতি বিভেদ সৃষ্টি করে। উদারতার অভাব। তাই সৌরভ রাখি বন্ধনের দিনে কোনো রাজনীতির মঞ্চে উপস্থিত না থেকে বরঞ্চ রাষ্ট্রের সংহতির জন্য ওঙ্কারনাথ মিশনের উদ্যোগে রাজ্য জুড়ে রাখি বন্ধন করেছেন। সকাল ১১ টার সময় দান লোকে এবং বিকেলে কলেজস্ট্রিটে কফি হাউসের সামনে।

## পুলিশি অভিযানে উদ্ধার একনলা বন্দুক-গুলি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর, ২৯ আগস্ট, ২০২৬ ঃ বকুলতলা আবার বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করল বারুইপুর পুলিশ জেলার বকুলতলা থানার পুলিশ। শুক্রবার বকুলতলা থানার বৈদ্যেরচক মোড়ে পুলিশের এই অভিযানে একটি একনলা আগ্নেয়াস্ত্র এবং এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় ইলিয়াস শেখ (৫১) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে বকুলতলা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈদ্যেরচক মোড় এলাকায় এক ব্যক্তির কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকার খবর পেয়ে বকুলতলা থানার ওসি শান্তনু বিশ্বাসের নির্দেশে এএসআই লাল্টু পাল সহ পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে অভিযান চালান। অভিযানের সময় সন্দেহভাজন হিসেবে ইলিয়াস শেখকে আটক করা হয়। এরপর তাঁর শরীরে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় একটি একনলা আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি রাউন্ড গুলি। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র ও গুলিটি বাজেয়াপ্ত করে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
# দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৬৯ সংখ্যা, রবিবার , ১২ ভাদ্র, ১৪৩৩ শুক্রবা

## শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ

দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার জুড়ি গাড়িতে মোহনবাগান মাঠে খেলা দেখতে গিয়ে আর নামেন নি। তবে দেখেছিলেন অনেক কিছু। বাড়ি ফিরে মজার কার্টুন এঁকে ফেললেন যে দিক তাকাই, ছাতা আর ছাতা। বল কই! রবীন্দ্রনাথের ভাইপো, প্রথাগত বিদ্যায় তাঁরও ছিল ভয়ানক অরুচি। সে সময়ের বিখ্যাত শিল্পী হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেই নাড়া বেঁধেছিলেন। গগনের থেকে অর্থসাহায্য পেতেন বিপ্লবীরা। কখনও অনুশীলন সমিতি বা যুগান্তর দলকে নতুন সাইকেল কিনে দিয়েছেন দ্রুত যোগাযোগের প্রয়োজনে। বিপ্লবীদের চাঁদা দিয়েছেন। এক বার বারীন ঘোষের ঠেকে তল্লাশি চালিয়ে মিলল বোমা বানানোর মশলাপাতি। সঙ্গে ওই সাইকেল। তবে গগনঠাকুরের কথা আলোচনা হলে এই ভদ্রলোকের কথা আমাদের বলতে হয় আসলে তিনি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মামা,যেমন গগন তাঁর ভাইপো৺মামা'র মাথার মাঝে একটা কিসমিসের মত আঁচিল ছিল। গগনঠাকুরের ছোট ছেলে-মেয়েরা সেটা ধরে টানতেন আর বলতেন 'কিসমিস খাবো'। সাথে সাথে জগদীশবাবু পকেট থেকে কিসমিস আর মিছরির টুকরো বের করে তাদের হাতে তুলে দিতেন। জগদীশ মামা যিনি বয়সে যথেষ্ট প্রবীণ হলেও খেতে পারতেন বেশ অনেকটা পরিমান। রাতে গগনের বাড়ির খাবার খেয়ে গেলেও রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে তাঁর জন্য বরাদ্দ দুধ-রুটি ঢাকা থাকত। সেগুলি খেয়ে তবেই শুতে যেতেন। বেশ অদ্ভুত ধরনের মানুষ ছিলেন জগদীশ বাবু, জলখাবার খেতেন না। অসুখ-বিসুখ কি তিনি জানতেন না,কখনও ওষুধ খেতেন না। চাল ভিজিয়ে জল,কিসমিস ও মিছরিই ছিল তাঁর জলখাবার। গগনের মা অর্থাৎ সৌদামিনী দেবীকে গগনের কন্যা পূর্ণিমা দিদিমা বলেই ডাকতেন। সৌদামিনী দেবী জগদীশ মামাকে সামনে বসিয়ে দু'বেলা খুব যত্ন করে খাওয়াতেন। জগদীশ বাবুর সঠিক বয়স বলতে পারেন নি গগন তনয়া। সত্তর হতেও পারে আশিও হতে পারে,পূর্ণিমা যখন তাঁকে দেখেছেন তাঁর একটি দাঁত অবশিষ্ট নেই। বেশ শক্ত সামর্থ চেহারার মানুষ ছিলেন,গায়ের রং ধবধবে ফর্সা আর সঙ্গে ছিল মাথা জোড়া টাক। ওই বয়সে অনায়াসে তিনতলায় সিঁড়ি ভেঙে উঠতে একটুও কষ্টবোধ করতেন না। জগদীশবাবুকে গগনরা জগদীশদাদা বলতেন। তাঁকে নিয়ে খুব মজা করতেন। একবার মামার নাতিরা মিলে তাঁর কাছে বলল 'জগদীশদাদা ভাল কাশীর চিনি খাওয়াতে পারো? তিনি সোৎসাহে বললেন কেন পারবেন না। দশ টাকা নিয়ে চলে গেলেন। সেই যে গেলেন তাঁর আর খোঁজ-খবর নেই। সবাই ভাবছে কোথায় গেল জগদীশদাদা। বুড়ো মানুষ রাস্তায় কোনও বিপদে পড়লো নাকি! অনেক চেষ্টা করেও তাঁর খোঁজ আর মেলে না। দিন দশেক বাদে সত্যিই জগদীশবাবু হাজির। সবাই তাঁকে প্রশ্ন করে কোথায় ছিলেন এতদিন? তিনি গম্ভীর মুখে উত্তর দিলেন 'কেন কাশী থেকে চিনি নিয়ে এলুম' সন্তানের মৃত্যু দেখার চেয়ে বড় শোক আর হয় না। কিন্তু দিনের শেষে জীবন সত্য। বেঁচে থাকাটুকুই জীবন। সন্তানশোক ভুলে জীবনে ফেরায় গগনের আশ্রয় হল ছবি আঁকা। তাঁর ব্যঙ্গরেখা নির্মিত পোর্ট্রেটের কোপ থেকে বাদ যাননি বিখ্যাত বাঙালি মনীষাদের অনেকেই। ঠাকুর বাড়ির প্রত্যেক সদস্যই প্রতিভা নিয়ে সেই যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই এক সময়ে জোড়াসাঁকা ঠাকুর বাড়ি বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি জগতে প্রাণ কেন্দ্র হিসাবে খ্যাত হয়েছিল।

## নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী

সাল ১৮৭৭। কলকাতার ময়দানে তখন সাহেবদের আনাগোনা। ব্রিটিশ সৈন্যরা মাঠে ফুটবল খেলছে। মায়ের সঙ্গে গঙ্গার দিকে যাওয়ার পথে ঘোড়ার গাড়িতে বসে থাকা দশ বছরের এক বালক দূর থেকে সেই খেলা দেখছিল। খেলাটির প্রতি তার কৌতূহল এতটাই বেড়ে গেল যে গাড়ি থামিয়ে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে চাইল। ঠিক তখনই বলটি গড়িয়ে এসে পৌঁছাল তার কাছে। এক ইংরেজ খেলোয়াড় তাকে বলটি মাঠে ফিরিয়ে দিতে বললেন। ছেলেটি পা দিয়ে বলটি ঠেলে দিল। সেই ছেলেটিই ছিলেন শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী। ইতিহাসের এই ঘটনাটিকে ভারতীয়ের প্রথম ফুটবল স্পর্শ হিসেবে বলা হয়, যদিও এ বিষয়ে কিছু মতভেদ রয়েছে। তবে একটি বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই দিনের পর ফুটবল আর তাঁর কাছে শুধু সাহেবদের খেলা হয়ে থাকেনি। হেয়ার স্কুলের ছাত্রটি ফিরে এসে বন্ধুদের কাছে নতুন খেলার কথা বললেন। বন্ধুরাও উৎসাহিত হল। ফুটবল কীভাবে খেলতে হয়, তার নিয়ম তখন তাঁদের জানা নেই। তবু আগ্রহের অভাব ছিল না। তাঁরা বল জোগাড় করলেন এবং স্কুলের মাঠে খেলতে শুরু করলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক জি এ স্ট্যাক ও জে এইচ গিলিগান তাঁদের উৎসাহ দেন এবং খেলার নিয়ম শেখাতে এগিয়ে আসেন। খেলাটা এবার আর কয়েকজন বন্ধুর মধ্যে আটকে থাকল না। ১৮৮০ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন বয়েজ ক্লাব। ভারতীয়দের উদ্যোগে গড়ে ওঠা ফুটবল সংগঠনের ইতিহাসে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচনা। এরপর একে একে তৈরি হতে থাকে ফ্রেন্ডস ক্লাব, প্রেসিডেন্সি ক্লাব এবং ওয়েলিংটন ক্লাব। কলকাতার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও ফুটবল ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। প্রেসিডেন্সি কলেজ, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ নিজেদের ফুটবল দল গড়ে তোলে। কিন্তু তাঁর কাছে ফুটবল শুধু গোল করার খেলা ছিল না। তখন কলকাতার অনেক ক্লাবেই ভারতীয়দের প্রবেশের সুযোগ সীমিত ছিল। সেই বাস্তবতার মধ্যেই তিনি ভারতীয়দের জন্য নিজেদের ক্লাব গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যান।

## শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

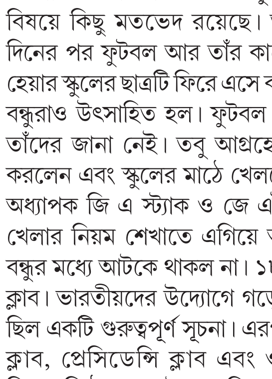

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, দেশ ও দশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মানব জীবনের আর্থিক উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে।

শিক্ষায় উন্নতি লাভ করতে হবে। ভক্তিবাদকে জাগরিত করতে হবে। নারীর উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মাতৃশক্তি দিয়ে বিশ্বের উপকার করতে হবে। মহৎ শক্তির দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করার অধিকারকে অর্জন করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে বিশ্বের সেরা বড় শক্তি। মানব শক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার জগতের উন্নতি সাধন করতে হবে। রাষ্ট্রের বা দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাকে ব্যবহার করতে হবে।

## ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

রামকৃষ্ণদেব পরম মাতৃভক্তি ছিলেন। তিনি সব সময়ে মায়ের কাছ থেকে পৌরানিক গল্প শুনতেন। মা তাঁকে সন্ধ্যার সময়ে পৌরানিক কাহিনীর গল্প বলে শোনাত। তখন কামারপুকুরে সন্ধ্যা হলেই অন্ধকার নেমে আসতো। সবাই ঘরের মধ্যে বসে কেউ পড়াশুনা করতো। আবার কেউ ঘরে বসে ছেলেরা খেলাধুলা করতো। বা মায়ের সঙ্গে গল্প করে সময় কাটাতো। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মায়ের কাছ থেকে পৌরাণিক কাহিনী মন দিয়ে শুনতেন। মায়ের কাছ থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সেই শিক্ষার প্রসার দেখতে পাই দক্ষিণেশ্বরে। থাকে। বিদ্যাসাগর মাতৃভক্তির জোরে তিনি বিখ্যাত হতে পেরেছিলেন। তার ওপরে রয়েছে নারীদের শিক্ষিত করার ইচ্ছা। তিনি নারী জাতির উন্নতির জন্য বিবিধ কাজ করে গিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কাজ করেছেন বিধবা বিবাহ। এটা করতে পেরেছেন বলেই তিনি জগত বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন। মায়ের দেয়া শিক্ষাকে তিনি আরও কল্যাণমুখী করে তুলতে পেরেছিলেন। ঠাকুর মা সারদাকে মাতৃ রূপে সম্মান দিয়েছিলেন।

# গ্রাম বাংলায় পাঠশালার পঠন পাঠন

**অভিজিৎ ব্যানার্জি**

যাঁরা শ্রী সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'পথের পাঁচালি' চলচ্চিত্রটি দেখেছেন, তাঁদের নিশ্চই গুরু মহাশয়ের সাজে সজ্জিত অভিনেতা শ্রী তুলসী চক্রবর্তী'র পাঠশালার দৃশ্যটি মনে আছে, যেখানে অপু পড়তে যেত। বেশ রাগী গুরুমশাই সেজেছিলেন শ্রী তুলসী চক্রবর্তী। বাস্তবে কেমন ছিল সেকালের পাঠশালা? কেমন ছিল তার শিক্ষা ব্যবস্থা? সেকাল বলতে সেই

সময়ের কথা বলা হচ্ছে যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত 'বর্ণপরিচয়' এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'সহজপাঠ' ছাত্রদের হাতে ওঠে নি। তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠশালার শিক্ষা ছিল বর্তমানের থেকে একেবারে ভিন্ন। মেয়েদের তখন পাঠশালায় যাবার অনুমতি ছিল না, তাই পাঠশালায় ছাত্রীরা থাকতেন না। এই প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের বহু জ্ঞানী-গুণী মনীষীকে দিয়েছে। স্বয়ং পন্ডিত বিদ্যাসাগরও এরূপ পাঠশালায় নিজের ছাত্র জীবন শুরু করে ছিলেন। শরৎচন্দ্র বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতন ব্যক্তিরাও শিক্ষা শুরু করেছিলেন পাঠশালা থেকেই। সেকালে বর্তমান সময়ের ন্যায় বই হাতে করে স্কুলে গিয়ে পাঠারম্ভ করার রীতি ছিল না। প্রথমে একটা শুভদিন দেখে হাতে খড়ি হত এবং সেদিন পুরোহিত ঠাকুর অপেক্ষা গ্রামের গুরুমহাশয়ের প্রাপ্য বেশি ছিল। শিক্ষার্থী বালককে শুভদিনে প্রাতঃকালে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পড়িয়ে দেওয়া হত। তারপরে পুরোহিত মশাই সরস্বতী পূজা করতেন। তারপরে গ্রামের পাঠশালায় গুরু মশাই মাটিতে খড়ি দিয়ে বড় বড় করে অ, আ, ক, খ (বেশি অক্ষর নয়) লিখে দিতেন এবং শিক্ষার্থীকে সেই লেখার ওপরে দাগা বুলাতে হত। এরই নাম ছিল 'হাতেখড়ি'। এই হাতেখড়ি হয়ে গেলে একটা শুভদিন দেখে ছেলেকে পাঠ শালায় ভর্তি করে দেওয়া হত। পাঠশালায় তখন ছাপা বইয়ের বিশেষ প্রবেশাধিকার ছিল না। ছেলেরা তালপাতায় প্রথমে লেখা আরম্ভ করত। গুরুমশাই বা পাঠশালার সর্দ্দার ছেলেরা অর্থাৎ বড় ছেলেরা তালপাতায় ক, খ, গ, ঘ লিখে দিত, আর প্রথম শিক্ষার্থী তাতেই দাগা বুলাতো। তাল পাতায় হাত ঠিক হলে ছেলেকে কলাপাতায় প্রোমোশন দেওয়া হত। তারপরে যখন হাতের লেখা মনের মতন হত, তখন ছাত্র কাগজে লেখার অনুমতি পেত। আর এই 'তালপাতার ছাত্র' থেকে 'কলা পাতার ছাত্র' হয়ে 'কাগুজে ছাত্র' হতে একজন ছাত্রের সাধারণত চার-পাঁচ বছর লাগতো। এর প্রধান কারণ যে, হাতের লেখার ওপরে সেকালের গুরুমহাশয়রা বিশেষ নজর দিতেন ও যত্ন নিতেন। তাই তখনকার ছাত্রদের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর হত। 'বর্ণ পরিচয়', 'শিশুশিক্ষা' বই বঙ্গদেশের পাঠশালায় প্রচলিত হবার আগে একখানি বটতলার বই পাঠশালায় খুব কদর পেত। সেই বইয়ের নাম ছিল 'শিশু বোধক'। এই বই আবার ছাত্রদের হাতে দেওয়া হত না। এটি ছিল পাঠশালার সম্পত্তি। বইখানির আগাগোড়া গুরুমশাই আর সর্দ্দার পোড়োদের কণ্ঠস্থ থাকত। তাঁরা সকল ছাত্রকে লাইন বেঁধে দাঁড় করিয়ে, সেই বই থেকে সুর করে একটু একটু করে আবৃত্তি করতেন, আর সকল ছাত্র তেমনি করে আবৃত্তি করত। সর্দ্দার পোড়োরা এমনি করে ফলা, বানান, শতকিয়া, কড়াকিয়া, নামতা, মনকষা প্রভৃতি ঘোষণা করতেন, আর সকলে তারই প্রতিধ্বনি করত। এমনি করে ছাত্রেরা ওই সকল নিরস নামতা, কড়া গন্ডা, মাসমহিনা সমস্তই অনায়াসে শিখে ফেলত; অক্লেশে সমস্ত কণ্ঠস্থ হয়ে যেত; ছেলেরা বুঝতেও পারতো না যে, তাঁরা ভীষণ অঙ্ক শাস্ত্রটা এমন সহজে আয়ত্ত করে ফেলেছে। সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ তাঁর বাল্য জীবনের কথা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে, তিনি তাঁদের গ্রামের পাঠ শালায় যে গণিত শিখেছিলেন, তাতেই তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের হিসাব-নিকাশ চলে গিয়েছে, সেই পাঠশালার অঙ্ক শাস্ত্রই তাঁর গণিতের পুঁজি ছিল। অতীতে যারাই পাঠশালায় পড়েছিলেন, তাঁরা সকলেই তাঁদের লেখনীতে স্বীকার করে ছিলেন যে, সেকালের পাঠশালায় যে শুভঙ্করের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছিল তা পাটি গণিতের লঘুকরণ, লঘিষ্ঠ সাধারণ, ত্রৈরাশিক প্রভৃতি অপেক্ষা অধিক কাজের ছিল। অতি সহজ উপায়ে সেগুলি ছাত্রদের এমন নিজস্ব হয়ে যেত যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে হিসাবের ভুল হত না। এবারে আসা যাক সেকালের পাঠশালার ছাত্র - শাসন প্রসঙ্গে। বর্তমানের শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র - শাসন নিয়ে বিস্তর বিতর্ক ও হৈচৈ হয়। কিন্তু সেকালের তুলনায় এখনকার ছাত্র - শাসনকে নিতান্তই শিশু বলা চলে। বর্তমানে শিক্ষকরাই উল্টে ছাত্রদের সমঝে চলেন, তখন ছিল সম্পূর্ণ উল্টো বিষয়। এখনকার ছাত্ররা ইচ্ছা করলেই স্কুল কামাই করে, তারপরে স্কুলে যাবার দিন বাবা বা মা বা কোনও অভিভাবকের কাছ থেকে একটা চিঠি লিখিয়ে নিয়ে গেলেই হল, তাঁদের আর কিছু ভাবতে হয় না। নিতান্ত অমনোযোগী ও দুরন্ত ছেলেও স্কুলে তেমন শাস্তি পায় না। কোনও কোনও বেসরকারি স্কুলে আর্থিক জরিমানা করা হয়, নয়ত সব স্কুলেই হয়ত দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এক ঘন্টা বা আধ-ঘন্টার জন্য। শিক্ষকের বেতের ভয় একরকম উঠেই গিয়েছে বলতে হলে। কিন্তু সেকালের পাঠশালার গুরু মশাইরা যে শাস্তি দিতেন সেটা শুনলে এখন অবিশ্বাস্য লাগতে বাধ্য এবং সাথে চিন্তা করলে হৃদকম্পও হবে। সেকালের পাঠশালা থেকে ফাঁকি দেওয়ার কোনও জো ছিল না। ছাত্র মনোযোগী হোক বা অমনযোগী, শান্ত হোক বা দুরন্ত, তাঁদের শিক্ষার সব ভার বাড়ির কর্তারা গুরুমশাইয়ের ওপরে ছেড়ে দিতেন। এবং সেই শাসন ক্ষমতা পেয়ে গুরুমশাইরা যে উপায় অবলম্বন করতেন, তার জন্য তাঁরা ছাত্রদের দিদিমা-ঠাকুরমাদের কাছে বিস্তর অভিধান বহির্ভূত গালাগালিও শুনতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা কোনও ভাবে ছাত্রদের ওপর থেকে তাঁদের শাসনের রাশ আলগা হতে দিতেন না।

ধরা যাক, কোনও ছাত্র দিন তিনকের জন্য হয়ত পাঠশালায় উপস্থিত হয় নি। বর্তমানের পুলিশের গোয়েন্দা দের মতন সেকালের পাঠশালার ছাত্রদের মধ্যেও গোয়েন্দা থাকত। যে ছাত্র পাঠশালায় অনুপস্থিত, তাঁর সন্ধানে সেই ছাত্র গোয়েন্দারা খোঁজ শুরু করত। হয়ত তাঁরা সেই অনুপস্থিত ছাত্রের বাড়ি থেকে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো যে, ছাত্রটি বাড়ি থেকে যথা সময়ে পাঠশালায় যাওয়ার জন্য বের হয়, কিন্তু সেখানে গিয়ে পৌঁছায় না, অনেকটা বর্তমানের ছাত্রদের স্কুল পালানোর মতন, তখন তাঁরা সেই ছাত্রের পিছনে লেগে পড়ত। সেই ছাত্র কোথায় যায়, কি করে সময় কাটায় এসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য তাঁরা সংগ্রহ করত। সব তথ্য খবর প্রমাণ সমেত জোগাড় করে তাঁরা সেগুলো কানে তুলে দিত গুরু মশাইয়ের। এরপরে গুরুমশাই সেই অনুপস্থিত ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে আনার হুকুম দিতেন। মোটামুটি পাঁচ-ছয়জন ছাত্র একাজের জন্য বের হয়ে পড়ত। ধরুন, সেই ছাত্রের নাম হয়ত নিতাই। তখনকার গ্রামে ফলের বাগানের কমতি ছিল না। গাছে ফলও প্রচুর থাকত, আর সেগুলো পেড়ে খেলে, নিতান্তই যদি বাগানের মালিক কিপটে না হতেন, তাহলে কেউ বাধা দিত না। এবারে ভাবুন, নিতাই নামের সেই ছাত্রটি রোজ পাঠশালা ফাঁকি দিয়ে তাঁর গ্রামের ঘোষদের বাগানে হানা দিত, গাছে চড়ে ফল ভক্ষণ করত। গুরুমশাইয়ের প্রেরিত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা সমেত গোয়েন্দা ছাত্ররা সেখানে গিয়ে তাঁকে হাতে-নাতে পাকড়াও করল। গোয়েন্দারা সংখ্যায় ভারী, তাই বাধ্য হয়ে নিতাইকে অসহায় আত্মসমর্পণ করতে হল। এখন যতই আত্মসমর্পণ করুক, গোয়েন্দারা কিন্তু নিতাইকে হাঁটিয়ে নিয়ে আসবে না, হাজার হলেও গুরুমশাইয়ের আদেশ। তাঁরা নিতাইকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে পাঠশালায় গুরু মশাইয়ের কাছে নিয়ে যাবার জন্য অগ্রসর হত। সাথে তাঁরা চিৎকার করে সকলকে জানান দিয়ে সমস্বরে ছড়া কাটতো, 'নিতাই যাবে শ্বশুরবাড়ি, সঙ্গে যাবে কে? পাঠশালাতে জোড়া বেত নাচতে লেগেছে।' ছাত্রের নাম অনুসারে ছড়ায় তাঁর নাম বদলে যেত, কিন্তু বাকি ছড়া আর পদ্ধতি একই থাকত। আবার কখনও এই ছড়াও শুনতে পাওয়া যেত, 'এক তুলসী, দুই তুলসী, তিন তুলসীর পাতা। গুরু মশাই বলে দিয়েছেন কান মলবার কথা।।' খালি ছড়া আওড়ালেই তো হবে না, কথার সাথে কাজের সম্পর্ক রাখতে হবে, বিশেষতঃ গুরু মশাই যেখানে আদেশ করেছেন, তাই ছড়া বলতে বলতে গোয়েন্দা ছাত্ররা গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া ছাত্রের কান দুটোও আচ্ছা করে মুলে রাঙা করে দিত। এখনকার ছাত্ররা এটাকেই কঠোর শাস্তি বলে মনে করবে, কিন্তু এখানেই ঘটনা শেষ হত না। এগুলো ছিল শাস্তির শুরু মাত্র, পাঠশালায় পৌঁছে শাস্তি জুটত।

# 'আমার চলার পথেই থাকে হাসির রস'- শিবরাম

**শঙ্করলাল কর্মকার**

ভারতজ্যোতির সম্পাদক শৈলেনবাবু একদিন শিব্রামকে জিজ্ঞেস করলেন,আচ্ছা, আপনারা তো মালদার চক্কোত্তি। আপনার পূর্বপুরুষের নাম কি বলতে পারেন? শিবরাম মাথা নেড়ে বললেন,নিজের বাপের নাম ঠিকমত মনে রাখতে পারি না, তো পূর্বপুরুষের নাম! শৈলেনবাবু এবার রহস্য করে বললেন,আমি খোঁজ পেয়েছি। আপনার পূর্বপুরুষের নাম ধরাধর চক্রবর্তী। একেবারে ঠিক বলেছেন, বললেন শিবরাম, সামান্য ক'টা টাকার জন্য একবার আপনার হাত ধরি, একবার আনন্দবাজারের অশোক সরকারের হাত ধরি। এভাবে ধরাধরি করতে করতে ধর আর মুন্ডু দুটোই কোনদিন শ্মশানে যাবে। আমার পূর্বপুরুষ ধরাধর হবে না তো কে হবেন? আরও একদিন শিবরাম আর চন্ডী লাহিড়ী হাঁটছেন রাস্তা দিয়ে। রাস্তার ধারে একজন বসে আছেন মাংসের ঘুগনি নিয়ে। অসাধারণ বানায়। শিবরাম গিয়েই তিনপ্লেট ঘুগনির অর্ডার দিলেন। একটা নিজে নিয়ে, অন্যটা চণ্ডীকে দিয়ে আর একটা এগিয়ে দিলেন স্বয়ং ঘুগনিওয়ালার দিকে বললেন, তুমি এত ভাল ঘুগনি বানাও, অথচ নিজে খেয়ে দেখ না কত ভাল। সবই তো বেচে দাও। আজ নিজের ঘুগনি খেয়ে দেখ। কী অপূর্ব তোমার রান্না। চ্যাপলিনকে অনেকে বলতেন বিপদজনক শিশু। শিবরামও অনেকটা তাই। অক্লেশে বাইরে থেকে ঘুরে রাজ্যের ধুলো লাগা পা বিছানার চাদরে মুছতে মুছতে বলতে পারতেন, আমার ঘরে নেইকো পাপোশ, তাও করি না আপস। কিংবা মেয়েরা বিয়ের আগেই পরি, বিয়ের পরেই পর। এমনটা বলেছেন হাসতে হাসতে। যাকে ভালবাসতেন সেই রিনি একদিন তাঁকে ভাইফোঁটা দিয়ে দিয়েছিল আচমকা। একদিন কলেজ স্ট্রিটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এশিয়া পাব্লিকেশানের সামনে এক মহিলা কারও একটা ঠিকানা চাইলেন। কর্মচারীরা বলবে কি, তার আগেই শিব্রাম বলে দিলেন, একদম সোজা চলে যান, তারপর ডান্দিকে, গিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে, তারপর সোজা, আবার ডান, আবার বাঁ, এমন করতে করতে যেখানে খুশি চলে যান। এ যেন সুকুমারের তারপরে যাও যেথায় খুশি জ্বালিও নাকো মোরে। মহিলা আর এক মুহূর্ত দাঁড়ান নি। আরও কত গল্প তাঁকে নিয়ে।

পৃথিবীতে বড় বয়সের বন্ধু বলে কিছু হয় না। বন্ধু হয়, সেই ছোটবেলায় স্কুল কলেজে পড়বার সময়। তার পর হয় এনিমি বা নন-এনিমি। এই নন-এনিমিদেরই আমরা বন্ধু বলে ধরি। বলেছেন, শিবরাম। ব্যাতিক্রম শুধু প্রেমেন। কারণ প্রেমেনের মতো মিত্র হয় না। সেই প্রেমেন্দ্র একবার খুব অনটনে পড়েছেন। এমন অবস্থায় একটা পোস্টকার্ড পেলেন, 'কলকাতা এসো, তোমার চাকরি হয়ে গেছে।' পোস্টকার্ড পাঠিয়েছেন শিবরাম চক্রবর্তী। কিন্তু কীভাবে হবে? প্রেমেন্দ্র তো ইন্টারভিউ দেননি! অফিসের ঠিকানায় পৌঁছে প্রেমেন্দ্র শুনলেন অফিসার বলছেন, 'আরে মশাই, পাবলিসিটি অফিসারের পদে বেছেবুছে লোক ডেকে বললাম, কাল থেকে জয়েন করো। যাকে আমরা নিলাম সে ছেলে বলছে, আমি তো জয়েন করব না! করবে আমার বন্ধু, প্রেমেন! তাহলে তুমি কে? আমি শিবরাম চক্রবর্তী! সেই আপিসে বেশ কিছুদিন চাকরিও করেছেন প্রেমেন।

আত্মজীবনীতে স্পষ্ট লিখেছেন অচিন্ত্য আর শৈলজার মধ্যে লেখক হিসেবে প্রেমেনই বড়। সমকালীন সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রেমেন আর নজরুল ছিলেন তার খুব কাছের। সেই নজরুল হাত দেখার নাম করে নাকি মেয়েদের পাণিগ্রহণ করতেন। আর এই Pun যিনি করেছেন সেই শিব্রাম তাই বলতেন মেয়েদের ব্যাপারে Kaji knows rule. শুনে হা হা করে হেসে উঠতেন নজরুল। বলতেন, দে গরুর গা ধুইয়ে। একবার শ্রীঘৃত বিজ্ঞাপনের ক্যাচ লাইনের জন্য পুরস্কার দেবে ঠিক করল। শিবরামের টাকার দরকার থাকত সর্বদা। তিনি পাঠালেন এবং প্রথম হলেন। শ্রী ঘৃত-র সেই ক্যাচলাইন মুখে মুখে ফিরত- 'বাজারে দুই ধরনের ঘি আছে। শ্রী ঘি আর বিশ্রী ঘি। আপনি কোনটা পছন্দ করেন?' তবে পেয়েছেন যত হারিয়েছেন অনেক বেশি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন শিবরাম। নাম 'ষোড়শী'। কিন্তু কি আশ্চর্য দেখুন, সেই নাটক যখন 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশ পেল সেখানে নাটককারের নাম বদলে শরৎচন্দ্রের নাম! যুক্তি অদ্ভুত!! শিবরামের বদলে শরৎবাবুর নাম দিলে নাকি পত্রিকা বিক্রি হবে বেশি। শিবরাম কিছু বললেন, না। নাটক নিয়ে গেলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ীর কাছে। নাটক পড়ে উচ্ছ্বসিত নাট্যাচার্য। ''অসাধারণ নাট্যরূপ দিয়েছেন! আমি করব।'' শুরু হল শো। প্রায় প্রতিদিনই হাউসফুল। এদিকে তখন দেনার দায় জর্জরিত শিবরাম। লজ্জার মাথা খেয়ে বলেই ফেললেন, ''শিশিরবাবু, কিছু টাকার প্রয়োজন।

# বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতারিত বিপ্লবী বীণা

**অনিকেত নস্কর**

স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবী অগ্নিকন্যা বীণা দাস ভৌমিক জন্ম গ্রহণ করেন ২৪ আগস্ট, ১৯১১ সালে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ১৯৩২ সালের

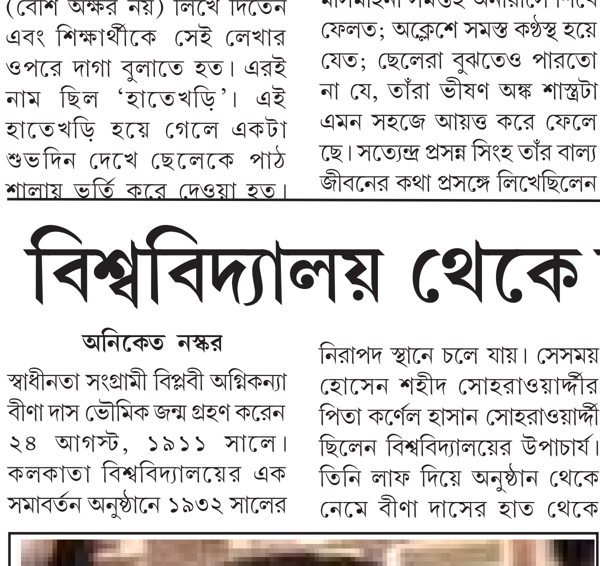

৬ ফেব্রুয়ারি কল্যাণী দাস ও বীণা দাস দুবোনেরই ডিগ্রী পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই বাংলার বিপ্লবীদের চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার দখল, ব্রিটিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে জালালাবাদে লড়াই, চট্টগ্রামের ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ এবং প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের জীবনা বসান, প্রভৃতি ঘটনাগুলি ঘটে যায়। চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ৬ ফেব্রুয়ারীর সমাবর্তনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা বাংলার গর্ভনর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে আক্রমণ করেন বীণা। ঘন্টাখানেক নির্বিঘ্নে সমাবর্তন অনুষ্ঠান চলে। গভর্নর যখন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য পাঠ শুরু করছেন তখন গাউনপরা বিশ-একুশ বছরের বীণা উঠে দাঁড়িয়ে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়। গুলি চালায় জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে। আত্মরক্ষার্থে স্টানলি জ্যাকসন মাটিতে পড়ে যান। অল্পের জন্য লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। গভর্ণর ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা তৎক্ষণাৎ দৌড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যায়। সেসময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দীর পিতা কর্ণেল হাসান সোহরাওয়ার্দ্দী ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তিনি লাফ দিয়ে অনুষ্ঠান থেকে নেমে বীণা দাসের হাত থেকে রিভলবারটি কেড়ে নেন। ততক্ষণে বীণার রিভলবার থেকে ৫টি গুলি বেরিয়ে গেছে।

বীণাকে গ্রেফতার করা হল। টানা ৪৮ ঘন্টা বিরতিহীনভাবে চলল জিজ্ঞাসাবাদ। রিভলবারের উৎস জানতে বীণার ওপর চালানো হল নির্যাতন। বীণা মুখ খুললেন না। বীণাকে মুখ খুলতে বলার জন্য তার বাবা বেণীমাধবকে বলা হল। বেণীমাধব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন সেই প্রস্তাব। সেসময় বীণাকে সাহস যোগাতে বৃটিশ শাসন-শোষণের প্রতিবাদে তিনি রাতজেগে লেখেন ২৫ পৃষ্ঠার একটি বিবৃতি। উজ্জীবিত বীণা দাস আদালতে দাঁড়িয়ে নির্ভীকচিত্তে গভর্ণরের উপর হামলার সকল দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে জবানবন্দি দিলেন। ইংরেজির ছাত্রী বীণা স্পষ্ট ইংরেজিতে শুরু করলেন এভাবেঙ্খ 'আমিই সমাবর্তনের দিনে সিনেট ভবনে গভর্ণরকে গুলি করেছি।' এরপর সংক্ষিপ্ত অথচ ভীষণভাবে সম্পূর্ণ এক বক্তব্যে তিনি তুলে ধরেন ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচারের কথা, ব্যাখ্যা করলেন কেন তিনি গভর্ণরকে হত্যা করতে সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি বললেন, 'আমার উদ্দেশ্য ছিল মৃত্যুবরণ করা এবং যদি আমাকে মরতে হত, আমি চেয়ে ছিলাম মহান মৃত্যু এই ভারতবর্ষে এই পরিমাণ অন্যায়, অত্যাচার এবং বিদেশি শোষণের মধ্যে গুমরে কাঁদার চাইতে সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে প্রতিবাদ করে জীবন বিসর্জন দেওয়া কী অধিকতর ভালো নয়?'

বীণা দাসের চার বছরের বড় বোন কল্যাণী দাস ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ছিলেন কলকাতা ছাত্রী সংঘের সংগঠক। বিপ্লবীদের বিভিন্ন গোপন সভায় তিনি যোগ দিতেন। এমনই এক গোপন সভার লিফলেট বহন করার দায়ে তাঁকে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। উচ্চ শিক্ষিত কল্যাণী দাস অনার্স গ্রাজুয়েট হওয়া স্বত্ত্বেও তাঁকে কারাগারে তৃতীয় শ্রেণির কয়েদিদের সঙ্গে রাখা হয়। বোনের এই আত্মত্যাগ তাঁকে অনুপ্রাণিত করে উপনিবেশিক শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

বীণা দাস বেথুন ও ডায়সেশন কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে যখন বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছিল বীণা তখন বেথুন কলেজের ছাত্রী। তিনি অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে সাইমন কমিশন বয়কট করেন ও বেথুন কলেজে পিকেটিং করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ওই বছরই কলকাতা কংগ্রেসের এক অধিবেশনে তিনি স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেন এবং ধীরে ধীরে তিনি গান্ধীজির অহিংস আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু ব্রিটিশ শাসন-শোষণের উপর ক্রমশ জমে ওঠা ক্ষোভ ও বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শে গান্ধীজির অহিংস মতবাদ থেকে সরে এসে শেষ পর্যন্ত বৈপ্লবিক পন্থাকেই বেছে নেন তিনি। ১৯৩১ সালে স্নাতক পাস করেন। ১৯৩২ সালে বীণা দাস তাঁর জীবনের সবচাইতে দুঃসাহসিক কাজ করার জন্য মনস্থির করে ফেলেন। তখন বাংলার গভর্ণর ছিলেন স্ট্যানলি জ্যাকসন। স্ট্যানলি একসময়ের ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ছিলেন। ২০টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন যার ৫টিতে নিজেই অধিনায়ক ছিলেন। পরবর্তীতে কনজারভেটিভ পার্টির হয়ে নির্বাচন করে ১৯১৫ সাল থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। ফলে আমলা ছাড়াও তাঁর একটা সেলিব্রেটি পরিচয় আছে। তাঁর কিছু হলে পুরো ইংল্যান্ড আলোড়ন পড়ে যাবে। এই ভেবে স্ট্যানলিকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন বীণা।

একাজে তিনি সাহায্য নেন তাঁর বোন কল্যাণীর বান্ধবী কমলা দাস গুপ্তের। কমলা দাসগুপ্ত 'যুগান্তর' দলের সাথে যুক্ত ছিলেন। বীণা দাস 'যুগান্তরে'র সদস্য না হলেও, তাঁর সংকল্প এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় সন্তুষ্ট হয়ে কমলা দাসগুপ্ত বীণাকে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দেন। ২৮০ টাকায় একটি চোরাই রিভলবার সহযোদ্ধা সুধীর দত্তের কাছ থেকে জোগাড় করেন তিনি। শাড়ির ভেতর রিভলবারটি লুকিয়ে উত্তর কলকাতার 'রামমোহন রায় গ্রন্থাগারে' নিয়ে আসেন। সেখানে তিনি বীণাকে রিভলবার চালানোর কৌশল শেখান। কিন্তু স্থানাভাবে বীণা তখন আর টার্গেট প্রাকটিস করতে পারেননি। ইতিমধ্যে বীণা অবশ্য দিনেশ মজুমদারের কাছে শারীরিকশিক্ষার প্রশিক্ষণ নিয়ে ছিলেন।

১৯৩২-এর ৬ ফেব্রুয়ারি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েল সমাবর্তন অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি বাংলার গভর্ণর স্ট্যানলি জ্যাকসন। ঘন্টাখানেক নির্বিঘ্নে সমাবর্তন অনুষ্ঠান চলে। গভর্নর যখন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য পাঠ শুরু করছেন তখন গাউনপরা বিশ-একুশ বছরের এক মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়। গুলি চালায় জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে। আত্মরক্ষার্থে স্টানলি জ্যাকসন মাটিতে পড়ে যান। অল্পের জন্য লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। গভর্ণর ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা তৎক্ষণাৎ দৌড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যায়। সেসময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দীর পিতা কর্ণেল হাসান সোহরাওয়ার্দ্দী ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তিনি লাফ দিয়ে অনুষ্ঠান থেকে নেমে বীণা দাসের হাত থেকে রিভলবারটি কেড়ে নেন। ততক্ষণে বীণার রিভলবার থেকে ৫টি গুলি বেরিয়ে গেছে।

বীণাকে গ্রেফতার করা হল। টানা ৪৮ ঘন্টা বিরতিহীনভাবে চলল জিজ্ঞাসাবাদ। রিভলবারের উৎস জানতে বীণার ওপর চালানো হল নির্যাতন। বীণা মুখ খুললেন না। বীণাকে মুখ খুলতে বলার জন্য তার বাবা বেণীমাধবকে বলা হল। বেণীমাধব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন সেই প্রস্তাব। সেসময় বীণাকে সাহস যোগাতে বৃটিশ শাসন-শোষণের প্রতিবাদে তিনি রাতজেগে লেখেন ২৫ পৃষ্ঠার একটি বিবৃতি। উজ্জীবিত বীণা দাস আদালতে দাঁড়িয়ে নির্ভীকচিত্তে গভর্ণরের উপর হামলার সকল দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে জবানবন্দি দিলেন। ইংরেজির ছাত্রী বীণা স্পষ্ট ইংরেজিতে শুরু করলেন এভাবেঙ্খ 'আমিই সমাবর্তনের দিনে সিনেট ভবনে গভর্ণরকে গুলি করেছি।' এরপর সংক্ষিপ্ত অথচ ভীষণভাবে সম্পূর্ণ এক বক্তব্যে তিনি তুলে ধরেন ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচারের কথা, ব্যাখ্যা করলেন কেন তিনি গভর্ণরকে হত্যা করতে সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি বললেন, 'আমার উদ্দেশ্য ছিল মৃত্যুবরণ করা এবং যদি আমাকে মরতে হত, আমি চেয়েছিলাম মহান মৃত্যু এই ভারতবর্ষে এই পরিমাণ অন্যায়, অত্যাচার এবং বিদেশি শোষণের মধ্যে গুমরে কাঁদার চাইতে সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে প্রতিবাদ করে জীবন বিসর্জন দেওয়া কী অধিকতর ভালো নয়?'

১৫ ফেব্রুয়ারি একতরফা বিচারে বীণা দাসের ৯ বছরের কারাদণ্ড দেয় আদালত। কারাভোগের সময় টুকুতে তাঁকে একেক সময় একেক কারাগারে, একেক স্থানে নিয়ে যাওয়া হত। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলে স্থানান্তরিত হয়ে থাকার পর গান্ধীজির প্রচেষ্টায় অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে বীণাও মুক্তি পান। সাত বছর জেলে কাটিয়ে ১৯৩৯-এ তিনি মুক্তি লাভ করেন জেল থেকে মুক্তির পর বীণা থেমে থাকেননি। সেসময় বিপ্লবীদের অনেকে, বিশেষত তরুণেরা, গোপন সশস্ত্র সংগ্রামের পথ ছেড়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পথ বেছে নেন। সেসময়েই আরো অনেকের মত বীণা দাসও কংগ্রেসে যোগ দেন এবং ট্রেড ইউনিয়নের কাজ আরম্ভ করেন। তিনি দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদিকাও ছিলেন। টালিগঞ্জের চালকল বস্তিতে গিয়ে বস্তিবাসী দরিদ্র শ্রমিকদের সঙ্গে দিনের পর দিন মিশে তাদের চরম দুর্গতিতে পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। এর পাশাপাশি সেসময় বীণা দাসের সাহিত্যপ্রতিভা ও দেশাত্মবোধক চিন্তার প্রকাশ পাওয়া যায় কমলা দাসগুপ্ত সম্পাদিত 'মন্দিরা' পত্রিকায়।

১৯৪২-এ 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হলে বীণা দাস দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সভা ডাকলেন হাজরা পার্কে। সভাকে বেআইনি ঘোষণা করা হল। সেখানে একজন সহকর্মীকে সার্জেন্ট ব্যাটন দিয়ে প্রহার শুরু করতেই বীণা তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। পুলিশ আবারো বীণাকে গ্রেফতার করে। এবারে তিনি রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে প্রেসিডেন্সি জেলে তিন বছর আটক থাকেন। এ দফায় ১৯৪৫-এ তিনি মুক্তি লাভ করেন। স্বাধীনতার পর তিনি কংগ্রেসের হয়ে নির্বাচন করে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তার প্রভাব বীণা দাসকে ধীরে ধীরে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। জন্ম ও পরিবার ঃ পিতা বেণী মাধব দাস চট্টগ্রাম, ঢাকা, কলকাতা, কটক, কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন। কখনো কলেজের প্রভাষক, কখনো স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে। একজন সৎ-নিষ্ঠাবান শিক্ষক হিসেবে তার খ্যাতি ছিল। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র তাঁর ছাত্র ছিলেন।

# শ্রাবণী মেলা ২০২৬-এ পূর্ব রেলের অভূতপূর্ব ভিড় ব্যবস্থাপনা বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা শূন্যের কোঠায় এবং দুর্দান্ত রাজস্ব বৃদ্ধি

কলকাতা, ২৯ আগস্ট ঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পান্ডের নেতৃত্বে, গত ২৯ জুলাই

থেকে ২৮ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত চলা শ্রাবণী মেলা ২০২৬ চলাকালীন প্রায় ৭৫ লাখ তীর্থযাত্রীর ঐতিহাসিক আগমন সফলভাবে সামলানো হয়েছে। তারকেশ্বর, দেওঘর, জসিডি, বৈদ্যনাথধাম এবং সুলতানগঞ্জ সহ প্রধান তীর্থক্ষেত্র স্টেশনগুলিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে পূর্ব রেল মসৃণ যাত্রী পরিষেবা, বর্ধিত নিরাপত্তা, শক্তিশালী বাণিজ্যিক বৃদ্ধি এবং মাসব্যাপী এই ইভেন্ট জুড়ে শূন্য বড় অপ্রীতিকর ঘটনা নিশ্চিত করেছে। ইনস্পেক্টর জেনারেল-কম-প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার অমিয় নন্দন সিনহার কৌশলগত দিকনির্দেশনা ও সক্রিয় মাঠপর্যায়ের তদারকিতে-যিনি নিজে মেলা প্রাঙ্গণ ও প্রধান স্টেশনগুলি পরিদর্শন করে নিরাপত্তা, ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও যাত্রী সহায়তার ব্যবস্থা পর্যালোচনা করেন, এবং সিনিয়র ডিএসসি ও ডিএসসি-গণ নিজ নিজ মেলা ক্যাম্পে উপস্থিত থেকে সমন্বয় বজায় রাখেন-রেলওয়ে প্রটেকশন ফোর্স (আরপিএফ) ৫০০-রও বেশি কর্মী, ড্রোন নজরদারি এবং ডগ স্কোয়াড মোতায়েন করে অনিয়ন্ত্রিত ভিড়কে সুশৃঙ্খল ধারায় রূপান্তরিত করে। রাজ্য প্রশাসন, স্থানীয় পুলিশ ও রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় রেখে পরিস্থিতি দ্রুত সামাল দেওয়া হয়। ভিড় সামলাতে ৩ থেকে ৫ মিটারের ব্যারিকেডযুক্ত চ্যানেল তৈরি করা হয়, যা উল্টোমুখী যাতায়াত ৯০ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশ কমায় এবং ঘণ্টায় ২৪,৯০০ জন তীর্থযাত্রী পারাপারে সাহায্য করে। পাশাপাশি হাজার হাজার বর্গমিটারের অস্থায়ী হোল্ডিং এরিয়া, ফুট ওভারব্রিজে একমুখী যাতায়াত এবং অফ-সাইড বোর্ডিং সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হয়। ব্যস্ত রবিবারে প্রধান কেন্দ্রগুলিতে ভিড় ৩,১২,৫০০ স্পর্শ করে, এবং তারকেশ্বরে টানা ৫ টি সপ্তাহান্তে ১২,৫৯,২০০ জন সহ মোট ৩৮,৯৯,৮০০ জন যাত্রীর যাতায়াত নথিভুক্ত হয়। তীর্থযাত্রীদের যাতায়াত সহজ করতে পূর্ব রেল মোট ১৫১ টি স্পেশাল ট্রেন চালায়, যার মধ্যে হাওড়া ডিভিশন ১০১টি, আসানসোল ডিভিশন ৩৮টি এবং মালদা ডিভিশন ১২টি ট্রেন পরিচালনা করে। সুশৃঙ্খল ট্রাফিক চলাচলের ফলে টিকিটবিহীন প্রবেশ বন্ধ হয় এবং স্টেশনের কার্যকারিতা ও আয় বৃদ্ধি পায়। আসানসোল ডিভিশনে টিকিট বিক্রি ১,৩৫,০০০ পর্যন্ত পৌঁছায় এবং ব্যস্ত সোমবারে এক দিনে সর্বোচ্চ টিকিট আয় হয় ২৬,৬৬,৫০০ টাকা। এই চাহিদা সামলাতে ২১টি টিকিট কাউন্টার এবং ১০টি অটোমেটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন চালু রাখা হয়েছিল। ভিড় নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি, জসিডি স্টেশনে সতর্ক আরপিএফ কর্মীরা অস্বাভাবিক শব্দ শুনে ট্রেন ছাড়ার পর ট্র্যাকের মারাত্মক ফাটল শনাক্ত করেন এবং ট্রেন চলাচলে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে লাইন মেরামত সম্পন্ন করেন। বিভিন্ন ওয়েলফেয়ার অপারেশনের মাধ্যমে আরপিএফ উল্লেখ্য ভূমিকা রাখে ঃ 'অপারেশন আমানত'-এর অধীনে হাওড়া, আসানসোল ও মালদা ডিভিশনে ৩১টি ঘটনায় ১১ টি মোবাইল, ১টি আইপ্যাড এবং ১৯,৩০০ টাকা নগদ সহ মোট ২,৬২,৫০০ টাকার হারিয়ে যাওয়া জিনিস উদ্ধার করে ফেরত দেওয়া হয়। 'অপারেশন নানহে ফরিস্তে'-র মাধ্যমে ১০ জন হারিয়ে যাওয়া শিশুকে পরিবার ও কল্যাণ কর্তৃপক্ষের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। 'অপারেশন সেবা'-র অধীনে ৫ মিনিটের রেসপন্স টাইমে ৬ জন অসুস্থ বা প্রবীণ তীর্থযাত্রীকে জরুরি চিকিৎসা ও অ্যাম্বুলেন্স সহায়তা দেওয়া হয়। 'যাত্রী সুরক্ষা'-র অধীনে ৫ টি মামলায় ৫ জন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং 'অপারেশন সতর্ক'-এর মাধ্যমে আসানসোল ডিভিশনে ৬৪,৩৬০ টাকা মূল্যের ৭৩.১৭ লিটার এবং মালদা ডিভিশনে ৪,৫০০ টাকা মূল্যের ৯ বোতল অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। পূর্ব রেলের চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার শিবরাম মাঝি বলেন, শ্রাবণী মেলা ২০২৬-এর সাফল্য যাত্রী সুরক্ষা, নিরবচ্ছিন্ন ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং নিষ্ঠাবান জনসেবায় পূর্ব রেলের দৃঢ় অঙ্গীকারকে তুলে ধরে। রাজ্য সিভিল প্রশাসন, স্থানীয় পুলিশ, রেল কর্মকর্তা, আরপিএফ কর্মী এবং লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীদের শৃঙ্খলা ও সহযোগিতার জন্য পূর্ব রেল গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

ব্লাড ব্যাংক স্থানান্তরের সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ

# পুরুলিয়ায় রক্তদাতা সংগঠনগুলির কর্মবিরতি, নাগরিক মঞ্চের ডেপুটেশন! তীব্র রক্তসংকটের আশঙ্কা

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ২৯ আগস্ট ঃ পুরুলিয়া সদর হাসপাতাল ক্যাম্পাস থেকে ব্লাড ব্যাঙ্ক প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে হাতুয়াড়া ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত করার সরকারি সিদ্ধান্তে জেলা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ও জনঅসন্তোষ তৈরি হয়েছে। এর প্রতিবাদে এবার অনির্দিষ্টকালের জন্য আপৎকালীন রক্তদান বন্ধ বা কর্মবিরতির ডাক দিল জেলার রক্তদাতা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি। ইতিমধ্যেই সদর হাসপাতালে ব্লাড ব্যাঙ্কের পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন রোগী ও তাঁদের স্বজনেরা। সংগঠনগুলির অভিযোগ, গ্রীষ্মকাল বা যেকোনো সময়ে রক্তের সংকট তৈরি হলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির দ্বারস্থ হতো। অথচ ব্লাড ব্যাঙ্ক স্থানান্তরের মতো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাদের সঙ্গে কোনো পরামর্শই করা হয়নি। দূরবর্তী হাতুয়াড়া ক্যাম্পাসে উপযুক্ত সরকারি পরিবহন ব্যবস্থা না থাকায় রক্ত সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে দূর-দূরান্ত থেকে আসা থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশু ও মুমূর্ষু রোগীদের পরিবার পড়েছে চরম আর্থিক ও মানসিক সংকটে। প্রতিবাদের অংশ হিসেবে 'পুরুলিয়া ব্লাড ওয়ারিয়র্স', 'টিম অনেস্ট' ও 'পুরুলিয়া ফাউন্ডেশন'-এর মতো রক্তদাতা সংগঠনগুলি স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, আজ থেকে জরুরি বা 'অন কল' রক্তের সংস্থান পুরোপুরি বন্ধ থাকবে। গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপির মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে

যে সমস্ত রক্তদাতা পূর্বে স্বেচ্ছায় রক্ত দিয়েছেন, কেবল তাঁদের পরিবারের প্রয়োজনে পরিষেবা দেওয়া হবে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সদর ক্যাম্পাসে পুনরায় রক্ত সংগ্রহের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে। এর ফলে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত অঘটন ঘটলে তার সম্পূর্ণ দায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকেই নিতে হবে। অন্যদিকে, ব্লাড ব্যাংক স্থানান্তরের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সরব হয়েছে সাধারণ মানুষও। 'পুরুলিয়া সদর হাসপাতাল বাঁচাও নাগরিক মঞ্চে'র পক্ষ থেকে দেবেন মাহাতো স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপিতে ব্লাড ব্যাঙ্ক পূর্বের স্থানে রাখা, রাজ্য বাজেটে ঘোষিত সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল দ্রুত চালু করা এবং হাতোয়াড়া ক্যাম্পাসে পূর্ণাঙ্গ পরিষেবা শুরুর দাবি জানানো হয়। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে হাসপাতাল চত্বরে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। রোগী ও তাঁদের পরিবারের স্বার্থে জেলা প্রশাসন এখন এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে নাকি বিকল্প কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সেদিকেই তাকিয়ে পুরো জেলা।

# তুঁত চাষের নয়া কৌশলে আয় বাড়ানোর লক্ষ্য, রেশম চাষিদের বিশেষ পরামর্শ বিজ্ঞানীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৯ আগস্ট ঃ মালদা রেশম চাষে উৎপাদন ও গুণমান বাড়াতে এবার বিশেষ উদ্যোগ। উন্নতমানের তুঁত পাতা চাষ থেকে শুরু করে রেশম গুটি উৎপাদন প্রতিটি ধাপে সঠিক পদ্ধতি মেনে চলার পরামর্শ দিলেন রেশম চাষ আধিকারিক ও বিজ্ঞানীরা। তাঁদের দাবি, উন্নতমানের পাতা ও গুটি উৎপাদন করা সম্ভব হলে বাজারে মিলবে বাড়তি দাম, ফলে বাড়বে চাষিদের আয়ও। মালদার মোথাবাড়ির বাগমারা এলাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ডের গবেষণা ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রের উদ্যোগে শতাধিক রেশম চাষিকে নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে উন্নত প্রজাতির তুঁত চাষ, গুটি পোকার পরিচর্যা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির নানা পদ্ধতি হাতে-কলমে দেখানো হয়। মালদা জেলা রেশম চাষ আধিকারিক সুরজিৎ চৌধুরী জানান, বর্তমানে একাধিক উচ্চফলনশীল প্রজাতির তুঁত উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। তবে ফলন ও গুণমান বাড়াতে পরিচর্যার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। জমিতে একটি তুঁত গাছের সঙ্গে অন্য গাছের নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। একইভাবে গুটি পোকার ক্ষেত্রেও সঠিক দূরত্ব বজায় রাখা জরুরি। বর্তমানে ১০০ ডিম থেকে প্রায় ২৫ কেজি গুটি উৎপাদনের জায়গায় এই উন্নত পদ্ধতিতে ৫০ কেজি বা তারও বেশি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা সম্ভব। পদ্ধতি নিয়ে কোনও সমস্যা হলে বিজ্ঞানীদের পরামর্শ নেওয়ার কথাও জানান তিনি। C-2038, C-2060 এবং গঙ্গা বা C-1360 এই উন্নত প্রজাতির তুঁত চাষের মাধ্যমে ভাল মানের পাতা ও বেশি ফলন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে বাড়তে পারে গুটির ওজন ও গুণমান। এক রেশম চাষি ও গুটি উৎপাদনকারী মতিউর রহমান বলেন, পাতা

ভাল হলে গুটি ভাল হয়, আর গুটি ভাল হলে উন্নতমানের সুতো তৈরি হয়। বর্তমানে প্রায় ৪০ কেজি ওজনের এক মণ গুটির দাম প্রায় ১৬ হাজার টাকা হলেও উন্নতমানের গুটি ২৭ হাজার টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রি হয়। বছরে প্রায় ১০০ থেকে ২০০ মণ গুটি বিক্রি করেন অনেক চাষি। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, মালদা প্রায় ৭০ হাজার মানুষ রেশম চাষ ও শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন ও বৈশাখ এই সময়গুলিতে মূলত রেশম চাষের কাজ হয়। বছরে একাধিকবার তুঁত চাষ ও গুটি পোকার পরিচর্যার মাধ্যমে তৈরি হয় রেশম গুটি, আর সেই গুটি থেকেই তৈরি হয় মূল্যবান রেশম সুতো। উন্নত প্রজাতির তুঁত চারা ও আধুনিক পদ্ধতির প্রসারের মাধ্যমে মালদার রেশম শিল্পে উৎপাদন ও আয় আরও বাড়ানোর লক্ষ্যেই চলছে এই প্রশিক্ষণ।

# নারী নির্যাতন অধিকার হরণ ও ধর্মীয় বিদ্বেষের প্রতিবাদ বালুরঘাটে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ২৯ আগস্ট ঃ নারী নির্যাতন সাধারণ মানুষের অধিকার হরণ এবং ধর্মের নামে বিদ্বেষ ছড়ানোর প্রতিবাদে সরব হল অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন। শনিবার বালুরঘাটের কচিপাতা বিদ্যানিকেতনে সংগঠনের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির তৃতীয় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্মেলনকে ঘিরে এ দিন নজরুলের মূর্তিতে মাল্যদান ও র‍্যালির আয়োজন করা হয়। সংগঠনের বক্তব্য কেন্দ্র ও রাজ্য-আগের এবং বর্তমান কোনও সরকারের আমলেই সাধারণ মানুষ তাঁদের অধিকার ও নিরাপত্তা থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হননি। তাঁদের অভিযোগ বর্তমানে শ্রমজীবী মানুষের কাজ হারানো ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়া এবং নাগরিকত্ব নিয়ে নানা ধরনের সমস্যার পাশাপাশি মহিলাদের উপরও একের পর এক আক্রমণ নেমে আসছে। সংগঠনের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা নেতৃত্বের দাবি ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের একটি বড় অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। নারী নির্যাতনের ঘটনাতেও যথাযথ বিচার মিলছে না বলে অভিযোগ তাঁদের। পূর্ববর্তী সরকারের আমলের অভয়া-কাণ্ডের প্রসঙ্গ তুলে সংগঠনের নেত্রীদের অভিযোগ সেই সময়েও শাসক-ঘনিষ্ঠদের আড়াল করার চেষ্টা হয়েছিল। বর্তমান সরকারও নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ বলে তাঁদের দাবি। এ দিনের সম্মেলন থেকে ধর্মের নামে বিদ্বেষ ছড়ানোর বিরুদ্ধেও আওয়াজ তোলেন সংগঠনের সদস্যেরা। ধর্মনিরপেক্ষতা ও নারীর নিরাপত্তার দাবিতে আংদোলন আরও জোরদার করার বার্তাও দেওয়া হয়। সংগঠনের নেত্রী বাবলী বসাক বলেন শ্রমজীবী মানুষ ও মহিলাদের উপর যে আক্রমণ চলছে তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে। নারী নির্যাতনের প্রতিটি ঘটনার সঠিক বিচার এবং সাধারণ মানুষের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছি। ধর্মের নামে বিদ্বেষ ছড়ানোর বিরুদ্ধেও আমরা সোচ্চার। শনিবার কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রথমে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। সেখান থেকে র‍্যালি বের করে কচিপাতা বিদ্যানিকেতনে পৌঁছান সংগঠনের সদস্যরা। এরপর সেখানেই শুরু হয় জেলা সম্মেলনের মূল কর্মসূচি।

# বিস্কুট চুরির দায়ে প্রাণ গেল হনুমানের, গ্রেফতার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৯ আগস্ট ঃ গৃহস্থর বাড়ি থেকে বিস্কুটের কৌটো নিয়ে পালাতে গিয়ে এয়ারগানের গুলি খেয়ে প্রাণ হারালো এক হনুমান। হনুমানকে নির্মম ভাবে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছে অভিষেক ঘোষ নামে এক ব্যাক্তির বিরুদ্ধে। জয়পুর বন দফতরের অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় পুলিশ তাকে শুক্রবার গ্রেফতার করে। শনিবার তাকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। হনুমানটির বুক লক্ষ্য করে এয়ার গান থেকে গুলি চালান অভিযুক্ত। এতেই ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে হনুমানটি। এই ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়া জেলার জয়পুর থানার রাজগ্রামে। স্থানীয়দের বক্তব্য, হনুমানটি অভিষেক ঘোষের বাড়িতে ঢুকে বিস্কুটের কৌটোর নিয়ে পালানোর সময় এয়ারগান হাতে নিয়ে গুলি চালান অভিষেক ঘোষ বলে অভিযোগ। সেই গুলি হনুমানটির বুকে গিয়ে লেগে। এতে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে হনুমানটি। এই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষা সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডসের সদস্যরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেশ কিছু দিন ধরেই এলাকায় হনুমানের উৎপাত নিয়ে বাসিন্দাদের একাংশ বিরক্ত হয়ে উঠে ছিলেন। শুক্রবার একটি হনুমান অভিযুক্তের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। ঘরের ভিতর থেকে বিস্কুটের কৌটো নিয়ে বেরোনোর সময়ই তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালান অভিষেকবাবু বলে অভিযোগ উঠেছে। বিস্কুটের কৌটো নিয়ে পালানোর 'অপরাধে' শেষ পর্যন্ত প্রাণ গেল হনুমানটির! এই গুলির শব্দ ও হনুমানটির আর্তনাদ শুনে বাড়ির সামনে জড়ো হন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই খবর যায় জয়পুর থানা ও বন দফতরে। বনকর্মীরা মৃত হনুমানটির দেহ জয়পুর রেঞ্জ অফিসে নিয়ে যান। সেখানে ময়নাতদন্ত করা হয়েছে বলে বন দফতর সূত্রে জানা গেয়েছে। এই ঘটনায় বন দফতরের তরফে জয়পুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ অভিষেক ঘোষকে গ্রেফতার করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

# গণ্ডক নদী থেকে উদ্ধার ৩ দেহ

উত্তরপ্রদেশ, ২৯ আগস্ট ঃ নেপালের ভয়াবহ হড়পা বানের প্রভাব এবার ভারতেও। উত্তরপ্রদেশের কুশীনগার জেলার গণ্ডক নদী থেকে উদ্ধার হয়েছে তিনটি দেহ। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, নেপালের দিক থেকে ভেসে এসে দেহগুলি নদীপথে ভারতে পৌঁছেছে। প্রতিবেশী দেশে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি এখনও অব্যাহত। এরই মধ্যে গণ্ডক নদী থেকে পরপর তিনটি দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে প্রশাসন।

**রেল, এসইজে টার্নআউটের আল্ট্রাসোনিক ফ্ল ডিটেকশন (ইউএসএফডি) পরীক্ষা**

**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ জিএমডব্লিউ-ইউএসএফডি-০৭২০২৬-এমএলজি, তারিখ ঃ** ২৬-০৮-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিইএন/সি/লামডিং-এর এক্তিয়ারাধীন রেল, এসইজে টার্নআউট এবং এটি ওয়েল্ডসের আল্ট্রাসোনিক ফ্ল ডিটেকশন (ইউএসএফডি) পরীক্ষা। **কাজের মূল্য ঃ** ৮৮,০৬,১৩৯.৬৮/-টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ১,৭৬,১০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধ/খোলার** তারিখ ও সময় **২৫-০৯-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখুন।

ডেপুটি সিই/ট্র্যাক, মালিগাঁও

**উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

**COMFORT FINCAP**

**COMFORT FINCAP LIMITED**

**CIN: L65923WB1982PLC035441**

**Registered Office.:** 22, Block B, Camac Street, Behind Pantaloons, Kolkata, West Bengal - 700 016;
**Corporate Office.:** 301, 3rd Floor, A wing, Hetal Arch, S. V. Road, Malad (West), Mumbai - 400064;
**Contact No.:** 022 - 6894 8508 /09, **Email:** info@comfortfincap.com; **Website:** www.comfortfincap.com

**NOTICE OF THE 44th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION, DIVIDEND, BOOK CLOSURE AND RECORD DATE**

In continuation of our newspaper notice published on Wednesday, August 26, 2026, **Notice** is hereby given that the **44th Annual General Meeting** ('AGM/ the Meeting') of the Members of **Comfort Fincap Limited ('the Company')** will be held on **Monday, September 21, 2026 at 03:00 P.M. (IST)** through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OVAM'), to transact the business as stated in the AGM Notice, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with relevant Rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations'), read with various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Securities and Exchange Board of India ('SEBI') from time to time, without the physical presence of the Members at the common venue.

The Annual Report of the Company including AGM Notice for the financial year 2025-2026 ('Annual Report') were sent through electronic mode only to all those members whose email IDs are registered with the Company or its Registrar and Share Transfer Agent ('RTA') or the Depositories, in accordance with the MCA and the SEBI circulars and same was completed on Friday, August 28, 2026. Further, as per the SEBI Listing Regulations, the Company has sent a letter to those shareholders whose email IDs are not registered with the Company or its RTA or the Depositories, providing the web link, including the exact path, to access the Annual Report on the Company's website.

Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The detailed instructions for joining the AGM and the manner of casting vote through remote electronic voting ('remote e-voting') or the e-voting system during the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members participating through the VC/ OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The Annual Report along with the Notice is available on the Company's website at www.comfortfincap.com and on and on BSE Limited at www.bseindia.com. Further, the Notice is also available on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com.

Members holding shares in physical mode and/ or who have not registered/ updated their email IDs with the Company/ it's RTA/ the Depositories and/ or who has acquired shares and become the members of the Company after the dispatch of notice and holding shares as of the cut-off date, i.e., Monday, September 14, 2026 can obtain login details for joining the AGM through VC/OAVM facility including remote e-voting/e-voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in and may also refer to the voting instructions on the NSDL website.

However, if a member is already registered with NSDL then they can use their existing User ID and password for casting vote or following the procedure as mentioned in the AGM Notice. Further, any person, who ceases to be the Member of the Company as on the cut-off date and is in receipt of this communication, shall treat the same for information purpose only.

**E-Voting:**

**Notice** is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, the Company is providing a facility to the members to cast their votes electronically on all the resolutions set forth in the Notice convening the meeting. The Company has availed the services of NSDL to provide the facility of remote e-voting /e-voting during the AGM. Members whose name are recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the meeting. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in paid up equity capital of the Company as on the cut-off date.

**The remote e-voting facility would be available during the following period:**

| | |
|---|---|
| **Commencement of remote e-voting** | From 9:00 A.M. (IST) on Friday, September 18, 2026 |
| **End of remote e-voting** | Upto 5:00 P.M. (IST) on Sunday, September 20, 2026 |

During this period, shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by the NSDL for voting thereafter. The facility of e-voting will also be made available during the AGM. Only those members attending the AGM through VC/OAVM, who have not cast their vote through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, will be able to vote during the AGM. A member may participate in the AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM. Once the vote has been cast by a Member, the same shall not be allowed to be changed.

The Company has appointed, Mrs. Ramadevi Venigalla, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 7345 and CP No. 17889) as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and e-voting process in a fair and transparent manner.

Members, who need assistance and/or having any grievances before or during the AGM regarding e-voting facility and/ or VC/OAVM facility, may contact NSDL for technical assistance viz. Ms. Rimpa Bag at evoting@nsdl.co.in / rimpaB@nsdl.com or call on toll free no: 022 – 4886 7000 or email at info@comfortfincap.com or call at Tel. No. 022-6894 8508/09.

**Dividend:**

Members may note that the Board of Directors at its Meeting held on Thursday, May 14, 2026, has recommended a final Dividend of 5% (Five percent) of the Paid-up Equity Share Capital of the Company, i.e., Rs. 0.10/- (Rupees Ten Paise Only) per equity share of Face Value of Rs. 02/- (Rupees Two Only) each for the financial year ended March 31, 2026, subject to approval of the shareholders at the ensuing AGM of the Company. The Dividend, if approved at the AGM, will be paid within 30 days of the AGM. The Company has fixed Monday, September 14, 2026 as the 'Record Date' for determining eligible equity shareholders for dividend.

Shareholders may please note that in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 2025, as amended dividends paid or distributed by the Company is taxable in the hands of the Members. Hence, the final dividend, if declared by Members at the 44th AGM, shall be paid after deducting tax at source ('TDS') in accordance with the relevant provisions of the Income-tax Act. For more details, please refer to e-mail communication sent for the purpose of TDS. The above information is also available on the website of the Company at www.comfortfincap.com and on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com.

**Notice** is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Act read with Rules made thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 15, 2026 till Monday, September 21, 2026 (both days inclusive) for the purpose of AGM and final Dividend.

**By Order of the Board of Directors of Comfort Fincap Limited,**
**Sd/-**
**Sneha Mandelia**
**Company Secretary & Compliance Officer**

**Date: August 30, 2026**
**Place: Mumbai**

# ইঁটভাটা বন্ধ, তলানিতে রোজগার! নদীর পাড়ে ভিটে আঁকড়ে সুদিনের প্রতীক্ষায় শ্যামপুরের দিনমজুররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৯ আগস্ট ঃ হাওড়া জেলার উত্তর থেকে দক্ষিণে পূর্ব সীমান্ত ঘেঁষে বয়ে গেছে হুগলি নদী। নদী এক হলেও নদীপাড়ের মানুষের জীবন-জীবিকার চিত্রে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। বিশেষ করে শ্যামপুর ব্লকের গুড়েপোল, শিবগঞ্জ, গুজারপুর-সহ নদীতীরবর্তী একাধিক গ্রামের মানুষের কাছে বর্ষাকাল যেন বাড়তি দুর্ভোগের সময়। বর্তমানে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে যেখানে দৈনিক ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা পর্যন্ত মজুরি মিলছে, সেখানে শ্যামপুরের নদীতীরবর্তী এলাকার বহু মানুষের প্রধান জীবিকা ইঁটভাটায় শ্রমিকের কাজ, মাটি কাটার কাজ, কৃষিকাজ এবং রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ। সারা বছর কমবেশি কাজের সুযোগ থাকলেও বর্ষা এলেই পরিস্থিতি বদলে যায়। বন্ধ হয়ে যায় ইঁটভাটা, মাটি কাটার মতো বহু কাজ। কৃষিকাজেও থাকে মরশুমি নির্ভরতা। ফলে কাজের তুলনায় শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে যায়। আর সেই সুযোগেই কম পারিশ্রমিকে শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। কৃষি কাজ রাজমিস্ত্রি কাজ মাটিকাটা ও ইঁট ভাটার কাজ স্থানীয় মানুষের আয়ের উৎস। ২০০ থেকে ৩৪০ দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি ভিন্ন হয়। কিন্তু বর্ষাকালে কাজের সুযোগ কম। দিন এনে দিন খাওয়া পরিবারে প্রতিদিন কাজে জোগান চাই। সেই সুযোগ নেন মালিক পক্ষ, কাজ কমলেই কমিয়ে দেওয়া হয় মজুরি। ফলে স্থানীয় মানুষের সমস্যা আরও বাড়ে। কাজের অনিশ্চয়তার কারণে এলাকার নতুন প্রজন্মের বহু যুবক - যুবতী কর্মসংস্থানের সন্ধানে অন্য জেলা কিংবা ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন। এতে একদিকে যেমন পরিবারের আর্থিক সুরাহা হয়, অন্যদিকে দূর রাজ্যে থাকা স্বজনদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন কাটে পরিবারের সদস্যদের। তবে পরিস্থিতির পরিবর্তনের আশায় দিন গুনছেন নদীপাড়ের মানুষ। সরকারি উদ্যোগে এলাকায় শিল্প-কারখানা গড়ে উঠবে এবং স্থানীয় মানুষের জন্য স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে- এমনই প্রত্যাশা তাঁদের। হাতে কাজ ফিরলে বদলাবে জীবনযাত্রা, ফিরবে সুদিন-এই আশাতেই অপেক্ষা করছেন শ্যামপুরের নদীতীরবর্তী গ্রামের মানুষ।

# কল্যাণী মার্কেটে কালোবাজারি রুখতে পুলিশ, পুরসভা ও ফুড সেফটি দফতরের যৌথ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ২৯ আগস্ট ঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং তার আড়ালে কালোবাজারির অভিযোগ-এই দুই বিষয়কে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার থেকে কল্যাণী মার্কেট-সহ বিভিন্ন বাজারে যৌথ অভিযান চালানো শুরু করেছে প্রশাসন। কল্যাণী থানার পুলিশ, কল্যাণী পৌরসভা এবং ফুড সেফটি দফতরের আধিকারিকদের যৌথ উপস্থিতিতে এদিন বাজারের বিভিন্ন দোকানে চলে মূল্য ও খাদ্যসামগ্রীর গুণমান যাচাই। মূলত সাধারণ মানুষের উপর মূল্যবৃদ্ধির চাপ কমানো এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে কোনও রকম কালোবাজারি বা কৃত্রিমভাবে দাম বাড়ানোর ঘটনা ঘটছে কি না, তা খতিয়ে দেখতেই এই অভিযান বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। বাজারে ঘুরে আধিকারিকেরা সরাসরি ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলেন। বিভিন্ন মুদিখানা দোকানে চিনি, পেঁযাজ, আলু-সহ একাধিক নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর বিক্রয়মূল্য ও বাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নেন তাঁরা। ফলে প্রশ্ন উঠছে-মূল্যবৃদ্ধির পিছনে প্রকৃত বাজার পরিস্থিতি কতটা এবং এর আড়ালে মজুতদারি বা কালোবাজারির কোনও ভূমিকা রয়েছে কি না। সেই বিষয়টিই খতিয়ে দেখতে বাজারের দোকানগুলিতে নজরদারি চালানো হয়। প্রশাসনের এই উদ্যোগে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন বাজারের বহু ক্রেতা। তাঁদের বক্তব্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম হঠাৎই বেড়ে গেলে সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সংসারে। তাই দাম বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করে কালোবাজারি বন্ধ করা জরুরি। আধিকারিকেরা জানান, মূলতঃ কালোবাজারি রুখতে এই অভিযান চালানো হচ্ছে বিভিন্ন প্রান্তে। ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান চলবে। অভিযানের পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়েও কড়া নজর রাখেন আধিকারিকেরা। ফুড সেফটি অফিসারের উপস্থিতিতে বিভিন্ন খাদ্য বিক্রেতাকে প্রয়োজনীয় ফুড লাইসেন্স ও নির্ধারিত খাদ্য সুরক্ষা বিধি মেনে ব্যবসা করার বিষয়ে সতর্ক করা হয়। প্রশাসনের এই যৌথ অভিযানকে শুধুমাত্র একটি দিনের বাজার পরিদর্শন হিসেবে না দেখে, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে নজরদারি আরও বাড়ানোর উদ্যোগ হিসেবেই দেখছেন সাধারণ মানুষ।

# মায়ের বকাঝকায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া, ব্যান্ডেল স্টেশনে উদ্ধার অর্ণব

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৯ আগস্ট ঃ মায়ের বকাঝকার পর অভিমানে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া অর্ণব দাসকে অবশেষে উদ্ধার করা হল। প্রায় একদিন ধরে নাদনঘাট থানার

পুলিশ, আরপিএফ এবং এলাকার বাসিন্দাদের তল্লাশির পর ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে অর্ণবকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ছেলেকে ফিরে পেয়ে আবেগে কান্নায় ভেঙে পড়েন তার মা। ঘটনাটি পূর্বস্থলীর নাদনঘাট থানার গোয়ালপাড়া এলাকার। জানা গেছে, শুক্রবার দুপুর প্রায় ২টো নাগাদ মায়ের বকাঝকার পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র অর্ণব দাস। বিকেল প্রায় ৫ টা নাগাদ পরিবারের লোকজন তার খোঁজ শুরু করেন। পাড়া-প্রতিবেশীরাও খোঁজাখুঁজিতে সামিল হন। বিষয়টি নাদনঘাট থানার পুলিশকে জানানো হলে পুলিশও দ্রুত তল্লাশি শুরু করে। পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ায় অর্ণবের ছবি দিয়ে তার সন্ধান চাওয়া হয়। অর্ণবের সন্ধানে নাদনঘাট থানার পুলিশ, আরপিএফ এবং এলাকার বাসিন্দারা বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালান। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে খোঁজাখুঁজি চালিয়েও তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। ফলে উদ্বেগ বাড়তে থাকে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। এরই মধ্যে অর্ণবকে খুঁজে পাওয়ার ঘটনায় আসে এক আবেগঘন মোড়। গোয়ালডাঙ্গারি এলাকার বাসিন্দা নিতাই বসাক বেঙ্গালুরুতে কাজ করেন। তাঁর মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তিনি বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। এর আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় অর্ণবের নিখোঁজের ছবি তিনি দেখেছিলেন। অর্ণবও একই গ্রামের বাসিন্দা হওয়ায় ছবিটি তাঁর নজরে ছিল। বাড়ি ফেরার পথে ব্যান্ডেল স্টেশনে একটি বেঞ্চে বসে থাকা একটি শিশুকে দেখে তাঁর সন্দেহ হয়। কাছে গিয়ে দেখেন, সেটি নিখোঁজ অর্ণবই। এরপর কোনওরকম বিলম্ব না করে তিনি অর্ণবকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রগড় রেল স্টেশনে আসেন এবং বিষয়টি নাদনঘাট থানার পুলিশকে জানান। পরে পুলিশের হাতে অর্ণবকে তুলে দেওয়া হয়। মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে নিজের বাড়িতে যাওয়ার পরিবর্তে নিতাই বসাক প্রথমে অর্ণবকে নিরাপদে তার পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর এই মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন এলাকার বাসিন্দারা। অর্ণবকে ফিরে পাওয়ার পর তাকে মায়ের সামনে নিয়ে আসা হলে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েন মা। দীর্ঘ সময় নিখোঁজ থাকার পর সন্তানকে ফিরে পেয়ে স্বস্তি ফিরে আসে গোটা পরিবারে। অর্ণবকে নিরাপদে উদ্ধার করে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ায় নাদনঘাট থানার পুলিশ, আরপিএফ এবং তল্লাশিতে সহযোগিতা করা এলাকার বাসিন্দাদেরও ধন্যবাদ জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। একদিকে পুলিশের তৎপরতা, অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া নিখোঁজের ছবি এবং সর্বোপরি নিতাই বসাকের মানবিক উদ্যোগ- সব মিলিয়ে অর্ণবের নিরাপদে বাড়ি ফেরার ঘটনায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে গোটা গোয়ালপাড়া এলাকায়।

# ছয় মাস ধরে নিখোঁজ মেয়ে, তারাপীঠে মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে বাবা অর্ধেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৯ আগস্ট ঃ প্রায় ছয় মাস ধরে নিখোঁজ একমাত্র মেয়ের সন্ধানে অনবরত দরজায় দরজায় ঘুরছেন এক অসহায় পিতা। থানায় লিখিত অভিযোগ, বিভিন্ন এলাকায় খোঁজাখুঁজি এবং সিআইডি-র হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত মেয়ের কোনো খোঁজ মেলেনি। মেয়ের সন্ধানে দিশেহারা বাবা অর্ধেন্দু সিং এখন মুখ্যমন্ত্রীর মানবিক সাহায্যের আশা নিয়ে তারাপীঠে পৌঁছেছেন। অর্ধেন্দু সিং তাঁর নিখোঁজ মেয়ে অমৃতা সিংয়ের ছবিসহ প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে তারাপীঠে আসেন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মা তারার দর্শনে তারাপীঠে আসছেন-এমন খবর পেয়েই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে মেয়েকে খুঁজে দেওয়ার আকুল আরতি জানাতে এখানে উপস্থিত হন। অর্ধেন্দু সিং বলেন, প্রায় ছয় মাস ধরে আমার মেয়ে নিখোঁজ। সে কোথায় আছে, কেমন আছে, কিছুই জানতে পারছি না। পুলিশের কাছে বারবার গিয়েও সেভাবে কোনো ফল পাইনি। মুখ্যমন্ত্রীর জনতা দরবারে যাওয়ার চেষ্টা করেও পৌঁছাতে পারিনি। বাড়িতে স্ত্রীও অসুস্থ, আর আমি মেয়েকে খুঁজতে অনবরত পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রীকে একটি চিঠি দিয়ে মেয়েকে খুঁজে বের করার আবেদন জানাতে চাই। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, অর্ধেন্দু সিংয়ের মেয়ে অমৃতা সিং গত ১৩ মার্চ থেকে নিখোঁজ। ঘটনার পর সিউড়ি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। মামলার তদন্তে পুলিশের পাশাপাশি সিআইডি-র সাহায্য নেওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত অমৃতার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

**কাটিহার মণ্ডলে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ**

**ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/আরটি৪১-২০২৬/কে/৮৭৬ তারিখঃ ২৬-০৮-২০২৬।** ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **টেণ্ডার সংখ্যা. আরটি৪১-২০২৬/। কাজের নামঃ** (ক) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ "বালুরঘাটে-টাইপ-II (১২ ইউনিট) স্টাফ কোয়ার্টারের নির্মাণ এবং সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক কাজ আদি। বালুরঘাটে (ফেজ-I)" (খ) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ "বালুরঘাটে-টাইপ-II (১২ ইউনিট) স্টাফ কোয়ার্টারের নির্মাণ এবং সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক কাজ আদি। বালুরঘাটে (ফেজ-II)"। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৭৩,০১,০১৭/- টাকা। **বায়না রাশিঃ ১,৪৬,০০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৮-০৯-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/জিএণ্ডসিএইচজি, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

# বিরিয়ানি ছাড়তে হবে না! মেদ ঝরানোর ডায়েটেও চুটিয়ে খান-বাড়িতেই বানান হালকা, স্বাস্থ্যকর বিরিয়ানি

বিরিয়ানি দেখলেই জিভে জল আসে। সুগন্ধি বাসমতী চাল, মশলার ঝাঁজ, নরম মাংস, বেরেস্তা আর ঘি-সব মিলিয়ে বাঙালির কাছে বিরিয়ানি শুধুই খাবার নয়, এক ধরনের আবেগ। কিন্তু ওজন কমানোর চেষ্টা শুরু করলেই প্রথমেই যে খাবারগুলির দিকে সন্দেহের চোখে তাকাতে হয়, বিরিয়ানি তার অন্যতম। ডায়েট করছেন বলে প্রিয় খাবার একেবারে তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে-এমনটা অবশ্য সবসময় সত্যি নয়। বরং রান্নার পদ্ধতি এবং উপকরণে কিছু পরিবর্তন আনলে বাড়িতেই তৈরি করা যেতে পারে তুলনামূলক হালকা বিরিয়ানি। রেস্তোরাঁ বা দোকানের বিরিয়ানিতে সাধারণত চালের পরিমাণ বেশি থাকে। তার সঙ্গে যোগ হয় তেল, ঘি, মাখন বা চর্বিযুক্ত মাংস এবং কখনও অতিরিক্ত নুন। ফলে এক প্লেট বিরিয়ানি সহজেই উচ্চ ক্যালোরির খাবারে পরিণত হতে পারে। নিয়মিত এবং বেশি পরিমাণে এমন খাবার খেলে ওজন বাড়ার পাশাপাশি খাদ্যাভ্যাসের সামগ্রিক ভারসাম্যও নষ্ট হতে পারে। যাঁদের অম্লতা, অ্যাসিড রিফ্লাক্স বা হজমের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত তেল-মশলাদার খাবার অস্বস্তি বাড়াতে পারে। তবে তাই বলে বিরিয়ানি একেবারে নিষিদ্ধ-এমন ধারণাও ঠিক নয়। ওজন কমানোর ক্ষেত্রে কোনও একটি খাবারকে ' বানানোর বদলে সারাদিনে মোট কতটা ক্যালোরি খাওয়া হচ্ছে, খাবারে প্রোটিন ও ফাইবারের পরিমাণ কেমন এবং নিয়মিত শরীরচর্চা হচ্ছে কি না-এসব বিষয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

কম পরিমাণে খান, সঙ্গে রাখুন প্রোটিন ও ফাইবার- ডায়েটে থেকেও বিরিয়ানি খেতে চাইলে প্রথম নিয়ম হতে পারে পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ। বড় প্লেট ভর্তি বিরিয়ানি না নিয়ে তুলনামূলক ছোট পরিমাণ পরিবেশন করুন। শুধু ভাত ও মাংসের উপর নির্ভর না করে সঙ্গে রাখুন স্যালাড, রায়তা এবং প্রয়োজনে একটি সেদ্ধ ডিম। শসা, টম্যাটো, গাজর বা অন্যান্য সবজি যোগ করলে খাবারে ফাইবার বাড়বে এবং পেটও তুলনামূলকভাবে বেশি সময় ভরা থাকবে।

রান্নার পদ্ধতিতেই লুকিয়ে বড় পরিবর্তন- বিরিয়ানিকে হালকা করার অন্যতম উপায় হল রান্নায় ব্যবহৃত তেল ও চর্বির পরিমাণ কমানো। বেরেস্তা তৈরির সময় ডুবো তেলে পেঁয়াজ ভাজার পরিবর্তে এয়ার ফ্রায়ার বা কম তেলে ভাজার

পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। মাংসের ক্ষেত্রেও বিশেষ নজর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। তুলনামূলক কম চর্বিযুক্ত মুরগির মাংস ব্যবহার করলে বিরিয়ানির মোট ফ্যাটের পরিমাণ কমানো সহজ হতে পারে। মাংসের পরিমাণও এমনভাবে নির্ধারণ করা যায় যাতে খাবারে প্রোটিন যথেষ্ট থাকে, কিন্তু অতিরিক্ত ক্যালোরি যোগ না হয়।

যাঁরা মাংস খান না, তাঁরা চিকেনের পরিবর্তে সোয়া চাঙ্ক, টোফু বা পরিমিত পরিমাণ পনির ব্যবহার করতে পারেন। তবে পনিরও ক্যালোরি-সমৃদ্ধ হতে পারে, তাই পরিমাণের দিকে নজর রাখা জরুরি। চালের সঙ্গে সবজির বন্ধুত্ব করুন-বিরিয়ানির মূল আকর্ষণ অবশ্যই চাল। কিন্তু চালের পরিমাণ কমিয়ে তার সঙ্গে বিভিন্ন সবজি যোগ করা যেতে পারে। গাজর, বিনস, মটরশুঁটি, ফুলকপি বা অন্যান্য পছন্দের সবজি খাবারে যোগ করলে একদিকে যেমন ফাইবার বাড়বে, অন্যদিকে খাবারের পরিমাণও বাড়বে-অতিরিক্ত চাল না নিয়েও পেট ভরানো সম্ভব হবে। বিরিয়ানির স্বাদ কিন্তু শুধুমাত্র ঘি বা তেলের উপর নির্ভর করে না। এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ, তেজপাতা, জাফরান, পুদিনা, ধনেপাতা, আদা-রসুন এবং অন্যান্য সুগন্ধি মশলার সঠিক ব্যবহারই খাবারে সেই পরিচিত স্বাদ ও গন্ধ এনে দিতে পারে। ফলে তেল-ঘি কমিয়েও সুস্বাদু বিরিয়ানি বানানো সম্ভব। দোকানের বদলে বাড়ির বিরিয়ানি কেন ভালো? বাড়িতে রান্না করলে কোন উপকরণ কতটা ব্যবহার করছেন, তা নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। তেলের পরিমাণ, নুন, মাংসের ধরন, চালের পরিমাণ-সবকিছু প্রয়োজন অনুযায়ী বদলে নেওয়া যায়। এই নিয়ন্ত্রণটাই ডায়েটের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সুবিধা। তবে ' বিরিয়ানি' মানেই ইচ্ছেমতো খাওয়া যাবে, এমন নয়। স্বাস্থ্যকর উপকরণ ব্যবহার করলেও খাবারের পরিমাণ এবং দিনের মোট ক্যালোরি হিসাব গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি নিয়মিত হাঁটা, ব্যায়াম বা নিজের উপযোগী শারীরিক পরিশ্রমও ওজন নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই মেদ ঝরানোর লক্ষ্যে বিরিয়ানিকে একেবারে শত্রু বানানোর প্রয়োজন নেই। মাঝে মধ্যে পরিমিত পরিমাণে, বাড়িতে তুলনামূলক কম তেল-চর্বি ব্যবহার করে বানানো বিরিয়ানি উপভোগ করা যেতে পারে। স্বাদ হয়তো রেস্তোরাঁর ' বিরিয়ানির মতো হবে না, কিন্তু বিরিয়ানির ক্রেভিং মেটানোর পাশাপাশি খাদ্যাভ্যাসের ভারসাম্যও অনেকটাই বজায় রাখা সম্ভব। অর্থাৎ ডায়েট মানেই প্রিয় খাবারের সঙ্গে বিচ্ছেদ নয়-সঠিক পরিমাণ, উপকরণ ও রান্নার পদ্ধতিই হতে পারে আসল চাবিকাঠি।

# পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশন সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নেটওয়ার্কের অধীনে ১০০ সাইবার সিকিউরিটি সমন্বয় হাসিল করেছে

কলকাতা, ২৯ আগস্টঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতি গীতিকা পান্ডে-র দূরদর্শী দিকনির্দেশনা এবং আসানসোল ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী সংগ্রহ মৌর্য-র নেতৃত্বে, আসানসোল ডিভিশন রেলওয়ে সাইবার সিকিউরিটি পরিকাঠামোয় এক ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন করেছে। আসানসোল ডিভিশন রেলনেট , অসংরক্ষিত টিকিটিং সিস্টেম, এবং ফ্রেইট অপারেশনস ইনফরমেশন সিস্টেম নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত সমস্ত এন্ডপয়েন্টে ১০০ সাইবার সিকিউরিটি সলিউশন সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। এই সাফল্য অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ পরিচালনগত এবং প্রশাসনিক ডিজিটাল পরিকাঠামো সুরক্ষায় একটি প্রধান পদক্ষেপ চিহ্নিত করে। এই সমন্বিত উদ্যোগের অংশ হিসেবে, ফায়ারওয়াল, নেটওয়ার্ক সুইচ এবং সার্ভার সহ প্রধান প্রধান নেটওয়ার্ক ডিভাইসগুলিকে সিকিউরিটি অপারেশনস সেন্টারের কেন্দ্রীভূত লগ সংগ্রাহকের সাথে পুরোপুরি যুক্ত করা হয়েছে। এই পূর্ণাঙ্গ সমন্বয় ডিভিশন জুড়ে পরিচালিত সমস্ত আইটি সম্পত্তি এবং এন্ডপয়েন্টের একটি সম্পূর্ণ ও সমন্বিত চিত্র প্রদান করে। দৃশ্যমানতা এবং লগ একত্রীকরণকে কেন্দ্রীভূত করার মাধ্যমে, পূর্ব রেল রিয়েল-টাইমে সাইবার সুরক্ষার ঝুঁকি আগে থেকেই শনাক্ত করা, ঘটনার দ্রুত প্রতিকার নিশ্চিত করা এবং যাত্রী ও পণ্যবাহী উভয় নেটওয়ার্কের ডিজিটাল কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্ন রাখা নিশ্চিত করেছে।

# ‘দায়রার নতুন পোস্টারঃ ৩১শে আগস্ট ট্রেলার লঞ্চের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত করলেন করিনা কাপুর খান ও পৃথ্বীরাজ সুকুমারন

মুম্বাই, ২৯ আগস্ট ঃ দায়রা’র নির্মাতারা করিনা কাপুর খান ও পৃথ্বীরাজ সুকুমারনকে নিয়ে একটি নতুন পোস্টার প্রকাশ করেছেন। এই পোস্টারটি ক্রাইম থ্রিলারটির এক ঝলক তুলে ধরার পাশাপাশি তাদের চরিত্রগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। ৩১ আগস্ট ছবিটির ট্রেলার লঞ্চ হবে, যা এর কাহিনি নিয়ে ভক্তদের আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। পোস্টারটিতে দেখা যাচ্ছে করিনা কাপুর খান ও পৃথ্বীরাজ সুকুমারন একে অপরের পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের ঘিরে রয়েছে পুলিশের ব্যারিকেড টেপ এবং পটভূমিতে রয়েছে একটি অস্পষ্ট বা আড়াল করা মুখ। এই গভীর ও রহস্যময় পোস্টারটি তাঁদের চরিত্র এবং তাঁদের মধ্যকার সংযোগ নিয়ে নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়। পাশাপাশি, এটি দৃশ্যমান ও গোপন বিষয়ের মধ্যে একটি স্পষ্ট বিভাজনও তৈরি করে। যেহেতু এর

উত্তরগুলো এখনও অজানা, তাই ট্রেইলার লঞ্চের সময় যতই ঘনিয়ে আসছে, ভক্তদের কৌতূহল ততই বাড়ছে। ’দায়রা’ ছবিটি ’জাংলি পিকচার্স’ এবং ’পেন স্টুডিওস’-এর মধ্যে প্রথম যৌথ উদ্যোগ। এর মাধ্যমে ’তলওয়ার’ ও ’রাজি’র পর পরিচালক মেঘনা গুলজার তৃতীয়বারের মতো জাংলি পিকচার্সের সাথে কাজ করতে চলেছেন। এই সিনেমার মাধ্যমেই প্রথমবারের মতো পর্দায় একসঙ্গে দেখা যাবে করিনা কাপুর খান ও পৃথ্বীরাজ সুকুমারনকে। সত্য ঘটনার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারজয়ী নির্মাতা মেঘনা গুলজার এবং এর স্ক্রিনপ্লে লিখেছেন যশ কেসওয়ানি, সীমা আগরওয়াল ও মেঘনা গুলজার। গল্পের অগ্রগতির সাথে সাথে ’দায়রা’ সত্য, ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতার এক গভীর ও জোরালো আখ্যান উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। ছবিটি প্রযোজনা করছেন জাংলি পিকচার্স এবং পেন স্টুডিওস-এর ড. জয়ন্তীলাল গাদা পরিবেশনায় রয়েছে পেন মারুধর ।’দায়রা’ ২০২৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরে সিনেমাএ লঞ্চ হবে। ৩১শে আগস্ট ২০২৬ এ ‘দায়রার’ ট্রেলারটি দেখুন।

# আগামী ২৫ বছর ৫৪৩ আসনই রাখার প্রস্তাব খাড়গের

নয়াদিল্লি,২৮ লোকসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন নিয়ে কেন্দ্রের সম্ভাব্য পদক্ষেপের বিরোধিতা আরও জোরালো করল কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে দাবি জানালেন, আগামী ২৫ বছর লোকসভায় রাজ্যভিত্তিক আসনসংখ্যায় কোনও পরিবর্তন করা যাবে না। পাশাপাশি দেশের নিম্নকক্ষের মোট আসনসংখ্যা ৫৪৩-তেই রাখার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে খা।গে ডিলিমিটেশন নিয়ে কেন্দ্রের সম্ভাব্য উদ্যোগের আগে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার দাবি জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, সরকার যে প্রস্তাব নিয়ে এগোতে চাইছে, তা আগে সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে। প্রস্তাবগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে যথেষ্ট সময়ও দিতে হবে। খাড়গের মূল আপত্তি, ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে কোনও কোনও রাজ্যের লোকসভা আসন কমে গেলে বা অন্য রাজ্যের আসন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেলে সংসদে রাজ্যগুলির রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। বিশেষ করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সফল রাজ্যগুলি ভবিষ্যতে রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে দীর্ঘদিন ধরেই আশঙ্কা প্রকাশ করে আসছে বিরোধী দলগুলি। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস সভাপতির প্রস্তাব, আগামী ২৫ বছর কোনও রাজ্যের জন্য নির্ধারিত লোকসভা আসনের সংখ্যা পরিবর্তন করা যাবে না। অর্থা, রাজ্যভিত্তিক বর্তমান আসনবণ্টনই বহাল রাখতে হবে। শুধু তাই নয়, লোকসভার মোট আসনসংখ্যাও ৫৪৩-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার দাবি জানিয়েছেন তিনি। তবে ডিলিমিটেশন নিয়ে আপত্তির পাশাপাশি মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করার দাবিও সামনে এনেছেন খাড়গে। তাঁর দাবি, ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকেই মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ কার্যকর করতে হবে। তাঁর মতে, মহিলাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আর দেরি করা উচিত নয়। খাড়গে জানিয়েছেন, গত ১৬ জুলাইও একই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু সংসদীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজুর সাম্প্রতিক মন্তব্যের পর ফের বিষয়টি সামনে আনতে বাধ্য হয়েছেন বলে কংগ্রেসের বক্তব্য। ডিলিমিটেশন বিল দ্রুত পাশ করাতে কেন্দ্র যে আগ্রহী, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। বাদল অধিবেশনে বিলটি আনা বা পাশ করানো সম্ভব হয়নি। এর পরেই সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। এই জল্পনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তাঁর বক্তব্য, বাদল অধিবেশন এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়নি। ফলে প্রয়োজন হলে সরকার যে কোনও সময় সংসদ ফের বসাতে পারে। বিশেষ অধিবেশন ডাকা হবে কি না, সেই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিলেও রিজিজুর মন্তব্যে সেই সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া হয়নি। রিজিজুর বক্তব্য ঘিরে বিরোধীদের আশঙ্কা, ফের সংসদ বসিয়ে ডিলিমিটেশন সংক্রান্ত কোনও বিল বা প্রস্তাব সামনে আনতে পারে কেন্দ্র। আর সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে খাড়গে আগেভাগেই সরকারের কাছে আলোচনার দাবি জানিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ১৩ আগস্ট লোকসভা এবং রাজ্যসভা-দুই কক্ষই অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি করা হয়েছিল। সাধারণত এর পর কয়েক দিনের মধ্যেই রাষ্ট্রপতির তরফে অধিবেশন সমাপ্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বাদল অধিবেশন আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়নি। এই বিষয়টিই এখন রাজনৈতিক জল্পনার কেন্দ্রে। কারণ, সংসদীয় প্রথা অনুযায়ী কোনও অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত সেটিকে আইনগত অর্থে শেষ হয়ে যাওয়া অধিবেশন হিসেবে ধরা হয় না। এর আগে বাজেট অধিবেশন ১৮ এপ্রিল শেষ হওয়ার পর ২০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছিল। ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে কিরেন রিজিজুর মন্তব্যকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে বিরোধী শিবির। কংগ্রেসের আশঙ্কা, বাদল অধিবেশনকে আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ না করে প্রয়োজনমতো ফের সংসদ ডেকে ডিলিমিটেশন বিল পেশ করার রাস্তা খোলা রাখতে চাইছে সরকার। এদিকে কংগ্রেসের দাবি, এমন গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত একতরফাভাবে নেওয়া উচিত নয়। সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে আলোচনা করেই ডিলিমিটেশন নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।খা।গে তাঁর চিঠিতে কার্যত স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ডিলিমিটেশনের নামে বর্তমান রাজনৈতিক ভারসাম্য বদলে দেওয়ার কোনও উদ্যোগ মেনে নেবে না কংগ্রেস। তাঁর বার্তা, আগামী ২৫ বছর লোকসভায় ৫৪৩টি আসন এবং রাজ্যভিত্তিক বর্তমান আসনবণ্টন বজায় রাখতে হবে। একই সঙ্গে ২০২৯ থেকেই মহিলাদের এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ কার্যকর করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। ফলে ডিলিমিটেশন ইস্যুতে কেঃদ্র ও বিরোধীদের সংঘাত যে আরও তীব্র হতে চলেছে, খা।গের নতুন চিঠিতে তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে। এখন নজর, কেন্দ্র এই প্রস্তাব ও আপত্তির জবাবে কী পদক্ষেপ করে এবং সংসদের বাদল অধিবেশন শেষ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়, নাকি ফের অধিবেশন ডেকে ডিলিমিটেশন নিয়ে বড় কোনও সিদ্ধান্তের পথে হাঁটে সরকার।

# উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে ক্রীড়া সমিতির তত্ত্বাবধানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন

গোরখপুর, ২৯ আগস্টঃ জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে ক্রীড়া সমিতির তত্ত্বাবধানে সমিতির কর্মকর্তা, খেলোয়াড় এবং কর্মচারীরা মেজর ধ্যান চাঁদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ২৯ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে সৈয়দ মোদী রেলওয়ে স্টেডিয়ামে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে ক্রীড়া সমিতির কর্মকর্তা, তাদের পরিবার এবং খেলোয়াড়কর্মচারীরা মেজর ধ্যান চাঁদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ক্রীড়া সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, এই উপলক্ষে ভারত খেলবে, ভারত জিতবে এই থিমের উপর ভিত্তি করে হকি, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল এবং ভলিবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে ক্রীড়া সমিতির কর্মকর্তা, তাদের পরিবার, খেলোয়াড় এবং কর্মচারীরা উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারা গ্রহণের বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে সক্রিয়ভাবে ক্রীড়ায় অংশ নেন। নারসার সাধারণ সম্পাদক জনাব অক্ষয় মিশ্র, পুরুষ হকি দলের সম্পাদক জনাব নাদিমুল হক, মহিলা হকি দলের সম্পাদক জনাব আদিত্য প্রকাশ, সহকারী ক্রীড়া কর্মকর্তা জনাব চন্দ্র বিজয় সিং এবং নারসার কোচ, ম্যানেজার ও সিনিয়র খেলোয়াড়দের সহযোগিতা ও নির্দেশনায় অনুষ্ঠানটির সফল আয়োজন সম্ভব হয়েছে।

# কংগ্রেসে যোগ দিলেন প্রাক্তন বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক

কলকাতা, ২৯ আগস্টঃ রাজনৈতিক মহলে ফের দলবদলের জল্পনার মধ্যেই কংগ্রেসে যোগ দিলেন বসিরহাট দক্ষিণের প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক ও সমাজকর্মী ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দুর্গাপুর থেকে আরো দশ জন। শনিবার কলকাতার বিধান ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন তিনি। ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাঁকে কংগ্রেসে স্বাগত জানান পশ্চিমবঙ্গের এআইসিসি ইন-চার্জ প্রকাশ জোশি এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এআইসিসি-র সম্পাদক অম্বা প্রসাদ, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পার্থ ভৌমিক, রোহন মিত্র, প্রদেশ কংগ্রেসের মিডিয়া ও প্রচার বিষয়ক চেয়ারপার্সন মিতা চক্রবর্তী-সহ দলের অন্যান্য প্রবীণ নেতা ও কর্মীরা। উল্লেখ্য, ২০২১ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বসিরহাট দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়। চিকিৎসা ক্ষেত্রের পাশাপাশি সমাজকল্যাণ ও জনসেবামূলক কাজেও তাঁর দীর্ঘদিনের ভূমিকা রয়েছে। এদিনের যোগদান কর্মসূচিতে আরও এক উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখা যায়। দুর্গাপুরের তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সন্দীপ নায়কও তাঁর একাধিক অনুগামীকে সঙ্গে নিয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। নতুন যোগদানকারীদের দলীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে স্বাগত জানানো হয়।

# দেহদান নিয়ে নিজের আগের মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

**১- পাতার পর-** বিষয়কে আলাদা করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে বলে তাঁর বক্তব্য। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি মূলত এই দুই বিষয় সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতেই মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর কথায়, কোথাও কোনও ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকতে পারে। দেহদানের প্রয়োজন নেই-এমন কথা তিনি কোনও সময়ই বলেননি বলেও স্পষ্ট করেন।

# এসপ্ল্যানেড থেকে পুরসভা-মেট্রোর যৌথ অভিযান

**১- পাতার পর-** পর্যন্ত জরিমানা করা হতে পারে। এমনকি প্রকাশ্যে থুথু ফেলা বা নোংরা করার ক্ষেত্রেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। অভিযুক্তকে দিয়ে সংশ্লিষ্ট জায়গা পরিষ্কার করানোর পাশাপাশি সেই প্রক্রিয়া ক্যামেরাবঙিক্ত করে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশের মতো কঠোর পদক্ষেপের কথাও জানানো হয়েছে। অভিযানের সূচনায় অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধকে শুধুমাত্র সরকারি কর্মসূচি হিসেবে দেখলে হবে না। এটিকে গণআন্দোলনে পরিণত করতে হবে। বাড়ি, ছাদ, বারান্দা কিংবা টবে যাতে জল জমে না থাকে, সেদিকে প্রত্যেককে নজর দিতে হবে। নিয়মিত জলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার রাখার উপরও গুরুত্ব দেন তিনি। এদিন ফুটপাত দখল নিয়েও বার্তা দেন মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করবেন, কিন্তু পথচারীদের চলাচলের জন্য ফুটপাতের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ জায়গা খালি রাখতে হবে। প্রশাসনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই ‘স্পেশাল ড্রাইভ’ শুধুমাত্র বর্ষাকাল বা নির্দিষ্ট কয়েকদিনের কর্মসূচি হয়ে থাকবে না। আগামী দিনেও বিভিন্ন সরকারি দফতরের সঙ্গে সমন্বয় করে অভিযান চালানো হবে। সেচ দফতর, পূর্ত দফতর-সহ অন্যান্য বিভাগকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় যৌথভাবে কাজ করার পরিকল্পনাও রয়েছে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে জলজমা বন্ধ করা, আবর্জনা নিয়ন্ত্রণ এবং নাগরিক সচেতনতা-এই তিনটি বিষয়কেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের বার্তা স্পষ্ট, ডেঙ্গু রুখতে সরকারি নজরদারির পাশাপাশি নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণই হতে পারে সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ।

# পার্কিং ব্যবস্থায় জোর, নতুন অ্যাপ তৈরির উদ্যোগ সরকারের

**১- পাতার পর**-প্রয়োজনীয় তথ্যও অ্যাপের মাধ্যমে জানানো যেতে পারে বলে প্রশাসনিক মহলে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে পার্কিংয়ের জন্য ইতিমধ্যেই চিহ্নিত জায়গাগুলিতে দ্রুত প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। পুলিশ এবং পুর দফতরের মধ্যে সমন্বয় আরও বাড়িয়ে পার্কিং ব্যবস্থাকে কার্যকর করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের লক্ষ্য, রাস্তার দু’ধারে অপরিকল্পিতভাবে গা।ি রাখার প্রবণতা কমিয়ে নির্দিষ্ট পার্কিং ব্যবস্থার মাধ্যমে শহরের যান চলাচলকে আরও নিয়ন্ত্রিত করা। নতুন অ্যাপ এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে কলকাতা ও শহরতলির দৈনন্দিন যানজট অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে বলে আশা করছে রাজ্য সরকার।

# বজ্রাঘাতে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কুলতলিঃ দুর্যোগের মধ্যেই মাঝ নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে বজ্রপাতে মৃত্যু হল এক মৎস্যজীবীর। শুক্রবার সন্ধ্যায় মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের মাতলা নদীতে। মৃতের নাম মনোরঞ্জন হালদার (৩৪)। তাঁর বাড়ি কুলতলি ব্লকের গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের গায়েনের চক এলাকায়।

**NAME CHANGE**

I, SAMPA BISWAS (old name) D/o-Late Swapan Biswas, W/o Hillol Banerjee presently residing at Basanti Apartment, Rajarhat, Bishnupur, 1 No. Gram Panchayat, Kolkata-700135 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SAMPA BISWAS to SONIA BANERJEE and henceforth I shall be known as SONIA BANERJEE (new name) in all purpose vide an affidavit No. 1708 sworn before in the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata dated 28/08/2026. SAMPA BISWAS and SONIA BANERJEE both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, RAMKRISHNA GUPTA (old name) S/o- Late Mongal Gupta residing at 48, Lock Gate Road, Kolkata-700002 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from RAMKRISHNA GUPTA to RAMKISUN GUPTA and henceforth I shall be known as RAMKISUN GUPTA (new name) in all purpose vide an affidavit No. 18534 sworn before in the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Sealdah dated 29/08/2026. RAMKRISHNA GUPTA and RAMKISUN GUPTA both are same and one identical person.

**NAME CHANGE**

I, SK. SABBIR ALI S/o- Moslem Ali Sha residing at Vill.-Shitalpur, PO & PS- Shyampur, Dist-Howrah, Pin-711314 West Bengal, do hereby declare my & my father's actual name SK. SABBIR ALI S/o- Moslem Ali Sha instead of Sabbir Ali S/o Moslam Ali and henceforth we shall be known as SK. SABBIR ALI S/o- Moslem Ali Sha in all purpose vide an affidavit No. 1550 sworn before in the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Calcutta, dated 27/08/2026. SK. SABBIR ALI S/o- Moslem Ali Sha and Sabbir Ali S/o Moslam Ali all are same and one identical person.

# সংরক্ষণ বাতিলের দাবিতে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে নাড্ডার বৈঠক, কেন্দ্রের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট ঃ জাতিভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে ফের রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হল। সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কেঃদ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডার বৈঠকের পরই কেন্দ্রের অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি উঠেছে। জাতিভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থার পরিবর্তে আর্থিক পরিস্থিতিকে সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণের অন্যতম প্রধান ভিত্তি করার দাবিতে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সরকারের এই আলোচনা ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন রাজনৈতিক চাপানউতোর। গত ২১ আগস্ট দিল্লির যন্তর মন্তরে ‘রিজার্ভেশন হটাও আন্দোলন’-এর পক্ষ থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। আঃদোলনকারীদের মূল দাবি ছিল, সরকারি চাকরি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জাতিগত পরিচয়ের পরিবর্তে একজন ব্যক্তির আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতিকেও গুরুত্ব দেওয়া হোক। পাশাপাশি সংরক্ষিত শ্রেণির মধ্যে তুলনামূলকভাবে সচ্ছল অংশের জন্য ‘ক্রিমি লেয়ার’ নীতির প্রয়োগ আরও কার্যকর করার দাবিও সামনে এসেছে। এই আন্দোলনের পর ২৭ আগস্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডার সঙ্গে আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিদের বৈঠক হয়। বৈঠকে হর্ষ দুবে, রণবাহাদুর সিং চৌহান এবং মৃত্যুঞ্জয় পাঠক-সহ কয়েকজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। বৈঠকের পর নাড্ডা জানান, নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী আঃদোলনকারীদের সঙ্গে ‘সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা’ হয়েছে। ভবিষ্যতেও এই বিষয়ে আরও বৈঠক হতে পারে বলে ইঙ্গিত দেন তিনি। তবে বৈঠকে ঠিক কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে অথবা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে কোনও নির্দিষ্ট আশ্বাস দেওয়া হয়েছে কি না, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু প্রকাশ্যে জানাননি নাড্ডা। আর এখানেই প্রশ্ন তুলেছেন ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র প্রতিষ্ঠাতা ও আহ্বায়ক অভিজিৎ দীপকে। তাঁর বক্তব্য, ২১ আগস্টের আন্দোলন এবং তার দাবিগুলি নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর অবস্থান আরও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠক কেন হল, সেখানে কী আলোচনা হয়েছে এবং সরকার এই দাবিগুলিকে কীভাবে দেখছে-তা সাধারণ মানুষের সামনে পরিষ্কার করা উচিত বলে দাবি করেছেন তিনি। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অবস্থানও প্রকাশ্যে জানানোর দাবি তুলেছেন অভিজি দীপকে। নাড্ডাকে উদ্দেশ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি প্রশ্ন করেন, সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন নিয়ে কেন্দ্রের নীতি কী এবং প্রধানমন্ত্রী এই দাবিগুলিকে কীভাবে দেখছেন, তা দেশের মানুষকে জানানো দরকার। নাড্ডার সঙ্গে আন্দোলনকারীদের বৈঠক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আম আদমি পার্টিও। দিল্লি আপ সভাপতি সৌরভ ভরদ্বাজ সংরক্ষণ ব্যবস্থা পুনর্বিবেচনার দাবির প্রসঙ্গ তুলে কেন্দ্রের অবস্থান স্পষ্ট করার আহ্বান জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে দেশে দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্ক রয়েছে। একদিকে পিছিয়ে থাকা সামাজিক গোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিত্ব ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি রয়েছে, অন্যদিকে সংরক্ষণের সুবিধা নির্ধারণে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়ার দাবিও বিভিন্ন মহল থেকে উঠে আসে। এই পরিস্থিতিতে সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বৈঠক নতুন করে সেই বিতর্ককে সামনে এনে দিয়েছে। তবে বৈঠকের পর কেন্দ্রের পক্ষ থেকে কোনও নীতিগত পরিবর্তনের ঘোষণা হয়নি।

# ধ্যানচাঁদের জন্মদিবসে ক্রীড়া-সংস্কৃতির মেলবন্ধন বালুরঘাটে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বিংশ শতাব্দী ক্লাবের

রতন দে, বালুরঘাট, ২৯ আগস্ট ঃ হকির জাদুকর মেজর ধ্যানচাঁদের ১২১তম জন্মজয়ন্তী ও জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার সকালে ক্রীড়া ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় মাতল বালুরঘাট।

শহরের ঐতিহ্যবাহী বিংশ শতাব্দী ক্লাবের পরিচালনায় ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এদিনের শোভাযাত্রায় ক্লাবের ব্যাডমিন্টন যোগা সংগীত নৃত্য অঙ্কন-সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিভাগের কয়েকশো শিক্ষার্থী অংশ নেয়। তাদের সঙ্গে পা মেলান অভিভাবকরাও। শহরের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও এই শোভাযাত্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেয়। হাতে জাতীয় পতাকা প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার নিয়ে শহরের প্রধান পথ পরিক্রমা করে শোভাযাত্রাটি। ক্লাব সূত্রে জানা গেছে শুধু খেলাধুলাই নয় সুস্থ শরীর ও সুস্থ মনের বিকাশই তাদের লক্ষ্য। তাই ক্রীড়া দিবসের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চেতনার মেলবন্ধন ঘটিয়ে এই উদ্যোগ। অনুষ্ঠানে ক্লাবের সম্পাদক রাজু চৌধুরী বলেন মেজর ধ্যানচাঁদ আমাদের দেশের ক্রীড়া ইতিহাসের গর্ব। তাঁর জন্মদিবসকে জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসেবে পালনের পাশাপাশি খেলো ইন্ডিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নতুন প্রজন্মকে মাঠমুখী করছে। তাদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে তুলতেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। ক্লাবের সভাপতি সুব্রত কুণ্ডু বলেন খেলাধুলা শুধু শরীরচর্চা নয় এটি শৃঙ্খলা ঐক্য ও চরিত্র গঠনের পাঠ দেয়। বিংশ শতাব্দী ক্লাব দীর্ঘদিন ধরে সেই কাজই করে আসছে।

# অনলাইন গেমের নেশার টাকা জোগাড় করতেই শেষ পর্যন্ত খুনের চক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৯ আগস্ট ঃ অনলাইন গেমের নেশায় জড়িয়ে পড়ে তৈরি হয়েছিল টাকার প্রয়োজন। সেই টাকা জোগাড় করতেই শেষ পর্যন্ত খুনের চক্রান্ত! মালদার ইংরেজবাজার শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের গৌড় রোড সংলগ্ন ২ নম্বর গভর্নমেন্ট কলোনি এলাকায় হলুদ ব্যবসায়ী অর্ণব সেন খুনের ঘটনায় এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে পুলিশের তদন্তে। ঘটনায় ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেফতার করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম শুভজিত ঘোষ ও কৌশিক ঘোষ। শুভজিত সম্পর্কে মৃত অর্ণব সেনের আত্মীয়। অন্যদিকে, কৌশিক পেশায় রংমিস্ত্রি। দু'জনেরই বাড়ি ইংরেজবাজার থানার কমলাবাড়ি এলাকায়। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, অনলাইন গেম খেলতে গিয়ে দু'জনেরই টাকার প্রয়োজন তৈরি হয়েছিল। সেই টাকা জোগাড়ের জন্য অর্ণবের কাছে টাকা চাওয়া হয়েছিল বলেও তদন্তে উঠে এসেছে। বৃহস্পতিবার রাতে ওই দু'জন অর্ণব সেনের বাড়িতে যায়। সেখানে গিয়ে তারা চা খাওয়ার পর ব্যবসায়ী তাঁদের বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেন। অভিযোগ, এরপরই আচমকা ধারালো অস্ত্র দিয়ে অর্ণবের উপর হামলা চালানো হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এরপর ঘরের আলমারি ও বিভিন্ন জায়গায় টাকা খোঁজাখুঁজি করে অভিযুক্তরা সেখান থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অর্ণব সেনের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। শুরু হয় তদন্ত। তদন্তে নেমে পুলিশ দু'জনকে গ্রেফতার করে। জেলার পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানান, শুভজিৎ মৃতের আত্মীয়। অনলাইন গেম খেলতে গিয়ে তাদের টাকা ধার হয়েছিল। সেই টাকা চাওয়ার জন্যই তারা রাতে অর্ণবের বাড়িতে যায় বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। এরপর তাঁকে খুন করে ঘরের মধ্যে টাকা খোঁজার চেষ্টা করা হয়। ধৃত দু'জনকে আদালতে পেশ করে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজত চাওয়া হয়েছে। তাঁদের হেফাজতে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। খুনের পিছনে আরও কোনও কারণ বা অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

# জেনারেল ম্যানেজার দ্বারা মরিয়নি জংশন ও যোরহাট টাউন স্টেশন পরিদর্শন

মালিগাঁও, ২৯ আগস্ট ঃ উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব ২৮ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে তিনসুকিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত মরিয়নি জংশন এবং যোরহাট টাউন রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন করেন। উক্ত পরিদর্শনকালে তিনি উভয় স্টেশনের স্টেশন বিল্ডিং,

প্ল্যাটফর্ম, চার্কুলেটিং এরিয়া এবং যাত্রীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পরিদর্শন করেন। জেনারেল ম্যানেজার স্টেশন চৌহদের পরিচ্ছন্নতা, রক্ষণাবেক্ষণ ও সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করেন এবং যাত্রী-সুবিধার যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও আরও উন্নয়নের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন। এছাড়াও তিনি রেলওয়ের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও আধিকারিকদের উপস্থিতিতে যোরহাট টাউনে ০৮ টি নবনির্মিত রেলওয়ে স্টাফ কোয়ার্টারও উদ্বোধন করেন। জেনারেল ম্যানেজার মরিয়নি জংশন ও যোরহাট টাউন রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যের রেলপথে একটি 'উইন্ডো-ট্রেলিং' পরিদর্শনও পরিচালনা করেন এবং এই রুটের রেললাইন, পরিকাঠামো ও উন্নয়নমূলক কাম-কাজের বর্তমান অবস্থার পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি কর্মকর্তাদের সুরক্ষার ওপর মনোযোগ রাখতে এবং ট্রেন চলাচল সুগম ও দক্ষভাবে নিশ্চিত করার পরামর্শ দেন। এই পরিদর্শনটি রেলওয়ের পরিকাঠামো শক্তিশালী করা, যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং সমগ্র নেটওয়ার্ক জুড়ে সুরক্ষিত ও উন্নত ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অব্যাহত প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।

# কুলপিতে তৃণমূল বুথ সভাপতির বাড়ি থেকে ১৮টি বোমা, আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলপি, ২৯ আগস্ট ঃ তৃণমূল বুথ সভাপতির বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ বোমা, আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল কুলপিতে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে কুলপি থানার পুলিশ দৌলতপুর গ্রামে তৃণমূল বুথ সভাপতি মনিরুজ্জামান হালদারের বাড়িতে অভিযান চালায়। পুলিশের দাবি, তল্লাশি চালিয়ে বাড়ি থেকে ১৮টি তাজা বোমা, একটি দেশি তৈরি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ছয় রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।অস্ত্র ও বিস্ফোরক মজুত রাখার অভিযোগে ওই রাতেই মনিরুজ্জামান হালদারকে গ্রেফতার করে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই ওই বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও বিস্ফোরকগুলি কোথা থেকে আনা হয়েছিল, কী উদ্দেশ্যে সেগুলি বাড়িতে রাখা হয়েছিল এবং এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। শনিবার ধৃত তৃণমূল বুথ সভাপতি মনিরুজ্জামান হালদারকে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে পেশ করে কুলপি থানার পুলিশ। তাঁকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও বোমার উস এবং সেগুলি মজুতের উদ্দেশ্য জানতে ধৃতকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় পুলিশ।ঘটনায় ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। এই অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধারের পিছনে কোনও বড় চক্র বা অন্য কারও যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে।

# ইতিহাসকে চাক্ষুষ করতে একসঙ্গে বাড়ি ছাড়লো মুর্শিদাবাদের ৫ কিশোর

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২৯ আগস্ট ঃ ইতিহাসের বইয়ে পড়া হাজারদুয়ারি প্যালেস কখনও চাক্ষুষ দেখেনি। একদা বাংলা-বিহার-ওড়িশার নবাবদের দ্বারা নির্মিত সেই বিখ্যাত প্যালেস চাক্ষুষ করবে বলে একসঙ্গে ঘর ছাড়লো পাঁচ কিশোর। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ডোমকল থানার শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায়। যদিও নিখোঁজ হওয়ার প্রায় ২৪ ঘন্টা পর ওই পাঁচ কিশোরকে ডোমকল থানার পুলিশ মুর্শিদাবাদ থানার পুলিশের সাহায্যে শনিবার বিকাল নাগাদ লালবাগ শহরের হাজারদুয়ারি চত্বর থেকে উদ্ধার করেছে। ওই কিশোরদেরকে ইতিমধ্যে ডোমকল ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার দুপুরে নামাজ পড়ার পর শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দা - মুরসেলিম শেখ, নয়ন শেখ, আল আমিন মন্ডল, তুহিন মোল্লা এবং সুমিত বিশ্বাস নামে পাঁচ কিশোর একসঙ্গে হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায়। পাঁচ কিশোরেরই বয়স ১১ -১৩ বছরের মধ্যে। একই দিনে একের পর এক বাড়ি থেকে কিশোর নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দেয় শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামে। গ্রামের বাসিন্দারাই উদ্যোগ নিয়ে গতকাল বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালান। তবে সারাদিনে ওই কিশোরদের সন্ধান না পেয়ে অবশেষে রাতে নিখোঁজ ৫ কিশোরের পরিবারের সদস্যরা ডোমকল থানার দ্বারস্থ হন। পরিবারগুলোর লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরই ডোমকল থানার পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি শুরু করে। এর পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা শুরু হয়। অবশেষে শনিবার বিকাল নাগাদ মুর্শিদাবাদ থানার পুলিশের সাহায্যে লালবাগের হাজারদুয়ারি চত্বরে ওই ৫ কিশোরের খোঁজ মেলে। উদ্ধার হওয়া ৫ কিশোরকে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে পুলিশ-প্রশাসনের তরফ থেকে। উদ্ধার হওয়া এক কিশোর আল আমিন মন্ডলের মা সাবিনা বিবি বলেন, গতকাল দুপুর নাগাদ আমার ছেলে নামাজ পড়ে বাড়ি ফিরে আসে। এর কিছুক্ষণ পরেই ছেলের বন্ধু নয়ন শেখ তাকে ডেকে নিয়ে যায় খেলা করার জন্য। কিন্তু এরপর থেকেই আমার ছেলের আর কোনও সন্ধান পাইনি। তিনি জানান, এর কিছুক্ষণ পর জানতে পারি আমার ছেলের মতনই এলাকার আরও কয়েকজন বাসিন্দার ছেলেও নিখোঁজ হয়ে গেছে। তুহিন মোল্লার বাবা মহম্মদ মানিক মোল্লা বলেন, শুক্রবার দুপুর দু'টো নাগাদ আমার ছেলে একটি বল নিয়ে বাড়ির পাশে একটি মাঠে খেলা করতে যায়। কিন্তু তারপর সেখান থেকে সে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। যদিও পাঁচ কিশোরের একসঙ্গে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে দেওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে পরিবারগুলোর সদস্যদের মধ্যে। যদিও কী কারনে পাঁচ কিশোর একসঙ্গে বাড়ি ছেড়েছিল তা নিয়ে কারও কাছেই কোনও সদুত্তর উত্তর নেই। উদ্ধার হওয়া কিশোরদের পরিবারের এক সদস্য জানিয়েছেন, সম্ভবত ইতিহাসের বইতে হাজারদুয়ারি প্যালেসের কথা পড়ে তা দেখতে যাওয়ার জন্যই ওরা একসঙ্গে বাড়ি ছেড়েছিল। ডোমকল থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন , নিখোঁজ হওয়ার লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পরই আমরা তদন্ত শুরু করি। এরপর বিভিন্ন সূত্র ধরে ওই পাঁচ কিশোরকে হাজারদুয়ারি চত্বর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। কীভাবে তারা সেখানে গেল , কেন তারা বাড়ি ছেড়েছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

# বজ্রঘাতে ও পরিযায়ী শ্রমিকের অকালমৃত্যুঃ পুরুলিয়ায় শোকস্তব্ধ পরিবারের পাশে প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিরা

শেফালি মাহাতো, পুরুলিয়া, ২৯ আগস্ট ঃ সম্প্রতি পৃথক দুটি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে আর্থিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিল প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। আড়ষা ও বলরামপুর ব্লকে শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির হাতে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল ও সরকারি উদ্যোগের সহায়তার চেক তুলে দেওয়া হয়। বজ্রঘাতে নিহত তরুণী মাঝির পরিবার পেল ৪ লক্ষ টাকা আড়ষা ব্লকের সিরকাবাদ অঞ্চলের জামবাদ গ্রামে বজ্রঘাতে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছিল তরুণী মাঝির। নিহত তরুণী মাঝির স্ত্রী শান্তি মাঝির হাতে ৪ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান করা হয়। এই আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন আড়ষা ব্লকের বিডিও এবং স্থানীয় থানার আইসি । উপস্থিত প্রতিনিধিরা এই কঠিন সময়ে পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে জানান, ভবিষ্যতে যে কোনো প্রয়োজনে তাঁদের পাশে থেকে সব রকম সহযোগিতা করা হবে। ভিন রাজ্যে নিহত ৩ পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে সাহায্য অন্য এক ঘটনায়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হন বলরামপুর ব্লকের তিন পরিযায়ী শ্রমিক- দড়দা গ্রামের বিদ্যাধর সিং সর্দার, ছোটোগাদো গ্রামের পরেশ লায়া এবং নেকড়ে গ্রামের বিভিষণ মাহাত। ঘটনার খবর পেয়ে বলরামপুরের বিধায়ক জলধর মাহাতো রাজ্য সরকারের কাছে ক্ষতিগ্রস্ত

পরিবারগুলির জন্য আর্থিক সহায়তার লিখিত আবেদন জানান। সেই আবেদনের ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী রিলিফ ফান্ড থেকে প্রতিটি পরিবারের জন্য ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করা হয়। মৃত তিন শ্রমিকের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের পরিবারের হাতে ৫ লক্ষ টাকার সহায়তার চেক তুলে দেন বিধায়ক জলধর মাহাতো। উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বলরামপুরের বিডিও কিশোর মণ্ডল।

# আচমকা করাতকলে বন দফতর ও পুলিশের হানা, খতিয়ে দেখা হল লাইসেন্স থেকে কাঠের কাগজপত্র

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২৯ আগস্ট ঃ শনিবার হঠাৎই সাঁকরাইল

ব্লকের একাধিক করাতকলে যৌথ অভিযান চালাল বন দফতর ও পুলিশ। খড়্গপুর বন বিভাগের কলাইকুন্ডা রেঞ্জের উদ্যোগে সাঁকরাইল থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে কুলটিকরী, রোহিনী-সহ ব্লকের বিভিন্ন এলাকার করাতকলে এই অভিযান চালানো হয়। আচমকা বন- পুলিশের হানায় চাঞ্চল্য ছড়ায় করাতকল মালিকদের মধ্যে। এ দিনের অভিযানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশের ডিএসপি (ডিএনটি) শ্রেয়া সরকার, কলাইকুন্ডা রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার প্রণয় সরকার, সাঁকরাইল থানার ওসি সৌমেন সিনহা মহাপাত্র-সহ বন দফতর ও পুলিশের অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীরা। অভিযান চলাকালীন প্রতিটি করাতকলের বৈধ লাইসেন্স রয়েছে কি না, লাইসেন্সের নবীকরণ হয়েছে কি না, মজুত কাঠের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় বৈধ কাগজপত্র রয়েছে কি না-খুঁটিয়ে দেখা হয়। কাঠে সরকারি চিহ্ন বা হামবার রয়েছে কি না, তাও পরীক্ষা করেন আধিকারিকেরা। পাশাপাশি চেরাই কাঠ পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত টলি এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্রও খতিয়ে দেখা হয়। কাঠ পরিবহণের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়মকানুন যথাযথ ভাবে মানা হচ্ছে কি না, সে বিষয়েও নজরদারি চালানো হয়। বন দফতর সূত্রে খবর, অভিযানের সময় কয়েকটি করাতকলে নিয়মের ব্যত্যয় ও কিছু অনিয়ম নজরে এসেছে। সংশ্লিষ্ট করাতকল মালিকদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বেআইনি কোনও কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্কও করা হয়েছে তাঁদের। বন দফতর ও পুলিশ সূত্রের খবর, শনিবারের এই অভিযানকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে না। আগামী দিনেও সাঁকরাইল ব্লকের বিভিন্ন করাতকলে ধারাবাহিক ভাবে যৌথ নজরদারি ও অভিযান চালানো হবে। বেআইনি কাঠের কারবার কিংবা নিয়মবহির্ভূত ভাবে করাতকল চালানোর অভিযোগ সামনে এলে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে বন দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে।

# অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের কার্যালয় দখলের অভিযোগ, বাড়িওয়ালার আইনি নোটিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ আগস্ট ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের কার্যালয়কে কেন্দ্র করে বিতর্ক আরও জোরালো হচ্ছে। বেআইনি তোরণ বা হোর্ডিং বিতর্কের পর এবার ওই ভবনের দুটি তলা দখল করে রাখার অভিযোগ সামনে এসেছে। বাড়িওয়ালা পক্ষের দাবি, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ভবনের অংশে অন্যায়ভাবে অধিকার বজায় রাখা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ৯ নম্বর ক্যামাক স্ট্রিটে অবস্থিত এই ভবনটি ২০২০ সালে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বাড়িওয়ালা রমা গোয়েঙ্কার কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। বাড়িওয়ালা পক্ষের অভিযোগ, ভাড়া চুক্তিতে নির্ধারিত শর্তাবলী মানা হয়নি। পাশাপাশি রাজনৈতিক

প্রভাব ব্যবহার করে ভবনের দুটি তলা দখল করে রাখা হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়েছে। বাড়িওয়ালা পক্ষের আরও দাবি, ভবনে কিছু পরিবর্তন ও নির্মাণকাজের জন্য অনুমতিপত্র ও শংসাপত্র সংক্রান্ত বিষয়ে একাধিকবার অনুরোধ জানানো হলেও সেদিকে কোনো নজর দেওয়া হয়নি। এমনকি বাড়িওয়ালাকে না জানিয়ে ভবনে বেআইনি হোর্ডিং টানানো হয়েছে বলেও অভিযোগ। জানা গেছে, ২০২০ সালের ভাড়ার চুক্তিতে বর্তমানে জেলবন্দি তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তী স্বাক্ষর করেছিলেন। এই বিষয়ে বাড়িওয়ালা পক্ষের তরফে ইতিমধ্যেই একটি আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, ক্যামাক স্ট্রিটে অবস্থিত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যালয়ে লাগানো হোর্ডিং সরানো নিয়ে গত বৃহস্পতিবার ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়। কলকাতা পুরসভার আধিকারিকরা যখন বেআইনি হোর্ডিং সরাতে পৌঁছান, তখন কার্যালয়ের নিরাপত্তাকর্মী ও পুলিশের সঙ্গে বচসা ও সংঘর্ষ বাঁধে। এই ঘটনার পর পুলিশ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় পুলিশের অপরাধ দমন শাখা তৌফিক নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী, সে-ও এই ঘটনায় যুক্ত ছিল। এই মামলায় এ পর্যন্ত মোট ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে। কলকাতা পুরসভার বক্তব্য ছিল, ক্যামাক স্ট্রিট কার্যালয়ের ভবনে লাগানো হোর্ডিংটি সম্পূর্ণ বেআইনি এবং তা সরানো আবশ্যক। যদিও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই দাবি মেনে নেননি। পরে পুরসভার কর্মীরা ভবনের ছাদে উঠে তৃণমূলের হোর্ডিংটি খুলে দেন। তবে পুর আধিকারিকরা সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর সন্ধ্যায় পুনরায় তৃণমূলের হোর্ডিং ঝুলিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে। হোর্ডিং বিতর্কের পর এবার সেই কার্যালয় সংক্রান্ত ভবন দখলের অভিযোগ সামনে আসায় গোটা বিষয়টি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

# লাগামহীন চিনির মূল্যবৃদ্ধির জেরে সমস্যায় বাতাসা-মিছরি কারবারিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৯ আগস্ট ঃ চিনির লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির জেরে চরম সংকটের মুখে পড়েছেন বাতাসা, নকুলদানা ও মিছরি প্রস্তুতকারকরা। কাঁচামালের দাম বাড়লেও সেই অনুপাতে বাড়েনি তৈরি পণ্যের দাম। ফলে উৎপাদন খরচ সামলাতে গিয়ে কার্যত নামমাত্র লাভে, কোথাও বা লোকসানে ব্যবসা চালাতে হচ্ছে বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীদের। সামনে বিশ্বকর্মা পুজো, দুর্গাপুজোর মতো বড় ধর্মীয় উৎসব। উৎসবের মরশুমে চাহিদা বাড়লেও ব্যবসায়ীরা আদৌ পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন কি না, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়। প্রায় ৪০ বছর ধরে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী শুভাশিস পাল জানান, বর্তমানে চিনির দাম প্রায় ৬৭ টাকা কেজিতে পৌঁছে গিয়েছে। অথচ সেই চিনি দিয়ে তৈরি বাতাসা পাইকারি বাজারে বিক্রি করতে হচ্ছে মাত্র ৭৫ টাকা কেজি দরে। উৎপাদন খরচ, শ্রমিকের মজুরি, জ্বালানি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বাদ দিলে কেজি পিছু লাভ থাকছে মাত্র দুই-তিন টাকা। অনেক সময় লোকসানেও পণ্য বিক্রি করতে হচ্ছে বলে দাবি তাঁর। ব্যবসায়ীদের দাবি, শুধু চিনির দামই নয়, বাতাসা ও মিছরি তৈরিতে ব্যবহৃত অন্যান্য কাঁচামাল এবং প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রের দামও গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। চিনির দাম কেজিতে প্রায় ২৫ টাকা বাড়লেও বাজারে বাতাসার দাম তাঁরা বাড়াতে পেরেছেন মাত্র ১৫ থেকে ২০ টাকা। ফলে উৎপাদন খরচ এবং বিক্রয়মূল্যের মধ্যে তৈরি হয়েছে ব।স। ফারাক। বর্তমানে পাইকারি বাজারে বাতাসা প্রায় ৭৫ টাকা এবং এক নম্বর মিছরি ৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। খুচরো বাজারে সেই পণ্য ৮৫ থেকে ৯০ টাকা কেজি পর্যন্ত বিক্রি হলেও ব্যবসায়ীদের দাবি, তাতেও তাঁদের প্রত্যাশিত লাভ হচ্ছে না। আগামী দিনে চিনির দাম আরও বাড়লে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী এই পেশার সঙ্গে বহু পরিবার জড়িয়ে রয়েছে। উৎপাদন খরচের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পণ্যের দাম না বাড়লে ব্যবসা টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। বিশ্বকর্মা পুজো থেকে দুর্গাপুজো-পরপর বড় উৎসবের আগে তাই চিনির মূল্যবৃদ্ধি তাঁদের কাছে কার্যত নতুন সংকটের বার্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

# উজালা গ্যাসের কালোবাজারির অভিযোগে অভিযান, উদ্ধার ১৩০ সিলিন্ডার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৯ আগস্ট ঃ সাধারণ উপভোক্তাদের জন্য বরাদ্দ উজালা প্রকল্পের গ্যাস কালোবাজারিতে বিক্রির অভিযোগে শনিবার ঝাড়গ্রাম শহরে অভিযান চালিয়ে বিপুল সংখ্যক গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার করল পুলিশ। শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে মোট ১৩০টি গ্যাস সিলিন্ডারের পাশাপাশি ৫৪টিরও বেশি গ্যাসের বই উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করেছে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ উঠছিল, উজালা প্রকল্পের আওতায় সাধারণ উপভোক্তাদের জন্য বরাদ্দ গ্যাস সিলিন্ডারের একটি অংশ প্রকৃত গ্রাহকদের হাতে পৌঁছনোর পরিবর্তে মোটা টাকার বিনিময়ে বাজার, বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং রেস্তোরাঁয় বিক্রি করা হচ্ছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। ঝাড়গ্রাম থানার আইসি উদয়শঙ্কর ঘোষের নেতৃত্বে পুলিশ শহরের একাধিক এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায়। সেই অভিযানেই উদ্ধার হয় ১৩০টি গ্যাস সিলিন্ডার এবং ৫৪টিরও বেশি গ্যাসের বই। ঘটনায় গ্রেফতার ৩জন।

# জেল থেকে মোবাইল-সহ বিপুল ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম উদ্ধার, মিলল টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ আগস্ট ঃ প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের ভিতর থেকে মোবাইল ফোন-সহ একাধিক বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এবার জেলবন্দি আফতাব আহমেদ আনসারির সেলে তল্লাশি চালিয়ে তিনটি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে বলে অভিযোগ। শুধু মোবাইল ফোন নয়, তার সেল থেকে নগদ ৩১ হাজার টাকাও উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কারা কর্তৃপক্ষের তরফে হেস্টিংস থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আফতাব আহমেদ আনসারি আমেরিকান সেন্টারে হামলার ঘটনায় মূলচক্রী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত। প্রথমে আদালত তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছিল। পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্ট সেই সাজা পুনর্বিবেচনা করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। বর্তমানে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারেই বন্দি রয়েছেন আফতাব। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি গোয়েন্দা পুলিশের কাছে খবর আসে যে জেলের সেলের ভিতর থেকেই মোবাইল ফোনে কথা বলছেন আফতাব। শুধু ফোনে কথাবার্তা নয়, তিনি নিয়মিত ইন্টারনেটও ব্যবহার করছেন বলে পুলিশের কাছে তথ্য আসে। সেই খবরের ভিত্তিতেই তাঁর সেলে নজরদারি বাড়ানো হয়। এরপর পুলিশি সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের ১৪ নম্বর সেলে তল্লাশি চালান কারা আধিকারিকরা। আফতাবের জামাকাপড়, বিছানাপত্র-সহ সেলের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়। সেখান থেকেই উদ্ধার হয় তিনটি মোবাইল ফোন। পাশাপাশি দুটি রাউটার, ওয়াইফাই সংক্রান্ত যন্ত্র, দুটি কার্ড রিডার, একটি পেন ড্রাইভ এবং ইয়ারফোনও পাওয়া যায় বলে জানা গিয়েছে। তল্লাশির সময় নগদ টাকাও উদ্ধার হয়।

**Officer of the Executive Officer**
**Arambagh Panchayat Samity**
**Arambagh Hooghly**
**Notice Inviting E-Tender**
E-Tender is invited vide NIT no. WB/HG/ARM/EO/15 TH FC/26-27 Dt-25-08-2026. For details please visit https:// etender.wb.nic.in
Sd/-
Executive Officer
Arambagh Panchayat Samity

**OFFICE OF THE KUMURGANJ GRAM PANCHAYAT**
VILL.- MASIDBERA, P.O.- BHURKUNDA, DIST.- HOOGHLY, PIN CODE 712611
e-mail: gp.g2.kumarganj@gmail.com
**NOTICE INVITING e-TENDER**
e-Tender Notice are invited vide NIT No.: 04/KUMGP/15th FC/2026 (Scheme: 8 nos Construction of PCC ROAD), Dated 24.08.2026., 05/ KUMGP/15th FC/2026 (Scheme: 4 nos Construction of PCC ROAD), Dated 25.08.2026. Closing Date (Online): 31.08.2026 (13.00 hrs). and 06/KUMGP/15th FC/2026 (Scheme: 6 nos Construction of CC Drain), Dated 26.08.2026.Bid Closing Date (Online): 04.09.2026 (13.00 hrs). Please look for details on **www.tenders.wb.gov.in** & undersigned GP Office.
Thanking You.
Sd/-
Pradhan
Kumarganj Gram Panchayat

**আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ**
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ **50/W-2/APDJ, তারিখঃ 27-08-2026**। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** 13-AP-III-2026। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/এমবিজেড- এর অধিক্ষেত্রে অধীনে শিবক-বাগ্রাকোট সেকশনের মধ্যে কেএম ৩৮/০-১-এ জমে থাকা জল নিষ্কাশনের জন্য ১×৪.০০ এম স্প্যান বক্স টাইপের মাইনর ব্রিজ নির্মাণ। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৯৩,৮১,৪৯৭.৪৭ টাকা; বায়নার ধনঃ ৭,৮৭,৬০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৮-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ১৮-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৮-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টাপর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
**উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**CORRIGENDUM**
This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No-WBDKM/Admin/SUPL/e-001/2026-27 & Tender ID-2026_MAD_5018468_1**
Bid Submission closing date (Online)- **05/09/2026** instated of **27/08/2026** and Bid Submission opening date (Online)- **07/09/2026 instated of 29/08/2026** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.
**Sd/-Administrator**
**Dankuni Municipality**

**ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস লিমিটেড**
CIN:-L50500WB1964PLC026053
রেজিড. অফিসঃ ৭সি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, থানা- শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা ৭০০০১৭
টেলিফোন নম্বরঃ০৩৩-৪০৬৬৮০৭২, ই-মেইলঃ foundryfuel@gmail.com,
ওয়েবসাইটঃ www.foundryfuel.co.in
**ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধের জন্য নতুন করে জমা দেওয়া বা পুনরায় জমা দেওয়ার বিষয়ে শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি (দ্বিতীয় তাগিদপত্র)**
৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সেবি -র নতুন সার্কুলার নং. HO/38/ 13/ 11(2) 2026-MIRSD-POD/ 1/ 3750/ 2026-এর পরিপ্রেক্ষিতে শেয়ারহোল্ডারদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিনিয়োগ প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ (কাগজের শেয়ার)-এর হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা বা 'স্পেশাল উইন্ডো' চালু করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাটি মূলতঃ ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে কেনা-বেচা ও সম্পাদিত শেয়ারের নতুন করে জমা এবং ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে জমা দেওয়া অথচ নথিপত্র বা প্রক্রিয়াজনিত ত্রুটি কিংবা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত / ফেরত বা অনিষ্পন্ন থাকা ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের আবেদন পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।
উল্লিখিত বিশেষ ব্যবস্থাটি ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে চালু করা হয়েছে এবং এটি ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এই প্রক্রিয়ায় হস্তান্তরিত শেয়ারগুলো আবশ্যিকভাবে শুধুমাত্র 'ডিমেট' পদ্ধতিতে গ্রহীতার অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে এবং আরটিএ বা কোম্পানি কর্তৃক নিবন্ধনের তারিখ থেকে ১ (এক) বছরের 'লক-ইন' বা বিধিনিষেধের মেয়াদের আওতাভুক্ত থাকবে অর্থাৎ, এই মেয়াদের মধ্যে শেয়ারগুলো অন্য কাউকে হস্তান্তর, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে চিহ্নিত বা বন্ধক রাখা যাবে না।
যেহেতু কোম্পানি বা আরটিএ-র কাছে সমস্ত নথিপত্র সঠিক ও যথাযথ বলে বিবেচিত হওয়ার পর হস্তান্তরিত শেয়ারগুলো শুধুমাত্র 'ডিমেট' পদ্ধতিতেই ইস্যু করা হবে, তাই গ্রহীতাকে অবশ্যই একটি ডিমেট অ্যাকাউন্টের মালিক হতে হবে। কোম্পানি বা আরটিএ-র কাছে হস্তান্তরের জন্য নথিপত্র জমা দেওয়ার সময় নিম্নলিখিত নথিপত্রগুলো অবশ্যই দাখিল করতে হবেঃ (ক) মূল শেয়ার সার্টিফিকেট (খ) ১লা এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে সম্পাদিত শেয়ার হস্তান্তর দলিল (গ) শেয়ার ক্রয়ের প্রমাণপত্র (ঘ) কেওয়াইসি সংক্রান্ত নথিপত্র (ঙ) ডিপি দ্বারা যথাযথভাবে সত্যায়িত সর্বশেষ 'ক্লায়েন্ট মাস্টার লিস্ট' বা সিএমএল -যা ২ মাসের বেশি পুরনো হওয়া চলবে না এবং (চ) কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ নির্ধারিত ফরম্যাট অনুযায়ী 'আন্ডারটেকিং কাম ইনডেমনিটি' বা অঙ্গীকারনামা ও ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র।
যোগ্য শেয়ারহোল্ডারগণ আরও সহায়তার জন্য কোম্পানির সাথে অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট -অর্থাৎ 'নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড' -এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যোগাযোগ করা যাবে nichetechpl@nichetechpl.com ইমেইল ঠিকানায় অথবা ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, সপ্তম তলা, কক্ষ নং ৭এ ও ৭বি, কলকাতা-৭০০০১৭ ঠিকানায় এবং (০৩৩) ২২৮০ ৬৬১৬ /৬৬১৭/ ৬৬১৮ টেলিফোন নম্বরে এছাড়া কোম্পানির সাথে foundryfuel@gmail.com ইমেইল ঠিকানাতেও যোগাযোগ করা যেতে পারে।
ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস লিমিটেড-এর পক্ষে,
স্বাক্ষর /-(ওম প্রকাশ ওঝা)
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৯.০৮.২০২৬

**তিনসুকিয়া মণ্ডলে পার্কিং ঠিকা এবং পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম**
তিনসুকিয়া মণ্ডলে পার্কিং ঠিকা এবং পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১০৯৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. টিএসকে-পার্ক-পিইউ-০১

| এসইকিউ সংখ্যা. | এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী | বিবরণ |
|---|---|---|
| এএ/১ | পার্কিং-টিএসকে-ডিবিআরজি-এমএক্স-৪৯-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড) | তিনসুকিয়া মণ্ডলের ডিব্রুগড় রেলওয়ে ষ্টেশনের পার্কিং ঠিকার স্থানে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট। |
| এএ/২ | পার্কিং-টিএসকে-এসআরটিএন-এমএক্স-৩৬-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড) | তিনসুকিয়া মণ্ডলের শিবসাগর টাউনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট। (স্ট্যাণ্ড-II) |
| এএ/৩ | পার্কিং-টিএসকে-জিওএম-এমএক্স-৫০-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড) | তিনসুকিয়া মণ্ডলের গোগামুখ রেলওয়ে ষ্টেশনের পার্কিং স্থানে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট। |
| এএ/৪ | পার্কিং-টিএসকে-ডিএমসি-এমএক্স-৪৮-২৫-২ (পার্কিং-মিক্সড) | তিনসুকিয়া মণ্ডলের ধেমাজি রেলওয়ে ষ্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট। |
| এএ/৫ | পার্কিং-টিএসকে-বিএফডি-এমএক্স-৫২-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড) | তিনসুকিয়া মণ্ডলের বরহাটে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট। |
| এএ/৬ | পার্কিং-টিএসকে-ডিবিআরটি-এমএক্স-১-২৬-২ (পার্কিং-মিক্সড) | তিনসুকিয়া মণ্ডলের ডিব্রুগড় টাউন রেলওয়ে ষ্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট। |
| বিএ/১ | পিএনইউ-টিএসকে-এফকেজি-টিওআই-১-২৬-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট) | ফরকাটিং জংশন রেলওয়ে ষ্টেশনে ৩ (তিন) বৎসরের জন্যে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের ঠিকা। |
| বিএ/২ | পিএনইউ-টিএসকে-এনএলপি-টিওআই-৯- ২৫-২ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট) | নর্থ লখিমপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় পে এণ্ড ইউজ টয়লেট ঠিকার লীজিং। |

**নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৯-০৯-২০২৬ তারিখে **১১.০০** ঘন্টায় **এবং বন্ধ হবেঃ ১২.৪০** ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
**টোকাঃ** বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।
জ্যেষ্ঠ মণ্ডল বাণিজ্য প্রবন্ধক, তিনসুকিয়া
**উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

# রেলওয়েকে হারিয়ে কলকাতা লিগে সুপার সিক্সের আরও কাছে মোহনবাগান

**মোহনবাগান ৩-১ রেলওয়ে এফসি**
**গোল ঃ মনবীর সিং, রবিলাল, সুহেল। উমেশ মারান্ডি**

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৯ আগস্ট ঃ ডুরান্ড কাপ ফাইনালের ডার্বি হারের হতাশা ভুলে কলকাতা লিগে দুরন্ত ছন্দে ফিরেছে মোহনবাগান। জর্জ টেলিগ্রাফকে ৬-০ গোলে উড়িয়ে দেওয়ার পর এবার রেলওয়ে এফসির বিরুদ্ধেও জয় তুলে নিল সবুজ-মেরুন। শনিবার ঘরের মাঠে প্রথমে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত ৩-১ গোলে জিতে সুপার সিক্সের দৌড়ে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করলেন বাস্তব রায়ের ছেলেরা। সুপার সিক্সে জায়গা করে নেওয়ার লড়াইয়ে এই ম্যাচে জয় ছাড়া অন্য কোনও ফল কার্যত গ্রহণযোগ্য ছিল না মোহনবাগানের কাছে। অন্যদিকে রেলওয়ে এফসিও সহজে জমি ছাড়তে রাজি ছিল না। ফলে শুরু থেকেই ম্যাচে ছিল যথেষ্ট উত্তেজনা। রেলওয়ের জমাট রক্ষণ ভাঙতে বেশ কয়েকবার সমস্যায় পড়তে হয় মোহনবাগান আক্রমণভাগকে। কলকাতা লিগে সিনিয়র দলের ফুটবলারদের নিয়মিত খেলাচ্ছে মোহনবাগান। শনিবারও মাঠে ছিলেন মনবীর সিং এবং সাহাল আবদুল সামাদ। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কিয়ান নাসিরির মতো সিনিয়র দলের আরও এক ফুটবলার। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে দেখা যায় সবুজ-মেরুনকে। দ্বিতীয় মিনিটেই ডানদিক থেকে কিয়ানের বাড়ানো ক্রস মনবীরের কাছে পৌঁছয়নি। কয়েক মিনিট পর বাঁদিক দিয়ে বক্সে ঢোকার চেষ্টা করেন মনবীর, কিন্তু রেলওয়ের রক্ষণ তাঁকে আটকে দেয়। উল্টো দিকে রেলওয়েও সুযোগ তৈরি করেছিল। দূরপাল্লার শট ধরার বদলে মোহনবাগান গোলকিপারের চেস্ট ট্যাপ কিছুটা বিপদ ডেকে আনতে পারত। যদিও শেষ পর্যন্ত গোল হয়নি। ১৪ মিনিটে কিয়ান নাসিরির শট রুখে দেন রেলওয়ে গোলকিপার সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮ মিনিটে সাহাল আবদুল সামাদের হেড অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এরপর ২০ মিনিটের মধ্যে পরপর দু'টি সুযোগ তৈরি করে মোহনবাগান। একটি ক্ষেত্রে তো রেলওয়ের রক্ষণ গোললাইন থেকে বল ক্লিয়ার করে। রেলওয়ের গোলকিপার সুদীপ্ত যেন একাই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। ২৮ মিনিটে বক্সের মধ্যে কিয়ান নাসিরিও সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। একের পর এক আক্রমণ সামলাতে ব্যস্ত রেলওয়ে ডিফেন্স। ৩২ মিনিটে কিয়ানের লে-অফও বিপদমুক্ত করেন রেলওয়ে অধিনায়ক অভিষেক আইচ। তবে এত আক্রমণের পরও প্রথমে গোল পেয়ে যায় রেলওয়ে। ৪১ মিনিটে খেলার গতির সম্পূর্ণ বিপরীতে উমেশ মারান্ডির গোলে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় তারা। হঠাৎ গোল খেয়ে কিছুটা চাপে পড়ে গেলেও দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায় মোহনবাগান। বিরতির ঠিক আগে পেনাল্টি পায় সবুজ-মেরুন। স্পটকিক থেকে কোনও ভুল করেননি মনবীর সিং। তাঁর গোলে ১-১ সমতায় ফিরে বিরতিতে যায় দুই দল। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে নিজেদের হাতে তুলে নেয় মোহনবাগান। আক্রমণের ধার আরও বাড়িয়ে রেলওয়ের রক্ষণে চাপ তৈরি করতে থাকে তারা। শেষ পর্যন্ত সেই চাপ থেকেই আসে আরও দুই গোল। রবিলাল ও সুহেলের গোলে ম্যাচ নিজেদের দখলে নেয় সবুজ-মেরুন। শেষ পর্যন্ত ৩-১ ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে মোহনবাগান। ৯ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে কলকাতা লিগের পয়েন্ট তালিকায় সুপার সিক্সের আরও কাছে পৌঁছে গেল মেরিনার্সরা। ডুরান্ডের হতাশার পর কলকাতা লিগে টানা দুই জয় যে দলকে আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে, এই ম্যাচের প্রত্যাবর্তন তারই প্রমাণ।

# লোধা আইন মানা হবে কি না, সিএবি ভোটে তুঙ্গে বিতর্ক!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৯ আগস্ট ঃ আসন্ন ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি) নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই নতুন করে সামনে এসেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি প্রশ্ন। সত্তরোর্ধ্ব ব্যক্তি কিংবা কোনও সংস্থায় ন'বছরের প্রশাসনিক মেয়াদ পূর্ণ করে ফেলা ব্যক্তিরা, যাঁরা লোধা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পদাধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারেন, তাঁরা কি সিএবি নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন? বার্ষিক সাধারণ সভায় কোনও সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবেও কি তাঁদের অংশগ্রহণের অধিকার থাকবে? আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর সিএবি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু নির্বাচনের আগে প্রতিনিধিত্বের নিয়ম নিয়েই শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। মঙ্গলবার এই বিষয়টি নিয়ে বঙ্গ ক্রিকেটের অন্দরে শাসক ও বিরোধী দুই শিবিরের মধ্যে যুক্তি-পাল্টা যুক্তির লড়াই শুরু হয়। সিএবির শাসকগোষ্ঠীর বক্তব্য, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এবং সিএবির সংবিধান এক নয়। দুই সংস্থার নিজস্ব সংবিধান রয়েছে এবং সিএবি সংবিধানে এমন কোনও স্পষ্ট নির্দেশ নেই যে, সত্তর বছর পেরিয়ে গেলে কোনও ব্যক্তি বার্ষিক সাধারণ সভায় সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থাকতে পারবেন না। একইভাবে, কোনও ব্যক্তি প্রশাসনিক পদে ন'বছর কাটিয়ে ফেললেই তাঁর ভোটাধিকার চলে যাবে-এমন কথাও সিএবি সংবিধানে নেই বলে দাবি শাসক শিবিরের। শাসকগোষ্ঠীর আরও যুক্তি, লোধা কমিটির সুপারিশ কার্যকর হওয়ার পরেও সিএবিতে নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা হয়েছে। সেই সময় প্রতিনিধিদের বয়স বা প্রশাসনিক মেয়াদ নিয়ে কোনও আপত্তি তোলা হয়নি। তাহলে এতদিন পর হঠাৎ করে এই প্রশ্ন কেন উঠছে, তা নিয়েও পাল্টা প্রশ্ন তুলেছে তারা। শাসক শিবিরের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, দেশের কোনও আইনেই সত্তরোর্ধ্ব নাগরিকের ভোট দেওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা নেই। তাই শুধুমাত্র বয়সের কারণে কোনও ব্যক্তির ভোটাধিকার বাতিল করা যায় না।

## স্পনসরের খোঁজে 'খরা' বিসিসিআইয়ে!

# ডেডলাইন পেরিয়েও নেই দরদাতা, গিল-শ্রেয়সদের জার্সিতে নতুন নাম কবে?

মুম্বই, ২৮ আগস্ট ঃ কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ও বিপুল আয়ের অধিকারী ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।

অথচ ভারতীয় দলের হোম সিরিজের জন্য নতুন স্পনসর খুঁজতে গিয়ে কার্যত সমস্যায় প।ছে বিসিসিআই। নির্ধারিত দরপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরও এখনও কোনও সংস্থা এগিয়ে আসেনি বলে খবর। ফলে শুভমন গিল, শ্রেয়স আইয়ারদের জার্সির মূল স্পনসর নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। বর্তমানে ভারতীয় দলের জার্সিতে টায়ার প্রস্তুতকারক সংস্থার নাম দেখা যাচ্ছে। তবে সেটি দলের মূল কিট স্পনসর নয়। হোম সিরিজের ক্ষেত্রে আলাদা টাইটেল স্পনসরের প্রয়োজন রয়েছে বিসিসিআইয়ের। অতীতে এই জায়গায় বিভিন্ন বড় সংস্থার নাম দেখা গিয়েছে। কিন্তু এবার সেই জায়গা পূরণ করতেই হিমশিম খাচ্ছে বোর্ড। নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও কোনও দরদাতা না মেলায় প্রশ্ন উঠছে, হঠাৎ করে ভারতীয় ক্রিকেটের মতো অত্যন্ত জনপ্রিয় ও বাণিজ্যিকভাবে শক্তিশালী একটি ব্র্যান্ডের জন্য স্পনসর পেতে সমস্যা হচ্ছে কেন? বিসিসিআই ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি বড় সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে বলে খবর। সম্ভাব্য আগ্রহী সংস্থার তালিকায় রয়েছে গুগল জেমিনি, এসবিআই লাইফ, আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক এবং স্পিনির মতো নাম। কিন্তু আলোচনা এখনও চূড়ান্ত চুক্তির পর্যায়ে পৌঁছয়নি। এর পিছনে অন্যতম কারণ হতে পারে বিসিসিআইয়ের কঠোর স্পনসরশিপ নীতি। নির্দিষ্ট কয়েকটি শিল্পক্ষেত্রের সংস্থাকে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় না। মদ, তামাকজাত পণ্য এবং বেটিং সংস্থার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ রয়েছে বোর্ডের। এর আগে এই নীতির কারণেই ড্রিম ১১-এর সঙ্গে বিসিসিআইয়ের চুক্তি বাতিল হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এবারের দরপত্রে আরও কিছু ক্ষেত্রকে বাদ রাখা হয়েছে। টায়ার, রং এবং ক্রীড়া সামগ্রী প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকে নিলাম প্রক্রিয়ার বাইরে রাখা হয়েছে। এর ফলে বর্তমান সংশ্লিষ্ট স্পনসরদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছে বোর্ড।

# সাজঘর নেই, ৫০০ মিটার দূরে শৌচাগার! এশিয়ান গেমসে শ্রেয়স-হরমনদের পাঠাবে না বিসিসিআই?

নয়াদিল্লি,২৯ আগস্ট ঃ এশিয়ান গেমসে কি ভারতীয় ক্রিকেট দলের তারকা ক্রিকেটারদের দেখা যাবে না? শ্রেয়স আইয়ার, ঈশান কিষান, বৈভব সূর্যবংশী থেকে শুরু করে স্মৃতি মন্ধানা, হরমনপ্রীত কৌর, রিচা ঘোষ-প্রথম সারির ক্রিকেটারদের নিয়েই দল ঘোষণা করেছে ভারত। কিন্তু টুর্নামেন্ট' শুরুর আগে তৈরি হয়েছে বড়সড় অনিশ্চয়তা। কারণ, জাপানে এশিয়ান গেমসের ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজনের জন্য যে পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে, তা নিয়ে মোটেই সন্তুষ্ট নয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এবারের এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হচ্ছে জাপানের আইচি-নাগোয়া অঞ্চলে। কিন্তু আয়োজনে খরচ কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাপান সরকার। অন্যান্য এশিয়ান গেমসের মতো এবার কোনও পূর্ণাঙ্গ গেমস ভিলেজ তৈরি করা হয়নি। অ্যাথলিটদের থাকার জন্য ছোট ছোট ঘর এবং একটি বড় জাহাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাহাজটি নাগোয়া বন্দরে নোঙর করা থাকবে এবং সেখানেই থাকার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানা যাচ্ছে। ক্রিকেটের ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত সমস্যা আরও গুরুতর। জাপানে ক্রিকেট এখনও জনপ্রিয় বা প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক খেলা নয়। ফলে যে মাঠে এশিয়ান গেমসের ক্রিকেট ম্যাচগুলি আয়োজন করা হবে, সেখানে ক্রিকেটারদের জন্য স্থায়ী সাজঘরও নেই। অস্থায়ীভাবে তাঁবু খাটিয়ে ড্রেসিংরুম তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই অস্থায়ী সাজঘর থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এমন পরিস্থিতিতে দেশের প্রথম সারির ক্রিকেটারদের সেখানে পাঠানো নিয়ে আপত্তি রয়েছে বিসিসিআইয়ের। বোর্ডের আশঙ্কা, আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেটারদের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধাও যদি না থাকে, তাহলে চোট বা অন্যান্য সমস্যার ঝুঁকি বাড়তে পারে। তাই প্রয়োজনে মূল দল পরিবর্তন করে দ্বিতীয় সারির ক্রিকেটার অথবা যুব দল পাঠানোর কথা ভাবা হতে পারে। বিষয়টি

আরও তাৎপর্যপূর্ণ কারণ চার বছর আগে এশিয়ান গেমসে ক্রিকেটে দাপট দেখিয়েছিল ভারত। পুরুষ ও মহিলা-দুই বিভাগেই সোনা জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। এবারও স্বাভাবিকভাবেই পদক ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়েই দল তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান পরিকাঠামো পরিস্থিতি সেই পরিকল্পনাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। বুধবার এশিয়ান গেমস ক্রিকেটের চূড়ান্ত সূচি ঘোষণা হয়েছে। পুরুষ ও মহিলা-দুই বিভাগেই সব ম্যাচ টি-২০ ফরম্যাটে হবে। প্রতিটি ম্যাচকে আইসিসি-স্বীকৃত পূর্ণ আন্তর্জাতিক ম্যাচের মর্যাদা দেওয়া হবে। অর্থাৎ এই প্রতিযোগিতার গুরুত্ব শুধুমাত্র এশিয়ান গেমসের পদক জয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের হিসাবেও ম্যাচগুলির গুরুত্ব থাকবে। সূচি অনুযায়ী, আইচি প্রদেশের কোরোগি অ্যাথলেটিক পার্কে ক্রিকেট ম্যাচগুলি আয়োজন করা হবে। প্রথমে হবে মহিলাদের প্রতিযোগিতা। ১৭ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে মেয়েদের ম্যাচ। এরপর ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত হবে পুরুষদের প্রতিযোগিতা। এরই মধ্যে ভারতীয় দলও ঘোষণা করে দিয়েছে বিসিসিআই। পুরুষদের দলে রাখা হয়েছে শ্রেয়স আইয়ার, ঈশান কিষান এবং তরুণ প্রতিভা বৈভব সূর্যবংশীদের মতো ক্রিকেটারদের। অন্যদিকে মহিলা দলে রয়েছেন স্মৃতি মন্ধানা, হরমনপ্রীত কৌর এবং রিচা ঘোষের মতো পরিচিত মুখ। কিন্তু দল ঘোষণার পরই প্রশ্ন উঠেছে-এই ক্রিকেটাররা আদৌ জাপানে যাবেন তো? সূত্রের খবর, বিসিসিআই এবং এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের কর্তারা ইতিমধ্যেই আয়োজকদের সঙ্গে পরিকাঠামো নিয়ে আলোচনা করছেন। শেষ মুহূর্তে যদি মাঠ, সাজঘর, শৌচাগার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধার উন্নতি করা হয়, তাহলে পরিস্থিতি বদলাতে পারে। অন্যথায় তারকা ক্রিকেটারদের পরিবর্তে দ্বিতীয় সারির দল বা যুব দল পাঠানোর সম্ভাবনাই জোরালো হচ্ছে। ফলে এশিয়ান গেমসে ভারতের সোনা ধরে রাখার লড়াইয়ের পাশাপাশি এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন-জাপানের পরিকাঠামো কি শেষ পর্যন্ত শ্রেয়স-হরমনদের মাঠে নামার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে?

## বয়কট বিতর্কের অবসান?

# নতুন সূচনায় বাংলাদেশ সফরে টিম ইন্ডিয়া, জানুয়ারিতে হতে পারে সিরিজ!

নয়াদিল্লি,২৯ আগস্ট ঃ ভারত-বাংলাদেশ ক্রিকেট সম্পর্কের জটিলতা কি অবশেষে কাটতে চলেছে? দীর্ঘদিন ধরে অনিশ্চয়তায় থাকা ভারতীয় ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর নিয়ে নতুন করে আশার আলো দেখা যাচ্ছে। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে তিনটি ওয়ানডে ও তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলার যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, তা কার্যত ভেস্তে গিয়েছে। তবে সফর একেবারে বাতিল হচ্ছে না বলেই খবর। বরং আগামী বছরের শুরুতেই বাংলাদেশ সফরে যেতে পারে টিম ইন্ডিয়া। সংবাদসংস্থা এএনআই সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী জানুয়ারিতে বাংলাদেশে ভারতীয় দলের সফর নিয়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা চলছে। তবে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। সফরটি বাস্তবায়িত হবে কি না, তা নির্ভর করবে ভারত ও বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ডের পাশাপাশি দুই দেশের সরকারের অনুমোদনের উপর। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ইচ্ছা, নতুন বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সূচনা হোক ভারত-বাংলাদেশ সিরিজ দিয়েই। সেই লক্ষ্যেই বিসিবি ভারতীয় বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে বলে খবর। সম্ভাব্য সূচি নিয়ে কথাবার্তা এগোলেও নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক পরিস্থিতি এখনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে রয়েছে। প্রসঙ্গত, প্রায় চার বছর আগে শেষবার বাংলাদেশ সফরে গিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। এরপর ২০২৫ সালের জুলাইয়ে ফের বাংলাদেশ সফরের কথা ছিল ভারতের। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে সেই সফর হয়নি। রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন, দুই দেশের সম্পর্কের টানাপো।নে এবং নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কারণে সফর নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের পর অবশ্য ক্রিকেটীয় সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে একাধিকবার ভারতকে সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে তিনটি ওয়ানডে ও তিনটি টি-টোয়েন্টির সিরিজ আয়োজনের ব্যাপারে আশাবাদী ছিল বিসিবি। কিন্তু সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। এর অন্যতম কারণ, ভারতের আন্তর্জাতিক

ক্রিকেট সূচি। সেপ্টেম্বরের শুরুতেই আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজ রয়েছে ভারতের। ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতের সূচিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ছ'টি সাদা বলের ম্যাচ রাখা হয়েছে। ফলে একই সময়ে বাংলাদেশ সফর আয়োজন করা কার্যত সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে নজর এখন ২০২৭ সালের জানুয়ারির দিকে। এএনআই-এর এক সাংবাদিকের তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারিতে ভারতীয় দলের বাংলাদেশ সফরের সম্ভাবনা রয়েছে। দুই দেশের সরকার ও ক্রিকেট প্রশাসনের মধ্যে আলোচনা চলছে। তবে এখনও কোনও চূ।ান্ত সূচি ঘোষণা হয়নি। ভারত-বাংলাদেশ ক্রিকেট সিরিজ শুধু মাঠের লড়াই নয়, সাম্প্রতিক সময়ে তা দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ভারত-বিরোধী মনোভাবের অভিযোগের জেরে দুই দেশের সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল। সেই প্রভাব ক্রিকেটেও প।ছিল। পূর্ববর্তী মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের একাধিক ক্ষেত্রে দূরত্ব তৈরি হয়। ক্রিকেটীয় যোগাযোগও তার বাইরে ছিল না। ভারতীয় দলের বাংলাদেশ সফর নিয়ে তখন থেকেই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তারেক রহমানের সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্যোগের পাশাপাশি ক্রিকেটীয় সম্পর্কও পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে। বিসিবির পক্ষ থেকে ভারতকে ফের বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়টিও সেই প্রক্রিয়ার অংশ। তবে ভারতীয় দলের সফরের ক্ষেত্রে শেষ কথা বলবে ভারত সরকার। বিশেষ করে বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং দুই দেশের সামগ্রিক সম্পর্ক বিবেচনা করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ফলে আপাতত সেপ্টেম্বরের সফর হচ্ছে না বলেই ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু ভারত-বাংলাদেশ ক্রিকেট সম্পর্কের দরজা পুরোপুরি বন্ধ হচ্ছে না। বরং জানুয়ারিকে সামনে রেখে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক এগোলে আগামী বছরের শুরুতেই পদ্মাপারে দেখা যেতে পারে রোহিত-শুভমনদের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলকে। অর্থাৎ, বয়কট ও রাজনৈতিক টানাপো।নের বিতর্ক পেরিয়ে ফের ক্রিকেটীয় সম্পর্কের পথে হাঁটতে পারে দুই দেশ। এখন অপেক্ষা শুধু বোর্ড ও সরকারের চূড়ান্ত সবুজ সংকেতের।

# জাতীয় ক্রীড়া দিবসে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৯ আগস্ট ঃ আন্তর্জাতিক ফুটবল তারকা লিওনেল মেসিকে কেন্দ্র করে গত বছর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজিত প্রদর্শনী ম্যাচ ঘিরে অশান্তির ঘটনায় প্রতারিত ক্রীড়াপ্রেমীদের টাকা ফেরানোর উদ্যোগ নিতে পারে রাজ্য সরকার। জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে শনিবার নবান্নে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এমনই ইঙ্গিত দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ওই প্রদর্শনী ম্যাচকে কেন্দ্র করে প্রায় ৩৩ হাজার ক্রীড়া সমর্থক প্রতারিত হয়েছিলেন। তাঁদের টাকা কীভাবে ফেরত দেওয়া যায়, তা নিয়ে রাজ্য সরকার চিন্তাভাবনা করছে। দ্রুত এই প্রক্রিয়ায় সাফল্য আসবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। উল্লেখ্য, গত বছরের ১৩ ডিসেম্বর মেসিকে কেন্দ্র করে আয়োজিত ওই প্রদর্শনী ম্যাচ ঘিরে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ব্যাপক অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। টিকিট ও আয়োজকদের ব্যবস্থাপনা নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে দর্শকদের মধ্যে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনকেও হস্তক্ষেপ করতে হয়। এদিন অনুষ্ঠানে ক্রীড়া সংস্থা ও ক্লাব পরিচালনায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনৈতিক প্রতিনিধি বা ব্যক্তির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন নেই। ভবিষ্যতে রাজ্যের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে আরও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সরিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

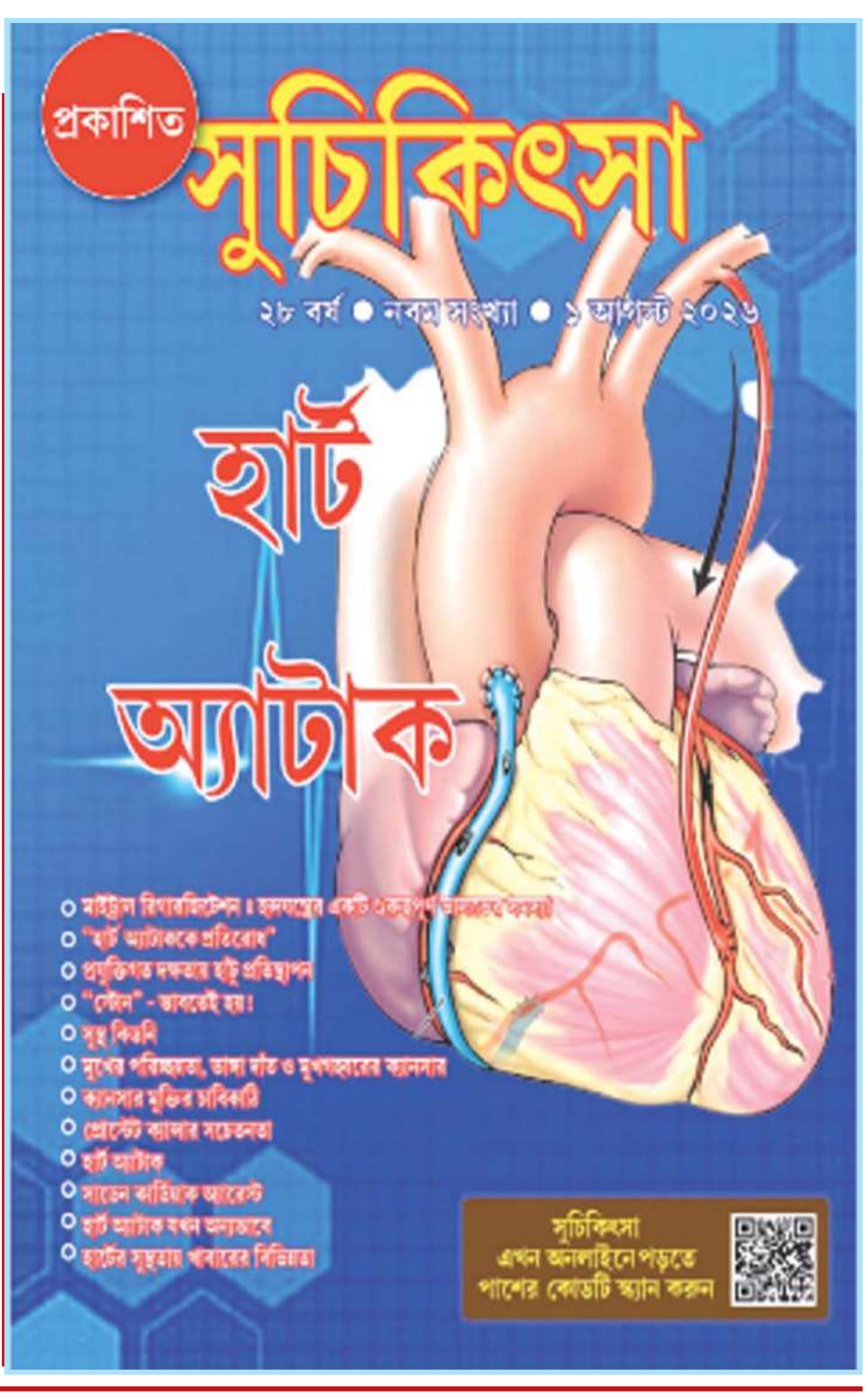


# বিশ্বকাপ জয়ের পরই ফের 'স্বাধীনতা বিতর্ক! বার্সেলোনার মাঠে কাতালান পতাকা উড়লো, উত্তাল স্পেনীয় ফুটবল

বার্সেলোনা, ২৯ আগস্ট ঃ বিশ্বকাপ জয়ের আনঃদ এখনও পুরোপুরি কাটেনি স্পেনে। তার মধ্যেই দেশের ফুটবলে ফের মাথাচা।া দিয়ে উঠল বহু পুরনো রাজনৈতিক বিতর্ক-কাতালোনিয়ার স্বাধীনতার দাবি। লা লিগার নতুন মরশুমের শুরুতেই বার্সেলোনার ঘরের মাঠে স্বাধীনতাকামী কাতালান পতাকা ঘিরে উত্তেজনা ছ।াল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে ম্যাচের আগে স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলারদের সংবর্ধনা দেওয়ার কর্মসূচিও শেষ মুহূর্তে বাতিল করতে হয়। বিতর্কের কেন্দ্র বৃহস্পতিবার লা লিগায় অ্যাথলেটিক ক্লাবের বিরুদ্ধে মরশুমের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামে বার্সেলোনা। বিশ্বকাপজয়ী স্পেনীয় দলের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সদস্যই বার্সেলোনার ফুটবলার। লামিনে ইয়ামাল, পেদ্রি, পাউ কুবারসি, দানি ওলমো-সহ মোট আটজন বার্সেলোনা তারকা স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী দলে ছিলেন। এই সাফল্যকে সামনে রেখে ম্যাচের আগে ওই আট ফুটবলারকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল বার্সেলোনা। ক্লাবের তরফে প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ম্যাচ শুরুর ঠিক আগে গ্যালারির দৃশ্য বদলে যায়। ফুটবলাররা যখন মাঠে দাঁ।িয়ে অ্যান্থেমে অংশ নিচ্ছেন, তখন গ্যালারির বিভিন্ন অংশে দেখা যায় কাতালোনিয়ার স্বাধীনতাকামী পতাকা-' লাল-হলুদ ডোরার উপর ত্রিভুজ এবং তারা-চিহ্নযুক্ত এই পতাকা দীর্ঘদিন ধরে কাতালোনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। জানা গিয়েছে, ম্যাচের আগে একটি স্বাধীনতাকামী সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রায় ১০ হাজার এস্তেলাদা পতাকা বিতরণ করা হয়েছিল। ম্যাচ শুরু হওয়ার আগেই সেই পতাকায় কার্যত ছেয়ে যায় স্টেডিয়ামের গ্যালারি। ফলে ফুটবলকে কেন্দ্র করে আয়োজিত অনুষ্ঠান আচমকাই রাজনৈতিক বার্তা বহন করতে শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলারদের সংবর্ধনা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বার্সেলোনা কর্তৃপক্ষ। ক্লাব প্রেসিডেন্ট জোয়ান লাপোর্তার বক্তব্য, ওই মুহূর্তে সংবর্ধনা দেওয়ার মতো উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। ফলে পরিকল্পিত

অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়। তবে কাতালান পতাকা প্রদর্শনের ঘটনায় পুলিশি পদক্ষেপ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন লাপোর্তা। তাঁর বক্তব্য, নিজের পছঃদের পতাকা প্রদর্শন করা ব্যক্তিগত মতপ্রকাশের অধিকারের অংশ। তাই সমর্থকদের পতাকা প্রদর্শনের কারণে পুলিশ যেভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে, তা নিয়ে তিনি আপত্তি জানিয়েছেন। কাতালোনিয়ার স্বাধীনতার দাবি স্পেনের রাজনীতিতে বহু পুরনো এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। বহু বছর ধরে এই অঞ্চলের একাংশ স্পেন থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানিয়ে আসছে। এই আন্দোলনের সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে জড়িয়ে পড়েছে বার্সেলোনার নামও। ক্লাবটির সমর্থকদের মধ্যে কাতালান জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতাপন্থী মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। অতীতে কাতালোনিয়ার স্বাধীনতার দাবিতে গণভোট, রাজনৈতিক আঃদালন এবং তার পরবর্তী সংঘাতের সময়ও বার্সেলোনা বিভিন্নভাবে আলোচনায় এসেছে। ফলে বিশ্বকাপজয়ী স্পেনীয় ফুটবলারদের সংবর্ধনার ঠিক আগে কাতালান স্বাধীনতাকামী পতাকার উপস্থিতি নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক উসকে দিয়েছে। একদিকে স্পেনীয় জাতীয় দলের বিশ্বকাপ সাফল্য, অন্যদিকে কাতালোনিয়ার স্বতন্ত্র পরিচয় ও স্বাধীনতার দাবি-দুটি ভিন্ন আবেগ একই স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছে। তবে মাঠের খেলায় কোনও প্রভাব পড়তে দেয়নি বার্সেলোনা। রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহের মধ্যেই ম্যাচে অ্যাথলেটিক ক্লাবকে ২-০ গোলে হারিয়ে লা লিগা মরশুম শুরু করেছে তারা। এই ম্যাচের ঘটনা ফের একটি বিষয় সামনে এনে দিয়েছে-স্পেনীয় ফুটবল কতটা রাজনীতি থেকে আলাদা থাকতে পারে? জাতীয় দলের বিশ্বকাপ সাফল্যের কয়েক দিনের মধ্যেই যখন দেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের মাঠে স্বাধীনতাকামী পতাকা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়, তখন সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বার্সেলোনার মাঠে বৃহস্পতিবারের ঘটনা তাই শুধুমাত্র একটি পতাকা প্রদর্শনের ঘটনা নয়। এর সঙ্গে জ।িয়ে রয়েছে কাতালান পরিচয়, স্পেনীয় জাতীয়তাবাদ, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং ফুটবলের সঙ্গে রাজনীতির দীর্ঘ সম্পর্ক। বিশ্বকাপের আনঃদের মধ্যেও যে সেই পুরনো দ্বন্দ্ব এখনও স্পেনের ফুটবলে কতটা জীবন্ত, তারই প্রমাণ মিলল লা লিগার প্রথম ম্যাচে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com